নূর-অল-ঈমান সিরিজ—নং ৮

নাজিরাতুল মোছলেমীন।

মোছান্নেফ
হাজী রহমত উল্লা সাহেব।
সাকিন—চাকদহ। পোঃ—মাশিরা।
থানা—মান্দা। জেলা—রাজশাহী।

প্রথম সংস্করণ

রাজশাহী—নূর-অল-ঈমান সমাজের পক্ষ হইতে
মির্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
দি মির্জাবাগ ভিলা—রাজশাহী।

হেমায়েত ইস্লাম ক্রিয়ার প্রিণ্ট প্রেসে এম, এম, ইয়াকুব দ্বার মুদ্রিত।
দি মির্জাবাগ ভিলা—রাজশাহী।

১৩২৭ সাল। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

সূচিপত্র।

ইতি—সন ১৩২৭ সাল।

নূর-অল-ঈমান সিরিজ—নং ৮

নাজিরাতুল মোছলেমীন।

মোছান্নেফ
হাজী রহমত উল্লা সাহেব।
সাকিন—চাকদহ। পোঃ—মালসিরা।
থানা—মান্দা। জেলা—রাজশাহী।

প্রথম সংস্করণ

রাজশাহী—নূর-অল-ঈমান সমাজের পক্ষ হইতে
মির্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
দি মির্জাবাগ ভিলা—রাজশাহী।

হেমায়েত ইস্‌লাম ক্রিয়ার প্রিণ্ট প্রেসে এম, এম, ইয়াকুব দ্বারা মুদ্রিত।
দি মির্জাবাগ ভিলা—রাজশাহী।

১৩২৭ সাল। মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র।

কোহিনূর পুস্তকবীথি।

মির্জাবাগ ভিলা—রাজশাহী পোঃ।

পরম করুণাময়ের কৃপায় ও গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠ পোষক বর্গের অনুকম্পায়, পুস্তকাবলী প্রকাশের জন্য রাজশাহী শহরে আমারা হেমায়েত ইসলাম ক্লিয়ার প্রিন্ট প্রেস নামক একটী সুবৃহৎ ছাপখানা আজ ৬ বৎসর হইতে চালাইয়া আসিতেছি। আমরা অনেক সৎগ্রন্থরাজীর প্রকাশক এতদ্ব্যতীত গ্রাম্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় যে সমস্ত বই ও ফরমাদি বঙ্গীয় কো-অপারেটীব বিভাগের অনুমোদিত তাহা প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত রাখিয়া থাকি। বঙ্গদেশে যাবতীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত কারবার রাখিবার অভিপ্রায়ে বিহিত সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গ্রাম্য ব্যাঙ্কের জন্য বর্ত্তমানে আমরা নিম্নলিখিত বহি ও ফরম প্রস্তুত করিয়াছি। পত্রে অর্ডার সহ ৫৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইলে রেলে বা ষ্টীমার যোগে পার্শ্বেল পাঠাইয়া থাকি। মূল্যাদি বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য পত্র লিখিলে উত্তর দিয়া থাকি।

১। জমা খরচের বহি ২। কর্জ্জের খতিয়ান ৩। আমানত ও গৃহীত কর্জ্জের খতিয়ান ৪। সেয়ার রেজিষ্টার ৫। মেম্বরগণের দেনার ও সম্পত্তির রেজিষ্টার ৬। মেম্বর ও তাহাদের মনোনীত ব্যক্তিগণের রেজিষ্টার ৭। পরিদর্শন বহি ৮। মিনিট বহি ৯। আমানত পাশ বহি ১০। কর্জ্জের পাশ বহি ১১। তমসুক ফরম ১২। রেহানী তমসুক ফরম ১৩। গ্রাম্য ব্যাঙ্কের সুদ কষার চার্ট। একখানা হাতের নিকটে থাকিলে ১ মিনিটের মধ্যে মেম্বরগণের নিকটে প্রাপ্য সুদের হিসাব বলিয়া দেওয়া যায়। মূল্য ।৶০ আনা মাত্র।

হেমায়েত ইসলাম ক্লিয়ার প্রিন্ট প্রেস।

মির্জ্জাবাগ ভিলা—পোষ্ট রাজশাহী।

এই প্রেসে ইংরাজি বাংলা, আরবী, পারসী, উর্দ্দু ভাষায় নানারূপ সুন্দর সুন্দর অক্ষরে ও তিন রঙ্গে মুদ্রিত ব্লকে, পুস্তক, চেক ফরম, এবং সর্ব্বপ্রকার জব ইত্যাদি ছাপার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে সত্বর সম্পন্ন হয়। দোভাষী অক্ষরে এসলামী পুথিও পরিস্কার রূপে মুদ্রিত হইয়া থাকে। বিদেশের কার্য্য যত্নের সহিত দ্রুত সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহারা ভাল ভাল পুথি, দোভাষী পয়ারে লিখিয়া অর্থাভাবে ছাপাইতে পারিতেছেন না তাঁহারা ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া, বিনা খরচে বই ছাপার একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন।

সুচিপত্র।

ইতি—সন ১৩২৭ সাল।

নূর-অল-ঈমান সমাজের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

(১) দুগ্ধ-সরোবর—(দোছরা বার ছাপা)—লিখক মৌলবী মির্জা ইউসফ আলী। মোসলমান কওম কি ছবেবে জেল্লতিতে গেরেফতার হইল, সেই জেল্লতি কি উপায়ে দূর করা যাইতে পারে তাহা দেল ফেরেব কেচ্ছা দ্বারা বুঝান হইয়াছে। মূল্য।০ চারি আনা।

(২) সৌভাগ্য-স্পর্শমণি।—(মৌলবী মির্জা ইউসফ আলি) ইমাম, মোহাম্মদ গাজ্জালী রহমতুল্লার মশহুর ফারসী কেতাব কিমিয়া সাআদতের সরল বাংলায় তর্জ্জমা হইয়া আট বালামে বই ছাপা হইয়াছে। সামান্য লিখাপড়া জানা জানানা লোকেও ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন। কেতাবের ঐ নাম রাখার কারণ—আমাদের সকলেরই রুহ আদত বেহেশতী জিনিস কিন্তু দুনিয়ায় আসিয়া নফসের আলায়েসে পড়িয়া হায়ওয়ানী খছলত পায়। যেমন তামাকে কিমিয়া দ্বারা ঘসিলে তাহার খারাপ রং যাইয়া আসল সোনা হয় তেমনই এই কেতাবের লিখা মত লোকে আমল করিলে, ইহার নছিহতে দেল আরাস্তা করিলে আলায়েশ ছাফ হয় এবং আমরা ফের ফেরেশতার খছলত হাছেল করিতে পারি। কি হেকমতে লোকে ফেরেশতার ন্যায় কামালিয়াত হাছেল করিতে পারে তাহা খোলাসা লিখা আছে। ইহা পড়িলে নিজের আয়েব দেখিবার আদত বাড়ে এবং কামালিয়াত হাছেলের জন্য দেলী কোশেশ করার খাহেশ জন্মে।

(ক) দর্শন পুস্তক—মূল্য ১৲ টাকা। ইহাতে চারি বাবে মারফতের কথা লিখা আছে। (খ) এবাদৎ পুস্তক—মূল্য ১।০ ইহাতে ঈমান, এলেম, নমাজ, রোজা, হজ্জ, জকাৎ, কোরআন শরীফ তেলাওত, জেকের ইত্যাদির জরুরাৎ ফায়দা ও কানুন সোজা দলিল দ্বারা ছাবেত করা হইয়াছে। (গ) ব্যবহার পুস্তক, ১ম ভাগ মূল্য ১৲ (ঘ) ব্যবহার পুস্তক শেষভাগ মূল্য ১৲। ইহাতে খাওয়া পিয়া, শাদী, রোজী, হালাল হারামের ফরক, ছোবহত, খেলাওয়াত, ছফর গজল-গান, নছীহতে বাদশাহী আদি দশ বাবে আমলদারীর কথা খোলাসা লিখা আছে। (ঙ) বিনাশন পুস্তক, ১ম ভাগ, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা (চ) বিনাশন পুস্তক, শেস ভাগ মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। এই মোহলেকাৎ কেতাবে বদখছলত দূর করা ও নেক খছলত হাছেল করার তদবীর, লালচ দফা করিবার ঔষধ বেহুদা কথার নোকছানি গোস্সা, হসদ, বোগজ, কীনা, দুনিয়াদারী, টাকার লোভ, বখিল, গরুরী ইত্যাদির সবেবে দীন দুনিয়ায় আমরা কত দূর জলিল হই ও কত নোকছান হয় আর ইহার হাত হইতে কি হেকমতে রেহাই পাওয়া যায় তাহা দলিল যুক্তি দিয়া দশ বাবে লিখা আছে। (ছ) পরিত্রাণ পুস্তক, ১ম ভাগ মূল্য ২৲। (জ) পরিত্রাণ পুস্তক শেষ ভাগ মূল্য ২৲। ইহাতে তওবা ছবর, শোকর, খওফ রেজা, ফকর, জোহদ, নীয়ত, এখলাস, ছেদক, মোরাকবা মোহাসবা, তওকল, তওহীদ, শওক, মহব্বত এবং মওতের খেয়াল নেক আখলাকী গুণ দ্বারা দেল আরাস্তা করার বিষয়ে দশ বাবে লিখা আছে। ইহা ছেওয়ায় ইমাম গাজ্জালী সাহেবের জীবন চরিত দেওয়া হইয়াছে।

এক যোগে সমস্ত আট বালাম কেতাব লইলে সিকি মূল্য বাদ ৮৷৶০ আনা ও পৃথক মাশুল দিতে হয়।

* بسم الله الرحمن الرحيم *

নাজিরাতুল মোছলেমিন।

* হামদোনাত। *

ত্রিপদী। বিছমিল্লা বলিয়া, কলম ধরিয়া, লেখিবারি কুদরতের ছেফাত। সাধ্য শক্তি যত যাতে, সব আছে তোমার হাতে, দেও বারি আপে পাকজাত॥ আক্কেলের পুজি দাও, অধিনের পানে চাও, দয়া কর দয়ার সাগর। তুমি বড় গুণবান, আমি ডাক ছোবহান, পার দেও হেরছ নগর। এছা তুমি কারিগর, কুদরতে বান্দিলে ঘর, সেই ঘর চামের ছাওনী। এক কলে যত কল, বাজে তাতে কত কল, আহা মরি কি যন্তর খানি। আছে তাতে তিন তার, বাজে তার বরাবর, এক তিল আরা'ম না করে। যত আছে যেইখানে, এক কলে সব টানে, ওগো বারি তোমারি যে জোরে॥ বাই পিত্তি কফ যারা, কলে জোর দিচ্ছে তারা, এক কলে শত কল হৈল। কেহ বলে কেহ ধরে, কেহ থাকে বারে ঘরে, কার দেখ জবান ছুটিল॥ কেহ দেখে কেহ স্তুনে, কেহ খোসবু বদবু টানে, এছা কল তোমারি যে কল॥ এমনি যন্তর খানি কলে বৈসে বাজাও ধ্বনি, সব দেখি তোমারি যে বোল। তোমার যন্তর খানি, এক মুখে হাজার বানি, এছা বারি তুমি

দয়াবান। যত আছে সংসারেতে, তুমি আছ সবার সাথে, বাজে কল কুদরতে আপন ॥ যত জন যেই খানে, তুমি থাক সেই খানে, লাসরিক সবার খালেক। ছত্তার কাদের তুমি, দীন হীন ডাকি আমি, আহা বারি জগতের মালেক ॥ যে যাহা করেন মনে, দেখ বারি দুই নয়নে, এছা তুমি রহিম রহমান। জগত জুড়িয়া কল, তুমি বারি রব্বুল, আগে পিছে আছে নেগাবান ॥ তুমি সব হৈতে বড়া, কাষ্ঠ বিচে আছে কিড়া, দেও আহার সবাকার তরে। কেহু নাহি ফাকা থাকে, সকলে তোমাকে ডাকে, এছা দাতা জগত সংসারে ॥ তুমি বড় নেগা রাখ, সকলে সমান দেখ, ওগো দাতা সবাকার সার। করিলেন জারা জারা, কেহু লয় কার ছাড়া, তুমি হৈলে জগত মখতার ॥ একা তুমি পরওয়ার, কেহু নাহি সরিক যার, নাহি আছে পুত্র পরিবার। কারে না করিলে সাতি, একাসে জগত পতি, তোমা হৈতে জগত উদ্ধার ॥ তুমি বড় গুণমণি, ঘাস হৈতে কর ননি, ওগো বারি একি চমৎকার। এমন গুণের খোদা, নর হৈতে মাদ পয়েদা, কর তুমি কুদরতে তোমার ॥ তুমি হক ছোবহান, কুদরতের কিবা খান, এসংসারে আছে যত জন। তোমারি কারখানা যত, সর্ব্ব জিবে বাজায়ে কত। ওগো বারি সবার আছান ॥ জীবজন্তু আছে যত, রাখ তার মহব্বত, সবাকার তুমি মখতারন। তোমারি যে কীর্ত্তি জোরে, আছমান শূণ্যের পরে, ওহে বারি তুমি দয়াবান ॥ জমিন পানির পরে, কি কলে রেখেছ তারে। আছে তারা হুকুম মতন। চান্দ আর সুরুজ যেই, আছমানেতে চলে সেই, মানিয়া তোমার ফরমান ॥ চলে তারা রাত্র দিনে, কিছুই আরাম জানে, ডরে তারা তোমারি কারণ। পবন আর পাণি, তাতে মেঘের নিসানি, আহা মরি কদরতের বাখান ॥ গাছ পালা জিব আদি, সব তোমার সাদ্ধ শক্তি, ওগো বারি দয়ার সাগর। কার কর তিত মিষ্ঠ, আছে জার যে অদিষ্ঠ, সব দেখি তোমারি তদবির,

ঘোণ্ডা ফাটে বাচ্চা উঠে, মতি আছে ঝেনুকেতে, আহা মরি তোমারি কারখানা। সকলের তুমি কর্ত্তা, হাতির মস্তকে মুক্তা, সব দেখি কদরতের ছলনা। পশু পাখী জিব জারা, নহে তারা এক ধারা, রং তাদের কর ভিন্ন ভিন্ন। কেহ উড়ে শূন্য ভরে কেহ চলে জমির পরে, আহা মরি কুদরতের ধন্য। চার পাও কারে দিলে, তুই পায়ে কত চলে, সব দেখি তোমার জে সাধ্য ॥ যত আছে আকাশেতে, আর আছে পাতালেতে, সব বাজায় তোমারি যে বাদ্য ॥ আলেমুল গায়েব নাম, অক্ষুরাণ তোমার নাম, নাম লয়ে সব জিবে জিবে। যখন যে নাম লয়, মধুমত সাদ পায়, এছা মিঠা আর কিবা হবে ॥ যেমন তোমার নাম, তেমনি তোমার কাম, তোমারি নামেতে সব চলে। যে হালে রেখেছ যারে, সব আছে তোমারি জোরে, ওগো খোদা সব তেরা বলে ॥ ডাঙ্গাতে আছেন যারা, নিশ্বাসেতে থাকে পুরা, চলে তারা হাওারি মিলন। পানিতে জে জিব যত, নিশ্বাসেতে বাচে কত, রাখে বারি করিয়া যতন। ডাঙ্গায় আছে যারা, পানিতে নাবিলে মরে তারা নিশ্বাসের কারণ। পানির জানুওার যত, ডাঙ্গায়ে উঠিলে কত, লয় তারা মরণে স্মরণ ॥ জমিন আর পানি, সর্ব্বজিবের গুণমণি, সব কিছু তোমারি যে কল। জার সাতে জার মিল কুদরতে মারিলে খিল, তুমি দাতা জগতের আল ॥ দেখ সে আদম জাতে, এক বিন্দ মণি হৈতে, পয়দা কল্লে হরেক ছুরাত। কেহু কালা কেহু গোরা, কেহু হয়ে পাগল ধারা, আহা বারি তোমারি হেকমত ॥ কারে কর কানা খোড়া, কারে দেও গাড়ি ঘোড়া, কারে কর বাদসা নামদার। কারে কর দিন ভিকারি, কেহ বেড়ায় দারে দারে, যত কিছু এক্তিয়ার তোমার ॥ কেহ উচা কেহ নীচা, সকলের এক খাচা, এক বীজে দেখ সব ফল। কেহ হয় আলেমগণ, কেহ হয় জালেম জান, ওগো বারি তোমারি যে কল ॥ কেহ হয় নেক বদ, কেহ হয়

পিরজাদ, কেহ হয় তালিম মুরিদ। নানা রং হইয়ে তারা, কেহ হয় আওলিয়া ছারা, কেহ হয় সেখ সৈয়দ ॥ মঙ্গল পাঠান কত, আর হৈল কত শত, কি লিখিব কুদরতের বাখান। আকাশে পাতালে যত, তোমারি হেকমত মত, আহা বারি কলের প্রধান ॥ ওগো বারি জোল জালাল, শূন্যে হাল, শূন্যে ফাল, দুই হৈতে এক ফল হৈল। বিছন তোমার যত, পানির আকার মত, তাতে বারি জবান হইল ॥ এমন তোমার কল, না চলে কাহার বল, ওগো কর্ত্তা জগৎ তারণ ॥ কুদরতের নাহি অন্ত, রহমতুল্লা হও ক্ষান্ত, যত দেখি মাবুদের সৃজন। আমি কি লেখিতে পারি, তোমার ছেফাত বারি, তুমি বারি জিবের উৎপত্তি। যত আছে সংসারেতে, সব আছে তোমার হাতে, তোমা বিনে নাই কার গতি ॥ যত আছে জাহানেতে, বৈসে জদি এক সাতে, ধরে কলম হয়ে একান্তর ॥ না হইবে এক জারা, উম্মর ভর লেখিলে তারা, তবু তোমার না হবে সুমার ॥ করিয়া তোমার হিম্মত, ওগো আল্লা পাকজাত, কলম ধরিনু ক'রে খেদ। এই মোনাজাত করি, দোয়া কর তুমি বারি, পুরা কর দেলের মখছেদ ॥

* রছুলের তারিফ *

পয়ার। রছুল মকবুল যিনি পিয়ারা আল্লার। আছমানে জমিনে আছে তারিফ তাহার ॥ আল্লা জারে দোস্ত বলে সেই পাকতন। দুনিয়াতে ভেজিলেন বান্দার কারণ ॥ এছা সে গুণের নবি দয়ার সাগর। কোরাণ ফোরকানে যার ভেজিল খবর ॥ করিম রহিম সেই গফুর গাফফার। সবার উপরে যারে করিল ছরদার ॥ আহা কি নছিব তার দোজাহানে ভাল। বুরাকেতে চোড়ে যিনি আরসেতে গেল ॥ খোদার ফেরেস্তা জারা হুকুমে রহমান। আটদোলি হইল তারা নবির কারণ ॥ যখন রছুল তিনি বুরাকে চড়িল। আল্লার আরস তক রৌসন হইল॥

বেহেস্তের বিচে ছিল যত গেলেমান। সে সব নেয়ামতে খুসি জবান ছোবহান॥ আছমানের বিচে যেখানে যা ছিল। খোদার ফজলে তাহা দেখিতে পাইল॥ বেহেস্ত দোজখ দেখে করিয়া তাহাকিক। ভাল ভাল চিজ পান দিনের রফিক॥ সেসব নিয়ামত হৈতে ইমান আওলার। সাফায়েত কবুল হবে দরগাতে আল্লার॥ এমন গুণের নবি দোজাহানে সার। উম্মতের জন্যে তিনি আছে এন্তেজার॥ আহাকি গুণের নবি সংসারে হৈল। আল্লাতালা তারপরে খবর ভেজিল॥ খোদার পছন্দ যাহা যে কাম হইল। জিবরাইলের মারফতে পৌছাইয়া দিল॥ আহালে হাদিস হৈল ছিনাতে যাহার। ক্যায়ামত নাগাদ জারি হুকুমে আল্লার॥ উম্মতের সাফি কাফি মাবুদের দেওান। জার ওছিলাতে বান্দা পাইবে আছান॥ সবার আগেতে খোদা পয়েদা কোরে ছিল। নুরের রোসন কৈরে ছামনে রাখিল॥ খোদার পিয়ারা চিজ দোজাহানে ভাল। সব হৈতে তার দেখ মরতবা বাড়িল॥ পয়গাম্বর খতম হৈল রছুল হইতে। আর কেহ না হইবে এই দুনিয়াতে॥ খোদার পছন্দ চিজ কুদরতে তৈয়ারি। তাহার ছেফাত আমি কি লেখিতে পারি॥ আর কত পয়গাম্বর খায়েস করিল। নবির উম্মত হওয়া বেহেতের ছিল॥ কেননা পিয়ারা চিজ নবি নেককার। সকলের আগে জাবে বেহেস্ত মাঝার॥ এজন্যে আরজ করে যত নবিবর। ক্যায়ামতে কার তরে না থাকিবে ডর। নবির উম্মত জারা এভবেতে হবে।আজাব গজব বলে ডর না থাকিবে॥ উম্মতের দয়াবান মহাম্মদ রছুল। হামেসা থাকিবে লাগা আল্লার মকবুল॥ যখন মুস্কিল হবে রোজ ক্যায়ামতে। নাপছি নাপছি কবে আপনা মুখেতে॥ সে সময়ে কার দিগে কেহ না তাকাবে। আপনা জানের;সবে ভালাই ধুড়িবে॥ সে ওয়াক্তে রছুল আপে দয়ার সাগর। খোদাকে ডাকিবে তিনি হইয়া কাতর॥ শুন ওহে পাক বারি জলিল জব্বার। আমার উম্মত

আজ করগো উদ্ধার ॥ দয়া কর দয়ার বারি ওগো ছোবহান। সবার উপরে তুমি করগো আছান ॥ একথা শুনিয়া কবে রহিম রহমান। তোমার উম্মতের আমি আছি নেঘাবান ॥ কওছরের পানি দেও উম্মত সকলে। কিছু নারহিবে ডরতাহাদের দেলে। হুকুম পাইবে জবে রছুল দেওান। পানি পিলাইবে তিনি উম্মত কারণ ॥ জখন খাইবে পানি উম্মত সকল। ডর ভয়ে দুরে জাবে হইবে খোসাল ॥ এমন গুনের নবি জগত উজালা ॥ যাহা হৈতে বেঁচে যাবে পরকালের জ্বালা ॥ সেই জন্য জত নবি খায়েস করিল। কেনলা খোদার কাছে সব হৈতে ভাল ॥ খোদার নামের সাতে নাম গাথা জার। তার মত না হইবে লাক পয়গাম্বর ॥ কালমা তৈওব হৈল নামেতে তাহার। ঐ নামে উদ্ধার হবে বান্দা যে খোদার ॥ আরসে দরুদ হৈল জানেন বেসক। আল্লার যে ভেজা তিনি কবুল বরহক ॥ খোদার নামের সাতে নাম গাথা জার। আহা কি নেয়ামত নাম জগত মাঝার ॥ আছমানে জমিনে যার নামের বর্ণনা। যার সাতে করে হুস্তি এলাহি রব্বানা ॥ তেনার ছেফাত আমি কি লেখিতে পারি। সকলের দয়াবান নিদানের কাণ্ডারি ॥ রহমত আরজ করে পড়িয়া দরুদ। নবিজির খুসিতে খুসি হওগো মাবুদ ॥ আল ও আওলাদ জারা নবি মস্তফার। দোরুদ ছালাম ভেজি উপরে সবার ॥ আর সে ছালাম ভেজি ইমাম জোনার। রছুলের তাবে আন হবিব আল্লার ॥

* ছাহাবাগণের তারিফ *

পয়ার। আহা কিবা ছাহাবারা খোদার পিয়ারা। যাদের তারিফ আছে কোরাণেতে ভরা ॥ তাদের নামেতে যত হইল দলিল। সমস্ত কোউল ভাল না হবে বাতেল ॥ আর সে জিন্নত ছিল নবি মস্তফার। হামেসা নজদিগে ছিল খুসিতে তাহার ॥ চান্দের কাছেতে যেছা তারার রৌসন। তেছাই আছিল তারা

ছাহাবাগণ ॥ মাবুদ খবর দেন ফেরেস্তার হাতে। বাত চিত করে নবি তিনাদের সাতে ॥ জিব রাইলের মুখে তিনি ওয়াকিফ হইয়া। পরে ছাহাবার তরে দেয় যে বলিয়া ॥ শুনিয়া ওয়াকিফ হয়ে ছাহাবাগণ। মহর দলিল হৈল তাহার কারণ ॥ রওায়েত লেখা তায় নামেতে তাদের ॥ কোরাণ হাদিছে আছে নামের জেকের ॥ কেননা খোদার বান্দার ভাল তাতে হবে। ঐ দলিলেতে নাহি বিগড়াইবে ॥ রছুলের ছিনার সাতে দলিল প্রকাশ। যে হবে মমিন সেই করিবে বিশ্বাস ॥ আহা কি ছিদ্দিক তিনি দিনের রফিক। নবির কোউল ভাল জানিতেন ঠীক ॥ একদিন জিবরাইল আসিয়া কহিল। রছুলের পরে দিন কামেল হইল ॥ একথা শুনিয়া যত তাবেয়ান ছিল। খুসির উপরে তারা বড় খুসি হৈল ॥ ছিদ্দিক আপছোছ করে কান্দে জারেজার। দেখিয়া তামাম লোক হৈল জেরবার। রছুল বলেন শুন যত ছাহাবারা। ছিদ্দিকের দেলের কথা কহি সে মাজেরা ॥ আমার উপরে দিন কামেল হইল। শুনিয়া ছিদ্দিক তিনি কান্দিয়া উঠীল ॥ যে কথা শুনিলে তোমরা সেই কথা ঠীক। আমি যাহা বলি তাহা করিবে তাহাকিক ॥ আজ হৈতে দিন মেরা কম হয়ে যাবে। ছিদ্দিকের দিলের কথা একিন জানিবে ॥ যত দিন কামিল থাকে ঘরেতে ঘরামি। সেই ঘর নুতন বলে কহিলাম আমি ॥ ফারাগ হইব আমি তোমা সবা হৈতে। ছিদ্দিক বুঝিল তিনি আপনা দেলেতে ॥ আহাকি ছিদ্দিক কেছা খবরদার ছিল। নবির জন্যেতে তিনি আপছোছ করিল। ইমানে রোওসন তিনি অন্ধকারে আলো। দিনের কামেতে খুবি জগতের ভাল ॥ হজরত উমর ছিল নবির ছামনে। নবির হুকুম তিনি আমলেতে আনে ॥ উমরের পছন্দ কাম নবিজির ভাল। কোরাণ হাদিছে তাহা একই হইল ॥ সাবাস হিম্মত তার এভবেতে ছিল। দিনের জন্যেতে তিনি বহুতি লড়িল ॥

খোদাতালা তার তরে কুওত বকসিল। কত কত মুল্লুক নবি ফতে যে করিল॥ হেদায়েত করিল উমর হুকুমে খোদার। দিনের আবাদ হৈল সংসার মাঝার॥ আর সে ওছমান গণি বড় খাস তন। নবির কাছেতে ছিল মাফিক রোসন॥ নুরানি চেহেরা তার খুব খবরদার। নবির পেয়ারা তিনি বড় হায়দার॥ পাকিজা ছেফাত তার খোদা দিয়াছিল। দিন দুনিয়াতে জার মরতবা বাড়িল॥ তেনার ছেফাত আমি কি লেখিতে পারি। যার পরে আছে খুসি আপে পাক বারি॥ আর সে হজরত আলি বড় নেককার। নবির কোউল তিনি করে এখতিয়ার॥ জেকায়েতে খুসি ছিল নবি পাক তন। সেই কাম করে আলি দিয়ে দেলজান॥ খোদার পেয়ারা গাজি জোরে জোরওার। লড়িল বহুত দেশ লইয়া তলওার খোদার নামেতে ছিল সেই পাক ওলি। দুনিয়াতে নাম হৈল তার সের আলি॥ কোরাণে হাদিছে আছে তপছির ভিতরে। খোদার পিয়ারা এরা জগত সংসারে॥ আহা কি ছাহাবাগণ ঐ চারি তার। নবিজির কাছে ছিল হয়ে গলার হার॥ জখন রছুল আপে নামাজ পড়িত। দুই তরফেতে চারি জোন খাড় হৈত॥ চান্দ ও শুরুজ জেন্থা অন্ধকারে আলো। পাচ জন নামাজ পড়ে হইয়া খোসাল॥ এমন আদবের সাতে তারা খাড়া হৈল। আল্লার মছজিদ ঘর উজালা করিল॥ জখন রছুল আপে এন্তেকাল হৈল। বিবি আয়েসার ঘরে দফন করিল॥ হজরত উম্মর আর ছিদ্দিক নেককার। ওফাত হইল তারা হুকুমে খোদার॥ তাহারা দাফন হৈল খোদার ফজলে। খুসিতে পাইল জাগা নবিজির বগলে॥ দুই ধারে রৈল দোন হইয়া ইয়ার। এমন নছিব কার না হইবে আর॥ ওছমান গণিকে খোদা পছন্দ করিল। জিন্নাত বাকিয়াতে তার দাফন হইল॥ ওছমানের কবর আর কবর রছুলের। বাকিয়ার দুই ধারে শুন সে জেকের॥ দুইয়ের মাঝেতে জার কবর হইল।

বেসথ

বেসখ খোদায় তালা জান্নত বকসিল ॥ আর সে হজরত আলি আল্লার পিয়ারা। এন্তেকাল হৈল তিনি শুন ভাই ছারা॥ খোদার হুকম হৈল ছাহাবার তরে। ছওার কোরিয়া দেও উঠের উপরে ॥ একথা শুনিয়া জত নেককার ছিল। উঠের উপরে তারা ছওার কোরিল ॥ আল্লার হুকমে উঠ পাহাড়েতে গেল। ফেরেস্তা আসিয়া তখন আগু বাড়াইল ॥ আহা কি হজরত আলি বড় নেকতন। খোদার কুদরতি ঘরে হইল দাফন ॥ আহা কি পিয়ারা চিজ নবি মস্তফার। যাহার রাজিতে রাজি আপে পরওার ॥ নবির কোউল তারা ধরিল জোরেতে। দুঃখ মছিবত হৈতে পাইলেন ফতে॥ রছুল বলেন তিনি সবাকার তরে। আমার কোউল ধর আর ছাহাবারে ॥ ছাহাবার কোউল দেখ জে জনা ধরিবে। বেসক জান্নাতি হবে আজাবে বাচিবে ॥ আহা কি নছিব তাদের এছা সে বলন্দ। খোদ ও রছুল জারে করিল পছন্দ ॥ ক্যায়ামত নাগাদ জার কোউল থাকিবে। তার মত এভবেতে আর কেবা হবে ॥ কোরাণ হাদিছ বিচে মরতবা বাড়িল। নামাজ খোতবাতে জার তারিফ হইল ॥ বোখারি মোছলেম আর আবু দাউদেতে। তৃমিজিতে আছে লেখা দেখ সে মেসকাতে ॥ আর কি লেখিব আমি তাদের বাখান। জাদের প্রমাণ আছে হাদিছ কোরাণ ॥ জে করিবে সঙ্গে এতে বড়ই নাদান। দিনের বাবেতে তার হইবে লোকছান॥ কেননা পিয়ারা তারা আল্লা রছুলের। জাদের আমল ভাল রফিক দিনের ॥ আর সে আরজ করি দরগাতে তোমার। তাদের রাজিতে রাজি রাখ পরওার ॥ আর বায়েতুল্লার ঘরে আছে সে মেনারা। নিশিতে কালাম পড়ে .ময়াজ্জম যারা ॥ ছাহাবা নামেতে যখন পড়েন কালাম। তাতে বড় খুসি হয়ে হাজিগণ তামাম ॥ বুজিয়া তাদের পরে ইমান আনিনু। ছাহাবার কোউল ভাল একিন জানিনু ॥

* আম নছিহত খোদার হামদ *

ত্রিপদি শুন সবে বেরাদার, হও এবে দোস্তদার, খোদার রাজিতে রাজি রবে। জে কামেতে তিনি খুসি, সে কামেতে হও খুসি, তবে খোদা নাজাত সে দিবে॥ আলেমুল গায়েব নাম, সেই বড় গুণধাম, সকলের তিনি দয়াবান॥ তার মত কেবা হবে, একিন জানিবে সবে, সেই জন রহিম রহমান॥ দেখ সে গুণের খোদা, সবাকে কোরিল পয়দা, হয়ে খুসি আপে নিরাঞ্জন। সেই মাবুদের তরে, একিন জানিবে ছারে, আহা বারি জগত রোসন॥ শুন এবে বলি ভাই, তিনি কার ছাড়া নাই, আছে তিনি সবাকার কাছে। যে যাহা করেন মনে, ঠিক তাহা সেই জানে, লাগা আছে আগে আর পিছে॥ না করিবে তারে হেলা, তবে হবে সবার ভালা, মান ভাই করিয়া খেয়াল। ইমানেতে হও বড়, সব হৈতে জান বড়, তবে খোদা বাচাবে মুস্কিল॥ নাসরিক পরওয়ার, সরিক না আছে তাঁর, একা তিনি দেখ মখতারণ॥ সবাকার ভালা চায়, সকলের রুজি দেয়, দেখ সেই পাক রহমান॥ তারে সবে ছেজদা কর, ছামনে নজর ধর, জান তারে আপনা কাছেতে॥ গুনা কাম নাহি কর, হামেসা তাহাকে ডর, তবে রাজি আপে পাক জাতে। আপনার হস্ত বান্দ, নিরালা বসিয়া কান্দ, চাহ মাফ গুণারি কারণ॥ দেলের এরাদা যাহা, খুলে বল তুমি তাহা, দিবে তোরে আপনি ছোবহান॥ হালালের রুজি খাও, হারামে-তে বাজরও, থাক ছাফ ইমানের সাত। জেনা ও তহমত হৈতে, বাচ সবে এভবেতে, বাজ থাক গুণা হৈতে যত॥ আর আর যত গুনা, হাদিছেতে আছে মানা, সেকামেতে ডর কর সবে। তাহাজ্জতের সময়েতে, কান্দ সবে একিনেতে, তবে খোদা মাফ করে দিবে॥ তিনি বড় দয়াবান, সকলের নেগা-বান, নাম তার হক্ক ছোবহান। যদি কেহ করে খাতা, মাফ করে সে বিধাতা, দেখ তিনি এয়ছা দয়াবান॥ ছামনে কবর ঘর,

মনেতে করিবে ডর, অন্ধকার দেখ সে কুঠরি ॥ সাপ বিচ্ছু কিড়া চেওটি, কত আছে পটি পটি, জঞ্জাল পাতাল কাল পুরি॥ আজাব ছেওয়া সেথা, নাহি তাতে অন্য কথা, খালি দেখ ভয়ের তুফান। ছওয়াল জওয়াব ঘর, কার না চলিল জোর, এছা ঘর দেখ সে কঠিন॥ দেখ সবে সেই ঘর, কয়েদ হয়ে বিস্তর, কেহ না খালাছ তাতে পাইল। একবারে হৈল সারা, খবর না দিল তারা, তারা সবে কি হালেতে রৈল॥ ঐ মত যাবে চলে, কবরেতে দিবে ফেলে, তোমার খবর না পাইবে। আল্লাতালা পাক যেই, নেঘাবান হবে সেই, তোরে খোদা তরাইয়া লিবে॥ আগে পিছে রবে খোদা, দয়াবান হবে সদা, তার শুকুর আদা কর সবে। আল্লার যে বান্দা হও, নেক পথে চলে যাও, তবে বারি খুসিতে রাখিবে॥ এই যে দুনিয়া ভাই, হাঁসিবার জাগা নয়, কান্দ সবে খোদার ডরেতে। দেখ যে জনা হাঁসিল, গুণাতে পড়িয়া গেল, গেল তারা আজাবের হাতে॥ কান্দ কান্দ সবে কান্দ, নিরালা বসিয়া কান্দ। তবে খোদা রাজি সে হইবে। দেল জান দিয়ে তারে, ধর ভাই জান ছারে, হবে পুরা ইমানেতে রবে॥ রহমতুল্লা বলে গেল, খোদাকে চিনিল ভাল, চিন সবে যত দিনদার। চিন চিন মাবুদেরে, রেচে যাবে এ সংসারে, তবে সবে পাইবে নিস্তার॥

* ইমানের বয়ান। *

পয়ার। ইমান আন সবে খোদার উপরে। যে জন করিল পয়দা এই যে সংসারে॥ আর জাহা পয়দা করে জমিন আছমানে। ইমান আনিবে ভাই তাহার কারণে॥ কলেমা তৈয়ব পড় একিনের সাতে। আমল নিয়ত কর সাহাদত হৈতে। তেছরা কালমার পরে আনহে ইমান। চোওথা কলমার হৈতে বাচাইবে জান॥ নাসরিক জান সবে ঐমাবুদের। পয়দা করিল যিনি ফেরেস্তার তরে॥ নামরদ নাআওরত

খোদর কুদরত। হামেসা হুকুম মানে রাখে মহব্বত॥ আর সে ইমান আন রছুলের পরে। আছমান জমিন পয়দা জাহার খাতিরে॥ সকলের আগে বারি পয়দা করিল। নুরের রৌসন কৈরে ছামনে রাখিল॥ জাহা হৈত পরকালে পাইবেন মুক্তি। আমলে নিওত কর ইমানেতে সাতি॥ আহালে হাদিছ হেন ছিনাতে জাহার। ইমান আনিবে সবে কেতাবে তাহার॥ আর সে একিন জান ইমানে আপন। ঐ নবি হৈতে পাব বেহেস্তি আদন॥ মাবুদ ওয়াদা করে নবিজির কারণ। তোমার উম্মতের আমি আছি নেগাবান॥ একলার পরে সবে আনহে ইমান। তাতে বড় খুসি হবে আপে ছোবহান॥ দুনিয়াতে হৈল দেখ জত পয়গাম্বর। ইমান আনহে সবে তাহার উপর॥ ইমান কাহারে বলে স্থন এবে ভাই। একে একে সর্ব্বকথা লেখিয়া জানাই॥ খাছ করে জান তোমরা আমলের বাবে। খোদার হুকুম কভু নাহিক টলিবে॥ কেয়ামত হবে জবে হুকুমে খোদার। সে ওক্তে কাহার পরে না থাকিবে বার॥ আপনি হইবে কাজি জলিল জব্বার। সবাকার তরে তিনি করিবে বিচার॥ জার যে আমল দেখ ওজন করিবে। এক জারা বেসি কমি নাহিক হইবে॥ নেকির আমল জার ভারি হয়ে জাবে। খোদার ফজলে তারা জান্নাত পাইবে॥ আর জার আমল দেখ বদ হয়ে জাবে। বেসক সে গুণাগার দোজখে জলিবে॥ এসব কথার পরে আনহে ইমান। ডর ক'রে চল সবে বাচিবে তুফান॥ ডর ও ছবর কর শুকুর খোদার। ইমান আমল কর কহি বারে বার॥ খোদার হুকুম মান গুণাতে ডরিবে। তবে সে ইমান ধন বাহাল থাকিবে॥ খোদার নিয়ামত পরে শুকুর করিবে। হারামির জত পেসা তামাম ছাড়িবে॥ একামে বহুত ভাল শুন ভাই জান। লালচের কাম ছাড় বাচাও ইমান॥ ছবর করিয়া চল ওহে মুছলমান॥ খোদা তালা হবে খুসি বাচিবে ইমান॥ ছবর আমল করে

পয়গাম্বর সকল। তোমরা ছবর কর পাইবে মঞ্জিল।। পয়গাম্বর খাছলত ধর শুন বেরাদর। খোদার তরেতে কান্দ হয়ে জার জার।। আমল নিওত ভাল কর ভাইজান। ইমান দুরস্ত কর বাচনের কারণ॥ হাজি গাজি বলে খোদা নাহিক বাছিবে। মুন্‌সি মলবির তরে নাহিক দেখিবে।। দরবেশ আবেদ বলে না করিবে দোয়া। কেবল ইমান ধন লিবেন বাছিয়া।। এহার দলিল আছে কোরাণ ফোরকানে। লিখিলাম আমি ভাই বাঁচার কারণে।। তিলেক রছুলেতে দেখ করিয়া তাহিক। খোদার ফজলে তাতে পাইবেন ঠীক।। ছুরা হাসরেতে আর ছুরা ফুরকানেতে। এসব আয়েত দেখ আর বাকারেতে।। কোরাণ শরিফ ভরা আল্লার জবান। শুনিয়া আমল কর বাঁচিবে ইমান।। পুরা পুরা কাম কর মাবুদের ফরমান। পুরা পুরা দাম পাবে বেহেস্তি মকান।। ইমানের কিস্তি বান্দ মজবুত করিয়া। মালা মাজি লেও সবে পরের লাগিয়া।। কোরাণের রসি ধরে হালেতে বসিবে। আহালে হাদিস দেখে নৌকা চালাইবে।। ডরের মাস্তুল বান্দ মজবুত করিয়া। আক্কেলের বাদাম তাতে দেও জে তুলিয়া।। আর সে টানিবে দাঁড় হকের উপরে। তুফান দেখিয়া নওকা চালাবে ছবরে॥ শুকুরের নিসান ধর নোওকার উপর। গুণার তুফানে খোদা করে দিবে পার॥ আমলের ঘাটে বান্দ কিস্তি আপনার। ছামনে নজর কর নেয়ামত বাজার।। বাজারে হাজার চিজ্‌ খোদার পছন্দ। নিওতে খরিদ কর তাতে নাই সন্দ।। ভাল ভাল চিজ লেও খরিদ করিয়া। উঠাও কিস্তির পরে মজবুত হইয়া।। জাকাতের পুজি লেও হস্তে আপনার। নামাজ খরিদ কর সবার উপর।। খুসিতে ভরিয়া লেও জামাতের সাতে। দুগুণ মুনাফা হবে বুজ ভাই তাতে।। আমলে নিওত কর ছওগাদ খায়েরাত। ওসরের বাবে সবে কৈরে লেও হাত। আরসে পছন্দ চিজ রোজা রমজানের। নিওতে উঠাও সবে

লাভের খাতির। ছাদকা আমল কর ওহে ভাইজান। কিস্তির উপরে কর চেরাগের নিসান॥ আরসে আমল কর জুমা জে ছরদার। মহাজনের পছন্দ চিজ শুন বেরাদর॥ বায়েনা দেখিবে আগে জুমার কারণ। পছন্দ করিবে তিনি মনের মতন॥ যে চিজ পছন্দ করে মহাজন আপন। দেল জান দিয়ে কিন লাভের কারণ॥ কোরাণ তেলাওত কর নেকিতে আমল। তাহাজ্জত নামাজ লেও নেকির সম্বল॥ এসব চিজেতে দেখ বড় লাভ হবে। রছুলে মকবুল তিনি খুসিতে লইবে॥ মজুদ করিয়া লেও এসকল চিজ। খুব সাবধানে রাখ হইয়া তমিজ॥ আক্কেলের কুজি দিয়ে বন্দ কর মাল। ডরেতে চেতন থাক না হও পয়েমাল॥ এমন কাঠীন চোর দিনে করে চুরি। কত মহতের ঘরে পাপী মারে ছুরি॥ লালচের লাল দিয়ে করিল পয়েমাল। অবশেষে তার পরে ঘটায় মুস্কিল॥ জেনাতে ফেলেন কারে আরসে চুরিতে। ঝুট ও তহমত কত ফেলে সে লুটেতে॥ এতিমের মাল কত লয় জে ছিনিয়া। হকদারের হক জত দেয় সে দাবিয়া॥ দাওছ করেন কারে এই দুনিয়াতে। আর সে সরম তার জায় সে দুরেতে॥ এসব কামেতে দেখ কিস্তির তুফান॥ গুনার দরিয়াতে পড়ে হয়ে খান খান॥ আর সে বখিল হয়ে লোভেতে পড়িয়া। আসল ইমান তার জায়ে বিগড়িয়া॥ দেখ তাতে নোনা লাগে কিস্তির তলাতে। দিনে দিনে হয়ে জরা ডুবে দরিয়াতে॥ যদি সে ডুবিয়া যায় কিস্তি আপনার। কেমনে হইবে পার কহ বেরাদর॥ হায়া ও সরম কর সে নৌকার ছাওনি। তাকো-ওাতে রাখ সবে কিস্তি জে আপনি॥ পরহেজগারি কোরে ছেঁছ সে কিস্তির পানি। তবেত ভাসিবে নৌকা জানিবে আপনি॥ মহব্বতের হাওা দিয়ে কিস্তি চালাইবে। তবে সে ইমান কিস্তি তুফানে ভাসিবে॥ খোদাকে ওয়াহেদ জান আনগো ইমান। নিরালা বসিয়া কান্দ বাচনের কারণ॥ তিনি

যদি দয়া করে তোমা সবাকারে। তাতে কোন গম নাই এই জে সংসারে॥ পারের কাণ্ডার তিনি পার কোরে দিবে। হামেসা তাহার কাছে আশা ধারি রবে॥ নিকড়ার সম্বল তিনি বড় দয়াবান। হামেসা তাহাকে ডাক বলে ছোবহান॥ পরের জন্যেতে তুমি হও পেরেসান। নিজের সম্বল নেও কিছু যে এখন॥ সকলে গেলেন পারে খুসি হয়ে মন। রহমতের সম্বল নাই করি কি এখন॥ তোমাকে ডাকিগো আমি বলিয়া রহমান। কেমনে হইব পার দেও তার সন্ধান॥ খালি ঝুলি ঘাড়ে আছে পুজি নাই তাতে। হামেসা কাদিগে বারি তোমার দরগাতে॥ উপরেতে বাগ আছে পানিতে কুম্ভির। অন্ধকার রাতি দেখে হইল অস্থির॥ লালছের দরিয়া সেই গুণার কুম্ভির। মারিতে সন্ধানে আছে সয়তান বেপির॥ জত গুনা আছি দে জঙ্গলের বাগ। ঝুট ও তহমত তার জবানেতে আগ॥ লোভের চক্কর আছে দেখ তার গায়ে। বেরহমের জত নখ হাতে আর পায়ে॥ এছা তার দেল সক্ত মহর হইল। সেই জন্য মুখ কাল নাপাক ছুটিল। এমন নিদারুণ বাগ দন্ত সারি সারি। ধরিয়া খাইল কত করিয়া চতুরি॥ এই নদির কিনারে দেখ গারদ হইল। গুণার কুম্ভিরের হাতে সপরত করিল॥ আহলের কাণ্ডারি তুমি পারের খেওানি। শীঘ্র করে পার দেও ওগো গুণমণি॥ বসে থাকে দেখ বারি আমার জন্ত্রনা। পার করে লেও তুমি এইত বাসনা॥ নদির ঘাটেতে কান্দে রহমত দেওয়ানা। পার কোরে দেও বারি তুমি রব্বানা। আর জত বান্দা তোমার অনাথ অতুর। সকলের পার কর দয়ার সাগর॥ আমার আরজ এই জোনাবে তোমার। ইমান আওলার সাতে করিবে উদ্ধার।

* এক নেককার লাড়কার বয়ান। *

পয়ার। ইমান কেমন চিজ শুন ভাইজান। আমলে নিরক্ত

কর মাবদের কারণ ॥ দেল জান দিয়ে ডাক কারণে তাহার। মখছেদ হইবে পুরা শুন বেরাদর ॥ ইহার দলিল আছে স্থরা বাকারেতে। সেই কথা লিখি হেথা আন আমলেতে ॥ মুছার ওক্তেতে এক লাড়কা আছিল। ছাগলের রাখালি তিনি হামেসা করিল ॥ এই মত দিন তার গুজরান হইল। মাবুদের জোস আইসে দেলেতে পৌছিল ॥ হামেসা খোদার নাম করেন খিয়ান। কোন খানে পাব বলে করেন সন্ধান ॥ দিনে দিনে ছেলের মন উতালা হইল। বোরের গাছের নিচে যাইয়া বসিল ॥ বসিয়া গাছের নিচে করেন রোদন। কোন খানে আছ রাবি রহিম রহমান ॥ কাছে এসে কোলে বস দয়ার সাগর। অনাথ বালকে ডাকে হইয়া কাতর ॥ এ সময়ে পাইলে কোলে ওগো পরওয়ার। ছাগলের দুধ দিতাম মুখেতে তোমার ॥ আছুদা করিয়া আমি তোমার খাতিরে। খাওয়া-ইতাম দুধ যত পার খাইবারে ॥ আর সে গমের রুটি করিয়া তৈয়ারি। এন্তেজার বসে আছি ওহে পাক বারি ॥ বোরের গাছেতে বোর দেখ আছে পাকা। রসেতে মজিয়া বোর ডালে রৈল বাঁকা ॥ এ সব ছামানা চিজ কারণে তোমার। খাইয়া আরাম কর কোলেতে আমার ॥ এই সব কথা ছেলে বলিতে আছিল। নয়নে ছুটিল ধারা হইয়া আকুল ॥ মাবুদের সাতে এছা তার বান্দা গেল। আসকের তির ছেলের কোলেতে বাঁধিল ॥ কান্দিয়া আকুল হৈল হইয়া হয়রান। এস এস কোলে বস ওগো ছোবহান ॥ এই সব কথা ছেলে বলিতে আছিল। পিছে থেকে পয়গম্বর শুনিতে পাইল ॥ শুনিয়া বলেন মুছা তাহার কারণ। বেহুদা কালাম তুমি বলরে নাদান ॥ মাবুদের তরে তুমি এছা বাত বল। খাবেন এসব চিজ বল নামাকুল ॥ একথা শুনিয়া তিনি গোস্বায় জ্বলিল। ধাক্কা মেরে তার তরে দুরে ফেলে দিল ॥ পাহাড়ে থাকিয়া ছেলে দুরেতে গিরিল। খোদাতালা মুছার তরে কহিতে লাগিল ॥ শুন

মুছা

মুছা পয়গম্বর কি কাম করিলে। আমার দোস্তের তরে দুর করে দিলে॥ আমার এস্কেতে যার মহব্বত ছিল। সে জন তোমার কাছে কি গুণা করিল॥ আমার উপরে তিনি নেঘা যে রাখিল। সেই জন্য আমার দেল বড় খুসি হৈল॥ যাকিছু জবানে আনে ঐ নেক তন। আমাকে মালুম হয় মধুর মতন॥ এমন নিয়ামত চিজ দুর করে দিলে। আমার নজাদগ হৈতে ফারাগ করিলে॥ আলেম হেলেম তিনি কিছু নাহি জানে। তবে সে আমার তরে খোদা বৈলে মানে॥ জানিয়া শুনিয়া তুমি বলিলে আমারে। নারাজ হইতাম আমি তোমার উপরে। পয়গম্বর বলে আমি না করিনু মাফ। তোমার উপর হৈতে বড়ই আজাব॥ এ কথা সুনিয়া মুছা বহুত ডরিল। যেখানেতে ছিল ছেলে সেখানেতে গেল॥ দেখিয়া ছেলেকে কহে মুছা পয়গম্বর। আমার উপরে তুমি হইলে বেজার॥ আমাকে করিবে মাফ ওগো নেককার। আল্লাতালা আছে রাজি উপরে তোমার॥ যেখানেতে বসে ছিলে করিলে জেকের। সেই খানে চল তুমি না করিবে দের॥ তোমার জন্যেতে যারি উপরে আমার। নারাজ হইল তিনি কারণে তোমার॥ শুনিয়া মুছার কথা ঐ নেককার। খোদার স্থকুর করে তছবি হাজার॥ কি কছুর করিলে তুমি কারণে আমার। তোমা হৈতে পানু আমি মাবুদের দিদার॥ খোদার পিয়ারা তুমি দিনের ছরদার। তোমার উপরে খুসি হৈল বেস্তমার॥ যে ওক্তে আমার তরে ওগো নবি ছানা। হাকিয়া দিয়াছ তুমি বলিয়া দেওয়ানা॥ সেওক্তে মাবুদ এসে আমাকে ধরিল। রহমের রব যেই তাহাকে মিলিল॥ যেমন ডাকিতোছিনু মাবুদের তরে। করিলেন আশা পুরা আমার খাতিরে॥ এ কথা শুনিয়া মুছা বড় খুসি হৈল। তথা হৈতে পয়গম্বর বিদায় হইল॥ আমল নিয়ত আর ইমান এধন। সব হৈতে তাঁর কাছে দুই পছন্দ॥ শুনিলে লাড়কার কথা ওহে ভাই জান। মাবুদেরে ডাক সবে

করিয়া সন্ধান ॥ ডাক ডাক তারে ডাক করিয়া একিন। অবশ্য পাইবে তারে সুনহে মমিন ॥ খালেছ নিওতে ডাক বলিয়া মাবুদ। হামেসা আছেন লাগা ছামনে মজুদ ॥ জে ওক্তে ডাকিবে তুমি মুখেতে রব্বানা। সে ওক্তে ছাড়িয়া দিবে দুনিয়ার কারখানা ॥ জে ওক্তে ডাকিবে সবে বলিয়া জব্বার। সেওক্তে না জানে যেন খেস বেরাদার ॥ জেসমে মাবুদের নাম ধিয়ান করিবে। লাগিলে ঘরেতে আগ ফিরে না তাকাবে ॥ কেননা নেগাবান আছে মাবুদ তোমার। কিছুনা লোকছান হবে হুকুমে তাহার ॥ বেগর হুকুমে তার কিছু না হইবে। সকলে হুকুম মানে একিন জানিবে ॥ কেননা নেগাবান আছে মাবুদ সবার। কিছু না নুকছান হবে কারণে তাহার ॥ এ কথার পরে সবে আনহে ইমান। খোদার ফজলে কার না হবে নুকছান ॥ যে ওক্তে খলিলের তরে আগুনে ডালিল। খোদার নামের পরে ইমান আনিল ॥ নামের জোরেতে আগ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমল নিওত কেছা খলিলের ছিল। দেখত খোদায় তালা রহম করিল ॥ এক জারা পসম তার নাহিক পড়িল ॥ খোদার ফেরেস্তা আইল মদতের কারণ। মদত না লেয় নবি খোদাকে সরণ ॥ সাবাস ইমান তার সাবাস হিম্মত। ওই দিনে ইয়াদ ছিল খোদার কুদরত ॥ ইছমাইলের তরে জবে কুরবানি করিল। খোদার নামেতে তিন গেলা আগে ছিল। নামেতে পিয়ারা হৈল আল্লার মকবুল। ক্যায়ামত লাগাদ জার ছুন্নত আমল ॥ আল্লার নামের পরে আনিল ইমান। সে জন্য হইল খুসি আপনি রহমান ॥ আপনার জান বলে না করিল দোয়া। আমল নিওত কেছা দেখহে বুঝিয়া ॥ দেখত সামাউন নবি হবিব আল্লার। বোগদাদের বাদসা তারে করে জেরবার ॥ হস্ত পদ মুখ চোখ কাটিয়া ফেলিল। অবশেষে তার তরে দোরিয়া ডালিল ॥ দেখ সামাওন নবি মাবুদে ডাকিল। তার হাতে জান দেখ সপরত করিল। যখন ডাকিল বোলে রহিম

রহমান। ফেরেস্তা ভেজিল বারি নবির কারণ॥ হুকুমে আসিয়া তিনি ফেরেস্তার জাত। নবিকে ধরিল আপে আছানের সাত॥ খোদার রহম তার উপরেতে হৈল। জেমন আছিল নবি তাহতে বাড়িল॥ খোদার হুকুম পায়ে লানতির তরে। গারদ করিল নবি দরিয়া ভিতরে॥ একবারে সবাকারে দরিয়াতে ডালিল। খোদা তালা তার তরে কি মরতবা দিল॥ ইমান আমান তার খুব ভাল ছিল। আমল নিওতে খোদা পছন্দ করিল॥ দেখত আউব নবি কেছা ইমানদার। খোদার নামের পরে রাখিলেন বার॥ আমল নিওত তার খুব ভাল ছিল। সেই জন্যে পাক বারি আজমায়েস করিল॥ খোদা তালা তার পরে ভেজিল বেমার। বেমারিতে কয়েদ ছিল আঠার বছর॥ হামেসা খোদার নাম জপিতে আছিল। সেই জন্যে পাক বারি সাবেক করিল॥ বেটাবেটি নবিজির যাহা মারা গেল খোদার নামেতে তার সব জিন্দা হৈল॥ আহাকি ইমান ধন জগত প্রধান। ইমানেতে নাই কার দেখহে নকছান॥ দেখত ইনুছ নবি পিয়ারা আল্লার। মাছের পেটেতে ছিল হয়ে গেরেপ্তার॥ এক জারা মাবুদের তরে নাহিক ভুলিল। আমল নিওত তার খুব ভাল ছি[illegible] এক জারা তফাত দেখ তারে না জানিল। মাবুদ আছেন লাগা ইমান আনিল॥ ইন্না লিল্লা পড়িলেন জবানে আপন। উম্মর দারাজ হৈল তাহার কারণ॥ আহা কি মরতবার নাম হক ছোবহান। কোরাণ বিচে আছে নামের বাখান॥ আহা কি সুন্দর নাম মনের মতন। ঐ নামে হয়ে যাবে জগত তারণ॥ খোদার নামেতে জেই ইমান আনিবে। দুঃখু মছিবত হৈতে ছুটি সে পাইবে॥ দেখত মরিওমের বেটা কেছা নেককার। দুনিয়াতে যেই জন না বান্দিল ঘর॥ ইমান আনিল তিনি আল্লার উপর। একদিন যাতে হবে হুজুরে তাহার॥ এহুদ নাছারা তারে কত দুঃখ দিল॥ খোদার নামেতে তিনি আছমানেতে গেল॥ খোদার

কুদরাত নাম সকলের আছান। রাত্র দিনে লয় নাম তবু না ফুরান ॥ আহা কি গুনের নাম সংসারেতে আইল। ঐ নামে ইদিরিছ নবি বেহেস্ত পাইল ॥ জিন্দায়ে জান্নাত খুবি মিরাছ তাহার। খোদার ফজলে পাইল হুর তাবেদার ॥ আমল নিওত তার খুব ভাল ছিল। ইমান দেখিয়া বারি পছন্দ করিল ॥ মুখেতে লইল নাম বলিয়া রাব্বানা। সেই জন্যে ছুচে গেল দুনিয়ার যন্ত্রনা ॥ জিব জন্তু যত আছে এইত সংসারে। গাছ পালা আদি যত দুনিয়া মাঝারে ॥ পির পয়েগাম্বর যত হবিব আল্লার। ইমান দুরুস্ত আছে দেখ তা সবার ॥ খোদার পিয়ারা জারা দিনের ছরদার। ঐ নামে সকলেতে হতে চায় উদ্ধার ॥ লেওগো তাহার নাম করিয়া যতন। নামেতে যে বড় খুসি রহিম রহমান ॥ নামেতে ভরসা কর আনিয়া ইমান। খোদা তালা বাচাইবে মস্কিলে তুফান ॥ লেও লেও নাম লেও খুব নিরালাতে। ইমানের সাতে কান্দ খোদার দরগাতে ॥ ঐ নামেতে চিনালেও মাবুদ কাদের। হামেসা জেকের কর বাচার খাতের ॥ ছোবহান আল্লা আলহামদ পড় ভাই জান। লায়েলাহা ইলাল্লা বল বাচানের কারণ ॥ উঠীতে বসিতে আর যাও যে কামেতে। বিছমিল্লা পড়িবে সবে ইমানের সাতে ॥ আর সে ইমান আম আমল একিনেতে। কোরাণের আওয়াল নাম বুঝগো দেলেতে ॥ খোদার নিয়ামত চিজ যখন খাইবে। পহেলা বিছমিল্লা বলে মুখে তুলে দিবে ॥ আর তাতে ইমান আন স্তন ভাই জান। আল্লা তালা ভেজিলেন বান্দার কারণ। আমল নিওত কর বিছমিল্লা পরেতে। আল্লা তালা বড় খুসি দেখ সেকামেতে ॥ বিছমিল্লার মানে ভাই স্তন সকলেতে। শুনিয়া আমল কর রাখগো দেলেতে ॥ সুরু করিলাম আমি নামেতে খোদার। তুমি যে রহম কর কামেতে আমার ॥ তাহার নামের পরে রাখ সবে বার। খোদা তালা পুরাইবে মখছদ তোমার ॥ সেকামেতে

কার দেখ নকছান না হবে। খোদা তালা সে কামেতে নেগা-বান রবে॥ বিছমিল্লাতে বরকত দেয় রহিম রহমান। বিছমিল্লাতে পাক থাকে সবাকার জান॥ যা করিবে কর সবে আল্লার নামেতে। রুজিতে বরকত লেও বিছমিল্লা হইতে॥ এসব নিওতে ভাল ওহে ভাই জান। আমল করিয়া লেও না হবে নকছান॥ আর যদি পুছে কেহু ভালায়ের খবর। হামদ লিল্লা পড় আগে দেও তার উত্তর॥ সেকামে বহুতি ভাল শুন বেরাদর। বড় খুসি হয় বারি উপরে তোমার॥ মউতের খবর যদি তুমি পাও কারে। ইন্নালিল্লা পড় সবে তাহার খাতিরে॥ আর সে ইয়াদ কর মউত আপনার। বেসক মউত হবে হুকুমে আল্লার॥ মউত উপরে সবে আনহে ইমান। কবর বিচেতে সবে পাইবে আছান॥ যদি কোন চিজ কার হারাইয়া যাবে। আরসে জুলম হয় জানেতে জানিবে॥ সেই ওক্তে ইন্নালিল্লা পড় ওহে ভাই। বালা মছিবতে সবে পাইবে রেহাই। ইমানের সাতে কর ছবুর আমল। খোদার ফজলে পাবে আপনা সম্বল॥ এসব দলিল দেখ বহুতি যে আছে। তালাস করিয়া বুঝ কোরাণ হাদিছে॥ দেখত ইছব নবি রফিক দিনের। তার কথা লেখি হেথা শুন সে জেকের॥ যখন ভায়েরা সবে কুওাতে ডালিল। খোদার নামের জোরে বাঁচিয়া রহিল॥ আল্লাকে ডাকেন নবি আনিয়া ইমান। আমার উপরে বারি হও নেগাবান॥ আহাকি খোদার নাম জগত তারণ। ইন্নালিল্লা পড়ে ইছব বাচার কারণ॥ আল্লার নামের পরে তিনি রাজি ছিল। মেছের মুল্লুক জুড়ে বাদসাই পাইল॥ আহা কি আছিয়া বিবি মুখে নাম লইল। জিন্দায়ে বেহেস্ত তিনি দেখিবারে পাইল॥ ফেরাওনের বিবি ছিল সেই নেককার। ইমান আনিল তিনি উপরে আল্লার॥ আমল নিওত তার খুব ভাল ছিল। সেই জন্যে পাক বারি পছন্দ করিল॥ জাকরিয়া নবির তরে করাতে ফাড়িল। নামের

কার দেখ নকছান না হবে। খোদা তালা সে কামেতে নেগা-বান রবে ॥ বিছমিল্লাতে বরকত দেয় রহিম রহমান। বিছমিল্লাতে পাক থাকে সবাকার জান ॥ যা করিবে কর সবে আল্লার নামেতে। রুজিতে বরকত লেও বিছমিল্লা হইতে ॥ এসব নিওতে ভাল ওহে ভাই জান। আমল করিয়া লেও না হবে নকছান ॥ আর যদি পুছে কেহু ভালায়ের খবর। হামদ লিল্লা পড় আগে দেও তার উত্তর ॥ সেকামে বহুতি ভাল শুন বেরাদর। বড় খুসি হয় বারি উপরে তোমার ॥ মউতের খবর যদি তুমি পাও কারে। ইন্নালিল্লা পড় সবে তাহার খাতিরে ॥ আর সে ইয়াদ কর মউত আপনার। বেসক মউত হবে হুকুমে আল্লার ॥ মউত উপরে সবে আনহে ইমান। কবর বিচেতে সবে পাইবে আছান ॥ যদি কোন চিজ কার হারাইয়া যাবে। আরগে জুলম হয় জানেতে জানিবে ॥ সেই ওক্তে ইন্নালিল্লা পড় ওহে ভাই। বালা মছিবতে সবে পাইবে রেহাই। ইমানের সাতে কর ছবুর আমল। খোদার ফজলে পাবে আপনা সম্বল ॥ এসব দলিল দেখ বহুতি যে আছে। তালাস করিয়া বুজ কোরাণ হাদিছে ॥ দেখত ইছব নবি রফিক দিনের। তার কথা লেখি হেথা শুন সে জেকের ॥ যখন ভায়েরা সবে কুওাতে ডালিল। খোদার নামের জোরে বাঁচিয়া রহিল ॥ আল্লাকে ডাকেন নবি আনিয়া ইমান। আমার উপরে বারি হও নেগাবান ॥ আহাকি খোদার নাম জগত তারণ। ইন্নালিল্লা পড়ে ইছব বাচার কারণ ॥ আল্লার নামের পরে তিনি রাজি ছিল। মেছের মুল্লুক জুড়ে বাদসাই পাইল ॥ আহা কি আছিয়া বিবি মুখে নাম লইল। জিন্দায়ে বেহেস্ত তিনি দেখিবারে পাইল ॥ ফেরাওনের বিবি ছিল সেই নেককার। ইমান আনিল তিনি উপরে আল্লার ॥ আমল নিওত তার খুব ভাল ছিল। সেই জন্যে পাক বারি পছন্দ করিল ॥ জাকরিয়া নবির তরে করাতে ফাড়িল। নামের

জোরেতে আপে বাচিয়া রহিল। আমল নিওত তার এছা ভাল ছিল। খোদার উপরে তিনি তাওয়াক্কা রাখিল ॥ ছারে জাহানের জেই মালেক মখতার। নেগাবান আছে সেই উপরে আমার ॥ সেই জন্যে পাক বারি রহম করিল। খোদার ফজলে তিনি ছালামতে রৈল ॥ লেওহে আল্লার নাম উঠিতে বসিতে। আমল নিওত কর খাইতে শুইতে ॥ যখন যে কাম কর ওগো মুছলমান। মাবুদের পরে সবে আন হে ইমান ॥ নামেতে বরকত লেও রুজি সে হালাল। সেকামে বহুত ভাল খুসি জোল জালাল ॥ খোদার নামেতে জান সপ আপনার। বড় বড় মছিবতে পাইবে উদ্ধার ॥ সুকুর ছোবুর কর নামেতে জেকের। ইমানে খরিদ কর ঘর জান্নাতের ॥ দেখত ইমামগণ কারবালা ময়দানে। নাম জাপলেন তারা পানির কারণে ॥ আল্লার কলম এহা একিন জানিল। সেজন্যে তাহার পরে সুকুর করিল ॥ শুকুর ছবুর করে আনিয়া ইমান। তোমার রাজিতে রাজি ওগো ছোবহান ॥ জালেম জুলম করে আমা সবাকার। জলদি করে লেও তুলে ওগো পরওয়ার ॥ এই বুলে খোদার নামে গলা আগে দিল। খোদার ফজলে তারা সহিদ হইল ॥ ইমান আনিল তারা জত ইমামেরা। কছরের পানি পাইল সারাবন তহুরা ॥ আহাকি নিয়ামত নাম জগত জুড়িয়া। ঐ নাম ধিয়ান করে সহিদ আসিয়া ॥ আহাকি গুনের নাম হক ছোবহান। সব হৈতে মিঠা চিজ লেওগ ইনছান ॥ আর কি লেখিব আমি নামের ছেফাত। নামেতে উদ্ধার হৈল পয়গাম্বর জাতি ॥ নামেতে পিয়ারা হও ওহে মোছলমান। নামেতে বাঁচিয়া যাও আখেরি তুফান ॥ রহমত আরজ করে ওগো রহমান। কালমা সাদত হৈতে দিবেন আছান ॥ দেওগো নামের রসি আমার যে হাতে। গুনা হৈতে বাঁচাও বারি নামের বরকতে ॥ মায়া জালে বন্দি হয়ে পড়েছি ফাসেতে। নাম হৈতে লেও তুলে ইমানের সাতে ॥ আর এ আরজ করি মাবুদ কাদের। উতের

ওক্তে পাই নামের জেকের ।। লায়েলাহা ইল্লেল্লা আর ছোবহান আল্লা । ঐ নামে বাঁচাও তুমি আজাবের জালা ॥ এই মনাজাত করি ওগো বারিতালা । নামের বরকতে দেও নাজাতের হিল্লা ॥

* মাবুদের কাছে খেদ । *

চুটকি পয়ার ছন্দ । শুন পাক পরওয়ার ২ । অধিন তোমাকে ডাকে করিতে উদ্ধার ॥ তুমি গোফুর গাফ্ফার ২ । ইমান আনিনু আমি তোমার উপর ॥ গান্দা পানি হৈতে ২ । আমাকে করিলে পয়দা তোমার কুদরতে ॥ তুমি বড় কারিগর ২ । কঠিন জাগাতে বারি দিলেন আহার ॥ কি কল রাখিলে সেথা ২ । সাবাস সাবাস তোমারি ক্ষমতা ॥ তুমি হক ছোবহান ২ । আমি কি করিতে পারি তোমার বাখান ॥ সব তোমার সাধ্য শক্তি ২ । ঐ চিজ দেও মোরে যাতে পাই মুক্তি ॥ আশা করি যে তোমার ২ । তোমা বিনে নাহি দেখি আমার নিস্তার ॥ যেমন গড়িয়াছ বারি ২ । আমি হয়েছি তেমন তোমার তৈয়ারি ॥ যে হালে রেখেছ তুমি ২ শুকুর তোমার আছি সে হালেতে আমি ॥ কিসমতে যা তৈয়ারি ২ ॥ খাইয়া আলহাম্‌দ পড়ি ওহে পাক বারি ॥ এ আরজ করি বারি ২ । সামনে কঠিন জাগা অন্ধকার কুঠরি ॥ বড় আজাবের ঘর ২ । কেমনে করিব সহ্য দেলে হৈল ডর ॥ সে ঘরে ছওয়াল ভারি ২ । আজাবের উপরে আজাব হবে জারি ॥ তুমি পাক পরওয়ার ২ । ডরেতে কান্দছি আমি দরগাতে তোমার ॥ তুমি বড় দয়াবান ২ । অন্ধকারে কারাগারে দিবেন আছান ॥ ভাই বন্ধু যত ছিল ২ । তারা ঐ ঘরে সবে রসাতলে গেল ॥ কোন ঘড়ি যাইতে হবে ২ । মউত আমাকে ধরে কয়েদ করিবে ॥ কেহত হবেনা সাতি ২ । তুমি বিনে দয়ার মাবুদ নাই আমার গতি ॥ আশা করি ছোবহান । কবর বিপদে তুমি করিবে আছান ॥ সাপ বিচ্ছু আছে ভরা ২ । মুখে

আগুন আছে দংসিবেন তারা ॥ সে সময়েতে কেবা সাতি ২। দয়া করে দেও বারি ইমানের সম্পত্তি ॥ তুমি ছত্তার কাদের ২। আশ করি গো বারি বচনের জেকের ॥ তাহাজ্জতের সময়েতে ২। কতই কান্দি ওগো বারি তোমার দরগাতে ॥ আলেমল গায়েব তুমি ২। দেলের ভেদের কথা কহিলাম আমি ॥ তোমাকে ওসব মালুম ২। কবর জাগাতে আমার না হয় জুলুম ॥ বড় আশা করি যে তোমার ২। গুনার দরিয়া হৈতে আমায় দেও পার ॥ তুমি পারের কাণ্ডারি ২। দয়া কর পাপির ত র দেও পার করি॥ তুমি গো করিবে পার২। তুমি বিনে নাহি দেখি আমার নিস্তার ॥ শুন ওগো পাকজাত। গুনা কাম হৈতে তুমি রাখগো তফাত ॥ সয়তানের দাগা ভারি ২। কোন ঘড়ি এসে পাপি গুণার মারে ছুরি ॥ তবে হাল্লাক হইব ২। আজাব গজব আমি কেমনে সহিব ॥ তুমি নারাজ যদি হবে ২। তোমা বিনে সে সঙ্কটে কেমনে বাঁচাবে ॥ সেই ভয়ে ও আমার ২। না পার করিতে দাগা ওগো পরওয়ার ॥ বড় দুসমন হয় সেই ২। তার হাতে বাচাও বারি তুমি পাক সাই ॥ এই মোনাজাত ২ করি। ইমানের সাতে মউত কর পাক বারি ॥ ইমান অমুল্য ধন ২। সে ধনেতে বাচি যেন আখেরি তুফান ॥ যবে উঠাবে কেয়ামতে ২। নেক আমল পাই যেন কবর হইতে ॥ শুরুজের বার মুখ ২। সে সময়ে আমার পরে হবে বড় দুখ ॥ সে সময়ে আছান দিবে ২ ॥ মমিন লোকের সাতে ভাল যে করিবে ॥ এই আরজ আমার। ডাইন হাতে আমল দিও ওগো পরওয়ার ॥ তবে পাব আমি ফতে ২। আজাবে বাচিয়া যাব আমলের বরকতে ॥ আর মনাজাত এই ২ ॥ তোমার আদালতে যেন রছুলের পাই। তবে সে আমার ফতে ২ ॥ আদালতে পাব মুক্তি তিনার ওছিলাতে। তুমি খুসি হবে তাতে ২ ॥ তোমার দোস্তের সাতে জাব সে জান্নাতে। ডর করি পুলছারাত ২ ॥

দুয়ে

দয়া করে পারে দিবে তুমি পাকজাত। অসময়ের কাণ্ডারি ২॥ তুমি বিনে সে অন্ধকারে কেবা দিবে পারি। সেই ঘাট অন্ধকার ২॥ চুল হতে খিন সেই খুর হৈতে ধার॥ ওগো গফুর গাফফার ২॥ অন্ধকারে কারাগারে তুমি দিবে পার॥ এই মনাজাত আমার ২॥ দুনিয়া ফেরেব হৈতে পাই যেন নিস্তার॥ আছি তোমার কাছে বান্দা ২॥ সব হৈতে ভাল জানি ওগো গুনের খোদা॥ এই মনাজাত কার ২॥ এখানে সেখানে বারি দুই কুলে তরি॥ তুমি হও দয়াবান ২॥ গুনা হৈতে বাচাও তুমি রহমতের কারণ॥

* সবার জন্যে মাবুদের কাছে খেদ। *

* ত্রিপদী * শুন ওহে পাক বারি, এই আরাধনা করি, আমি তোমার দরগাতে। জত আছে নেককার, বাচাইবে পরওার, দেখ এই দুনিয়ার হাতে॥ বাচাইয়া লেও সাই, তুমি বিনে বেস্ত নাই, তুমি সকলের দয়াবান॥ তুমি না করিলে দয়া, কে করিবে মোরে দয়া, শুন ওহে রহিম রহমান। জীব জন্তু থাকে থাকে, পয়দা কল্যে লাখে লাখে, সকলের যোগান আহার॥ তুমি বড় গুনধাম, আলেমুল গায়েব নাম, সকলের করিবেন পার। বিসম দরিয়া ভারি, তাতে হৈল তুফান জারি, কেমনে হইব মোরা পার॥ তুমি না জোগালে তরি, সাধ্য কি যাইতে পারি, নাহি কিছু যোগ্যতা আমার। মউত কভির আছে, দেখ সে দুনিয়ার বিচে, কোন ঘাত করিবে নিপাত॥ দেহ সাগরের পরে, কান্দিতেছি উচ্চস্বরে, নাহি কিছু পুজি মেরা হাত। সাধ্য শক্তি যত যাতে, সব আছে তোমার হাতে, ওগো ধান পারের-খেয়ানি॥ পারের সম্বল দেও, তুমি পার কৈরে লেও তবে পার পাই গুণমনি। ইমানের কিস্তি দিয়া, পার কর এ দরিয়া, সরিয়তের তাকোত দেও তাতে॥ নামাজ রোজা কবুল করে, মাজিমাল্লা কর ভরে, তবে নৌকা লাগিবে ঘাটেতে।

হায়াতে থাকিতে এখন. দেও বারি ইমান ধন, তবে আমি হয়ে যাব পার ॥ মউত আমার তরে, ফেলিবে গোরের ঘরে. সে সময়েতে নাহিক নিস্তার। মনকির নকির আসে. ছোওাল পুছিবে কোসে. কহ সুনি রব কোন জন। নবি তেরা কেবা হৈল, দিন কেবা বাতাইল. বল জওাব সুনি বিবরণ ॥ না দিলে জওাব তারে. আজাব করিবে মোরে. মারের উপরে মার দিবে ॥ না থাকিলে পুজিধন কে করিবে নিবারণ. বিপদ সঙ্কট যবে হবে। সেই জন্যে আমি ডরি, দয়া কর ওগো বারি, দেও তুমি আমায় করে পার ॥ অকুলের কাণ্ডারি হও, বিপদে তরিয়া লেও. তবে আমি পাই যে কিনার। রহমতুল্লা কান্দে হেতা. সুনিয়া কবরের কথা. কেমনে থাকিব সেই ঘরে ॥ একেলা থাকিতে হবে, কেহনা সঙ্গেতে যাবে. খেস বেরাদর যত ছারে। জারে করি আপন আপন, দুখেতে না হবে আপন, খালি তারা সুখের সাথি হৈল ॥ দুনিয়ার কিবা সুখ, শেষেতে হইবে দুখ. সেই কথা ইয়াদ করা ভাল। সুন সবে ভাই জান. না জান কারে আপন, কেবল আপনা ইমান। ছাড়ে দেও সবাকারে, সঙ্গে লেও ইমানেরে. তবে সবে পাইবে আছান ॥

* মমিন মুছলমানের কবরের বয়ান *

পয়ার ত্রিপদি ছাড়িয়া আমি পয়ারেতে যাই। কবরের কিছু হাল সবাকে সোনাই ॥ কোরাণ হাদিছ হৈতে লেখিব কালাম। শুনিয়া আমল কর যত নেক নাম ॥ তফছির কবিরে আর তফছির বৈজাবিতে। ফাতুহল বারিতে আছে শুন সকলেতে ॥ গোছল কাফন দিয়ে মাওতের তরে। জানাজা পড়িয়া তারে রাখে আসে গোরে ॥ এছা জোরে আসে তখন ফেরেস্তা তথায়। জমিন কাপিয়া উঠে অস্থির যে হয় ॥ তরজন গরজন দেখে জমিন আপনি। চৌচির হইয়া জায় জানিবে তখনি ॥

গোস্বায় লাল হয়ে বৈসে ফেরেস্তা তখন। কালেবে বসাবে জান ছোওালের কারণ ॥ তখন বসিবে জান কালেবেতে গিয়া। উঠীয়া বসিবে মুরদা জান সে পাইয়া ॥ ছামনে দেখিতে পাবে ফেরেস্তার তরে। দেখিয়া কান্দেন মুরদা কবর ভিতরে ॥ পালাইতে চায় মায়ওত ফেরেস্তার দেখে। চারিদিগে দেওার খাড়া যাবে কুন মুখে ॥ কালা রংগ লিলা চক্ষু বিটকাল বরণ। দেখিয়া কান্দেন মুরদা ভয়েতে তখন ॥ মায়ওত কান্দিয়া বলে ফেরেস্তার তরে। কে তুমি আইলে হেতা আমার হুজুরে। মনকির নকির কবে মায়ওতের তরে। ছোওালের জওাব তুমি দেহ যে আমারে ॥ কোন দিনে ছিলে তুমি রব কেবা তোর। কোন নবি বাতাইল দিনের খবর ॥ ইমানের পুঁজি যদি মায়ওত সে রাখে। জওাব দিবেন তিনি ফেরেস্তার সোমুখে ॥ ছওালের বাতে যবে ঘটিবে মস্কিল। ছামনে হইবে খাড়া নামাজ উকিল ॥ রমজানের রোজা আর জুমা যে ছরদার। ফেরেস্তার আগে তারা করিবে দরবার ॥ আর সে ইমান ধন কবরে আসিবে। আসিয়া ফেরেস্তার তরে কহিতে লাগিবে ॥ এই চার জন যবে কবরে আসিবে। দেখিয়া মায়ওতের জান বড় খুসি হবে ॥ এহারা মিলিয়া কবে ফেরেস্তার তরে। কি পুছিবে পুছ তুমি আমাদের হুজুরে ॥ ছওাল পুছিবে তখন ফেরেস্তাগণ। জওাব দিবেন মুরদা মনের মতন ॥ আমাকে করিল পয়দা যেই নিরাঞ্জন। সে জনা আমার খোদা কহিল এখন ॥ আর মহাম্মদ যিনি রছুল আল্লার। ঐ নবি বাতাইল দিনের খবর ॥ ইছলাম দিনেতে ছিনু হইয়া কামেল। ছহি কথা কহিলাম না হবে বাতেল ॥ জওাব পাইয়া তারা ফেরেস্তার জাত। মারহাবা মারহাবা বলে কবে এই বাত ॥ আগেতে জানিয়া ছিনু এহারি কারণ। জওাব দিবেন মুরদা মনের মতন ॥ আল্লার হুকুমে আমরা এছোওাল পুছে। নহে কি ছওয়াল পুছি আল্লা রাজি আছে ॥ সাবাস সাবাস মুরদা সাবাস নেককার ॥ পাক-

বারি রাজি হৈল উপরে তোমার॥ মারহাবা মারহাবা বলে বিদায় হইবে। আল্লাতালা ফেরেস্তায় ডাকিয়া কহিবে॥ সুনগো ফেরেস্তাগণ শুন মন দিয়া। আছমানের পরদা তোমরা দেও যে খুলিয়া॥ খোদার হুকুম পায়ে যত ফেরেস্তারা। আছমানের দার খুলে দিবেন তাহারা॥ বেহেস্তের হাওয়া আসে কবরে লাগিবে। তাতে মায়ওতের গোর রোসন হইবে॥ যত দিন রবে বান্দা কবর বিচেতে। বেহেস্তির হাওয়া পাবে ইমানের বরকতে॥ আর তার জান গেল মকাম ইল্লিনে। বেহেস্তি নছিব হৈল ইমানের কারণে॥ খোদার ফেরেস্তা জার নেঘাবান হবে। নুরের রোসন হয়ে বেহেস্তে রহিবে॥ সুনিলে খুসির কথা ওহে ভাই জান। জামাতে নামাজ পড় পাইবে অ ছান॥ পড়হে জুম্মার নামাজ ইমানের সাতে। সকলের আগে যাবে জুম্মার ঘরেতে॥ সে কামে তোমার ভাল শুনগো ইনছান। কবরে বাচিয়া যাবে বড়ই তুফান॥ রমজানের রোজা রাখ ইমানের সাতে। মস্কিলে বাচিয়া যাবে আজাবের হাতে॥ হামেসা ইয়াদ কর কবরের তরে। তবেত হইবে ভাল রোজ মহাস.র॥ যখন কবরে তোরে ফেলাইয়া দিবে। সে সমে তোমার সঙ্গে কেহু না হইবে॥ একা সে আজাব হবে জানেতে তোমার। না পাবে কাহার সাতি হইতে উদ্ধার॥ কেবল অমল সবার সংগেতে রহিবে। যার যে আমলের ফল সেখানেতে পাবে॥ ফরমিয়াছে রছুলল্লা জবানে আপন। সেই কথা লেখি হেতা দিয়া সোন মন॥ পহেলা কবরে জার হইবে আছান। না হবে তাহার বাবে কোনই নুকছান॥ কোন বিষয়ে তার পরে মস্কিল না হবে। খোদা তালা নেগাবান হামেসা রহিবে॥ রছুলের কথা এহা জানিবেন ঠীক। ছামনে ছামনে মউত আছে করগো তাহাকিক। হামেসা ইয়াদ কর মউতের তরে। একেলা রহিতে হবে কবর ভিতরে॥ রওয়া-য়েতে আছে আবু হুরেরা হইতে। ফরমিয়াছে রছুলল্লা মোবারক

জাতে ॥ মেসকাত সরিফে আছে শুন ভাই জান। সেই কথা লিখি হেথা আমলের কারণ ॥ কবর ডাকিয়া বলে দিনে পাচ বার। বেখবর হৈলে বুঝি কারণে আমার ॥ একবারে ভুলে গেলে হইয়া বেডর। দুনিয়া ছাড়িতে হবে না রাখ খবর ॥ দুনিয়ার মাল পায়ে হলে মালদার। ইমান গারদ কল্যে শুনরে গোওার ॥ দৌড়িয়া বেড়াও তুমি আমার পিঠেতে। কয়েদ হইতে হবে আমার পেটেতে ॥ হাসিয়া বেড়াও এখন খুসিতে আপন। আমার পেটেতে আসে কান্দিবে তখন। তকব্বরি করে ফির হয়ে বড় লোক। আসিয়া আমার ঘরে পাবে বড় দুখ ॥ কত নেয়ামত খাও না কর শুকুর। লালছে মেলছ হৈলে না কর ছবুর ॥ তাহার ছববে তোমার বড় হাল হবে। আমার পেটেতে তোকে কিড়াতে খাইবে ॥ আরামে শুইয়া থাক তোসখ তকিয়াতে। খালি শুতে হবে তেমাক দেখ সে মাটিতে ॥ রৌসন জ্বালিয়া আছ খুসিতে আপন। অন্ধকারে রবে তুমি হইয়া মলিন ॥ মুখেতে জবান তোমার বড় চমৎকার। ফেরেস্তার ছামনে তুমি হবে নিরুত্তর ॥ মালের খায়েরাত কর হুকুম আল্লার। খায়েরাতে পাইবে তুমি কবরে নিস্তার ॥ দুনিয়াকে ফানি জান আনহে ইমান। কবরে বাচিয়া যাবে বড়ই তুফান ॥ হাসিবার জাগা নাই কান্দহে বসিয়া। দুঃখের সময়ে যাবে কবরে তরিয়া ॥ তকব্বরি কাম ছাড় বহুতি বুরাই। কবর আজব কবরে বাচিবে তুমি পাইবে রেহাই ॥ নেয়ামতে শুকুর কর নামেতে আল্লার। সাপ বিচ্ছুর মুখে তুমি হইবে উদ্ধার ॥ আরামের জাগা ছাড় পড়হে ছাল্লাত। কবর আজাব তোমার থাকিবে তফাত ॥ তাহাজ্জত বিছানা লেও নিরালা ঘরেতে। কবর ঘরেতে পাবে বিছানা তাহাতে ॥ ঘোর আন্দারিতে জাও নামাজের কারণ। অন্ধকার ঘরে পাবে নুরের রোসন ॥ ছোওালের ঘর আমি বড় জবরদস্ত। কোরাণের সাতে তুমি কর মহব্বত ॥ হামেসা তিলাওত কর আল্লার

জবান। কবরে বাচাবে তরে আসিয়া ইমান॥ একেলার ঘর আমি শুনগো ইনছান। হয়াত থাকিতে লেও এসব ছামান॥ এই কথা বলে ডাকে কবর সবার। ইয়াদ রাখিবে সবে করিবে এতবার। এতবার করিবে জারা একথার পরে। বেসক আরাম পাবে আজাবের ঘরে॥ লেও হে আল্লার নাম কর হে বন্দেগি। একদিন যাবে ছাড়ে না রবে জিন্দেগি॥ হক কথা লেখে দিলাম শুন ভাই জন। আমল করিলে ভাল পাইবে আছান॥

* বেঈমান লোকের কবরে কি হাল হবে
তাহার বয়ান। *

পয়ার। তার পরে শুন সবে বেইমানের খবর। কি হাল হইবে তার কবর ভিতর॥ ছওয়াল পুছিবে যখন মনকির নকির। লাজওয়াব হবে পাপি সয়তান বোপর॥ কোন দিনে ছিলে তুমি রব কোন জনা। কোন ধর্ম্মে করিলে কাজ এখন বলনা॥ এ কথা শুনিয়া পাপি হবে কম্পবান। ফেরেস্তা গোরাজবে জেছা আগের তুফান॥ ছওয়ালের জওয়াব তুমি না কহিলে মোরে। তাহার বদলে খিচ আজাব কবরে॥ যেছা বদ আমল করিলে থাকিয়া সেথায়। তাহার বদলে খিচ আজাব হেথায়॥ একথা বলিয়া তারা মনকির নকির। মারিবে আতাস গুরজু ছেরের উপর॥ এছা জোরে মারে বাড়ি অগ্নি ছুটিবে। অগ্নির ধমকে জমিন কাঁপিতে থাকবে॥ মারিবেক আর কবে শুনরে বজ্জাত। বৈমুখ হইল খোদা আপে পাক-জাত॥ আল্লার গজব তোর হামেসা হইবে। কেয়ামত লাগাদ পাপি এহালেতে রবে॥ একথা বলিয়া ফেরেস্তা বিদায় হইবে। আর এক ফেরেস্তা তথা আসিয়া পঁছিবে॥ না শুনে কানেতে তিনি না দেখে চোক্ষেতে। লোহার মগদুর লয়ে আসিবে গোরেতে॥ এছা মার মারিবে তারে হাত উঠাইয়া। মারের ধমকে যাবে চুর্ণ যে হইয়া॥ ফের তার তরে দেখ মারিতে

থাকিবে। আপন আপন হাড় মোজুদ হইবে॥ এই মত পাপির হাল হবে কত কাল। তাতে কত দুঃখ বাড়ে করগো খিয়াল॥ নিরানব্বই সাপ ফের কবরে আসিবে। আসিয়া পাপির বুকে দংসিতে থাকিবে॥ এছা জোরে নিশ্বাস মারে আজদাহা তাহারা॥ বিসেতে হইবে মুরদা সব জারা জারা॥ এই মত কত সাজা কবরেতে হবে। আপনা আমলনামা আসিয়া পুছিবে॥ বিট কাল বরণ তার ভয়েরি কারণ। সাপ বিচ্ছু আছে সাতে মুখেতে আগুণ॥ পিব লোহু ভরা আছে ওজুদে তাহার। নাপাকের শুরমা তার চোখের উপর॥ দেখিয়া আমল যত হবে পেরেসান। কবর ভিতর হবে বড়ই তুফান॥ আমল দেখিয়া মোর্দা লাগিবে কান্দিতে। কে তুমি আইলে হেথা কবর জাগাতে॥ একেত আজাবে আমি আছি গেরেপ্তার। চৌথা আইলে তুমি আজাব করিবার॥ কান্দিয়া করিবে মোর্দ্দা আপছোস হাজার বদ আমল করে আমি হইনু ছারখার॥ আমল জওাব দিবে শুনরে নাদান। ওয়াজ নছিহত তুমি না মান তখন॥ আলেম ফাজেল দেখে ঘৃনা যে করিলে। কোরাণ হাদিসের কথা নাহিক মানিলে॥ কেয়ামত লাগাদ তুমি এহালেতে রবে। খোদাতালা তোমার তরে খালাস না দিবে॥ দিনে দিনে আজাব তেরা বাড়িতে থাকিবে। যেমন আমল তোর তার ফল পাবে॥ খালাস না পাবে তুমি রোজ মহাসরে। আজাবের কারণে দিবে জাহান্নামার ঘরে॥ সে ঘরের কথা জানে আপে পরওার। আগুণে তৈয়ারি করা আগুণের কারবার॥ এ কথা শুনিয়া মর্দ্দ কান্দিয়া অস্থির। কোথা হৈতে আইলে হেথা কিসের খাতির॥ আমল জওাব দিবে শুন নামাকুল। দুনিয়াতে ছেড়ে আইলে নেকির সম্বল॥ আমাকে চিনিতে তুমি নাহিক পারিলে। একবারে আমার তরে সব ভুলে গেলে॥ দুনিয়ার দোস্তি যত ছাড়িলে সকল। সেখানেতে ছিলাম আমি তোমার

আমল ॥ আমার সঙ্গেতে তুমি পিরিতি করিলে। তাহার বদলে সাজা এখানে পাইলে ॥ যেছা জেনাকারি কামে ছিলে হামেসাতে। চুরি চোগলখরি কামে ছিলে হামেস্যাতে ॥ সদা সর্ব্বদা ঝুট কামে ছিলেন বেইমান। কত এতিমের মাল করিলে নোকছান॥ আর যে জুলুম করলে হামছায়া লোকের। তাহার বদলে খিচ আজাব কবরের॥ নইলে বেগানা মাল জোরেতে ছিনিয়া। ইনছানের গিল্লা করলে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ভাই ভাতিজার জোর বহুতি করিলে। জরু বেটা কোথা রেখে এখানে আইলে ॥ কোথায় রহিল তোর ইমারতের বাড়ি। কোন খানে ছেড়ে এলে ঘোড়া বাগ্‌ঘি গাড়ি ॥ কোথায় রহিল তোর টাকা কড়ি মাল। কবরে আসিয়া তের হৈল এত হাল ॥ এতিম মেছকিন দেখে খায়রাত না দিলে। ভুকা ফাকা দেখে তুমি দয়া না করিলে ॥ যেমন বৈরাখ করলে থেকে ছুনিয়াতে। বৈমুখ হৈল খোদা তোমারি হক্কেতে॥ নামাজ রোজার বাবে গাফেলি করিলে। জুম্মার নামাজ বলে নাহিক জানিলে॥ পরদা পায়ে খানার বাবে এত ঢিলে হৈলে। দাউস হইলে পাপি সয়তানের বলে। খোদার সরিক তুমি বহুতি করিলে। মালের জাকাত সব বন্দ করেছিলে॥ খোদার মানাহি তুমি নাহিক মানিলে। নেক আমলের বাবে খারাবি করিলে॥ ওয়াজ নছিহত শুনে নাহিক মানিলে। আলেম লোকের তরে খাতির না করিলে ॥ আলেম রৌসন বাতি চেরাগ দিনের। যাহাতে পাইবে মাফ আজাব কবরের ॥ তাহা না বুঝিয়া তুমি কর মাল মাল। অন্ধকার ঘরে তোরে কে দিবে মসাল॥ আমাদের ভাবে পড়ে হারালে দুকুল। ইমান অমুল্য ধন ছাড়লে সম্বল ॥ আমরা আমল তেরা কাফনেতে রব। উচিত প্রমাণ যত আদালতে দিব॥ তখন বুঝিবে তুমি কারণে আমার। দোজখে জ্বলিবে পাপি হয়ে ছারখার॥ শুনিলে কবরেব কথা ওহে মোসরেকান।

মোসরেকান। জলদি করে তউবা কর পাইবে আছান। মসরেকের এবাদত কবুল না হবে। হাদিসেতে আছে লেখ একিন জানিবে॥ ফরামিয়াছে রছুলুল্লা জবানে আপন। তার এবাদত সব জাবে অকারণ॥ রছুলের কথা এই জানিবেন ঠীক। কোরাণ হাদিছ দেখ করিয়া তাহাকিক॥ আর কে লিখিব আমি কবরের বাতে। যখন পড়িবে তুমি ঘোর অন্ধারিতে॥ বুঝিতে পারিবে তখন কবর ভিতরে। আজাব পুছিবে ভেরা জানের উপরে॥ হায়াত থাকিতে কর দিনদারি কাম পহেলা মঞ্জিলে সবে পাইবে আরাম॥ ইছলাম দিনেতে সবে কায়েম হইবে। রছুলের পরে তোমরা ইমান আনিবে॥ মউত আছেন লাগা তোমাকে ধারতে। পালাইতে না পারিবে তার হাত হৈতে॥ কোন ঘড়ি দিবে দাড়ি তোমার গলাতে। হাজার এগেনা হৈতে না পাইবে ফতে॥ মউত ধরিল কত নবি আওলিয়ারে। মাটি কৈরে দিল খাক কবর ভিতরে॥ তাহাদের নাম লেখি শুন মন দিয়া। মউত হয়াদ কর ভালায়ের লাগিয়া॥

* মউতের হালের বয়ান *

* ত্রিপদী * শুন ওহে দিনদার, কহি আমি বারেবার, কোরাণ হাদিস মত চল। আল্লার হুকুম মান, একিন করিয়া জান, তবে হবে তোমাদের ভাল॥ কি সুন্দর জওয়ান ছিল, রূপেতে করিল আল, কি বাকা মুখেতে তার জবান। আর সে দান্দান ছিল নয়নে ঝিলিক দিল, এছা বারি করিল নির্ম্মাণ॥ পরণে কাপড়া ছাড়া, সোণা চান্দি হল করা, গায়ে জুব্বা মকমল বাহার। গুলাপ আতর তাতে লাগাইল বিধি মতে, তাতে খোসবু দেখ বেসুমার॥ খুসিতে আছিল তারা, গম নাই এক জারা, কুন বিষয়ে কম না হইল॥ মুল্লুক লুটিয়া লিল, তারে কেহ না জুটিল, এছা তার দবদবা ছিল। এছা সাহান

সাহা ছিল, সকলে চলিয়া গেল, মউতে ধরিল তা সবাকে ॥ কোথা রৈল নাম গাম, কোথা রৈল ধুমধাম, দেখ এই মউতের পাকে। কোথা রৈল কর্ত্তাগিরি, কোথা রৈল জমিদারি, কোথা রৈল চাকর নফর ॥ ঝাড় ও লণ্ঠন কত, বেলওয়ারি শত শত, আর ছিল আরামের ঘর ॥ কি বাকা ঘরের ছবি, কোথা রৈল পিয়ারা বিবি, কোথা রৈল বিছানা বাহার ॥ সোণার হল করা ছিল, নয়নে ঝিলিক দিল, আহা কিবা মক মল তাহার। কোথা রৈল হাতি ঘোড়া, খালি হৈল সঙ্গে ছাড়া, কোথা রৈল পালকি ছওারি ॥ সোণার বাসনে খাইল, ছানা মাখন পুরা ছিল, আর কত নিয়ামত তৈয়ারি। কুল মানব ছিল ভাল, মউতের হাতে পৈল, রহিল তারা কয়েদ হইয়া। জেছা ছিল পরিপাটি, মউতে করিল মাটি, হৈল খাটি দেখনা চাহিয়া ॥ পির পয়েগাম্বর যত, সকলি হইল গত, ধরা পৈল মউতের হাতে। তোমার মউত আছে, চড়িয়া ঘাড়ের নিচে, নিয়ে যাবে কবর জাগাতে। মুছা পয়েগাম্বর ছিল, মউতে ধরিয়া লইল, কোথা গেল নবি ছলেমান ॥ হারুণ রসিদ ছিল, মউতের হাতে পৈল, তার তরে করিল হয়েরাণ। জেকেরিয়া এহিয়া তারা, মউতের হাতে সারা, কোথা গেল হাকিম লোকমান ॥ হজরত দাউদ ছিল, জোবুর কোরাণ পায়ল, তার তরে করিলেন খুন। ইনুছ পয়গাম্বর কোথা, পাইয়ে মনেতে বেথা, কোথা গেল নুহ পয়গাম্বর ॥ সামাওন নবি ছিল, কাফের যে দুক্ষু দিল, সেহ গেল গোরের ভিতর। দেখ ইছা পয়েগাম্বর, মউতের কৈরে ডর, দুনিয়াতে না বান্দিল ঘর ॥ না জানি দুনিয়া ফানি, পয়মাল করিবে তিনি, কোন ঘড়ি করিবে মেছমার। ইবরাহিম খলিলের, মউত ধরিল তার, লয়ে গেল কবর জাগাতে ॥ এছা এছা নবি ওলি, তারা ছিল মহাবলি, দুক্ষু পাইল মউতের হাতে। কেবা রবে এভবেতে, সব যাবে ঐ পথে, পালাইতে না পারিবে আর ॥ ছেকেন্দার বাদসা ছিল,

সেহবি চলিয়া গেল, নাহি কিছু নিসানি তাহার। আয়েব নবি ছিল, বেমারিতে দুঃখু পাইল, তার কথা কি লেখিব আর॥ কোথা গেল ইসব নবি, ইসব ছুরতের খুবি, জেলে খার জানের পিয়ার। ইছমাইল কুরবানি হৈল, ইছাহাক কোথায় গেল, ইয়াকুবের না মিলে আকার॥ সকলি চলিয়া যাবে, আর কেবা রবে ভবে, দেখ এই দুনিয়া মাঝার। আদম সবার বাপ, মউতের হাতে ছাপ, কোথা গেল শিশ পয়গাম্বর॥ ইদিরিছ কোথায় গেল, লস্কর যে ধরা পৈল, তাল্‌তের না মিলে খবর। মহাম্মদ নবি ছিল, খোদা যারে দোস্ত বল্ল, সেহ গেল কবর ভিতর॥ এমনু গুনের নবি, কি কব তেনার খুবি, ফানা হৈল এই যে সংসার। ফানার বাজার এই, আপছছ হইল ভাই কেহু না রহিবে আর॥ তুমিত কাহার বলে, ভুলে গেলে পরকালে, নাহি দেখি তোমার নিস্তার। রহমতের কিবা গতি, কেহু নাই সঙ্গি সাতি, সব গেল তোমাকে ছাড়িয়া॥ তোমাকে ধরিবে যবে, কে তোমারে খালাছ দিবে, তার চিন্তা কর যে বসিয়া। বাপ দাদা চাচা যারা, তাহারা হইল সারা, তারা গেল মউতের হাতে॥ কে কোথা চলিয়া গেল, না খবর পাঠাইল, দেখ তারা আছে কি হালেতে। একথা না বুজ দিলে, কেনে তুমি রলে ভুলে, কোন ঘড়ি যেতে হবে হায়। মউত আছেন লাগা, সে দিবে তোমারে দাগা, সেই কথা লেখিয়া জানাই। দুনিয়া ফেরেব জাল, শেষেতে হইবে কাল, তার সঙ্গে তুমি ভুলে গেলে। খালি তার ফাকিফুকি, শেষেতে মারিবে ঝাকি, দিবে তোরে আগুনেতে ডালে॥

* পয়ার * যতেক আওলিয়া ছিল এই দুনিয়াতে। হামেসা ডরিল তারা মউতের জন্যেতে॥ খায়ে পিয়ে তান্দের জানে আরাম না ছিল। মউতের কথা সদা ইয়াদ করিল॥ কোন দিনে মউত আসে করিবে নিপাত। ভাবিয়া আকুল হৈল যত নেকজাত॥ আর সে জানিত কাছে মউত নিদান। কোন ঘড়ি

মউত আসে করিবে নুকছান।। মউতের কথা যখন ইয়াদ হইত। দুনিয়ার আরাম যত তামাম ভুলিত।। কান্দিয়া অস্থির হৈত যত নেককার। শরীর কম্পিত হৈত চক্ষে বহে ধার।। এমন মস্কিল হবে মউতের কালে। আজাব বাড়িবে তাতে জান কান্দনির হালে।। সে ওক্তে ওজুদের রগ তামাম ছুটিবে। লোমের গোড়েতে কত ছুরাক হইবে।। কোরাণ মজিদে পাইল খবর তাহার। শুনিয়া হইল তারা ঘুর্নীর আকার।। শরীরের জোর বল সব কম হৈল। খোদার নজদিগে তারা বহুতি কান্দিল।। সব হৈতে জোরওার মালেকল মউত। আছমান জমিন হৈতে ভারি তার হাত।। আর সে রহম নাই ছিনাতে তাহার। জোরেতে ছিনিয়া লেয় জান সে বান্দার।। দয়া ময়া নাই তার নিদয়ার হিয়া। কত কত জোয়ানে লইল ধরিয়া।। এতিম করিল কারে এই দুনিয়াতে। সামি হারা হৈল কত মউতের হাতে।। বুড়াবুড়ি বলে তারে খাতের না করিল। আওলাদ করজন্দ যত লুটিয়া লইল।। ছোট বড় নাহি বাছে সেইত গোওার। তার হাতে কত লোক হইল মেছমার।। খাতির না করে কারে সেই নিদারুণ। ঘরে ঘরে লাগে দেয় শোগের আগুন।। কান্দিলে চিল্লালে তারে দয়া নাহি হয়। জান লিয়ে জায় সেই ফিরে না তাকায়।। গাছ পালা পশু পক্ষী কাপে থরে থর। সকলের কাছে আছে মউতের ডর।। আছমানে জমিনে দেখ জত জীব যারা। মউতের ডরে তারা সব হৈল সারা।। কেননা মউতের আজাব সব হৈতে ভারি। কোরাণ হাদিছে তাহা দেখ আছে জারি।। জিন ও ইনছান যত হৈল দনিয়াতে। আর যত হবে ভাই এই যে ভবেতে।। হর হর জানের জন্যে দুই চোক তার। আর দুটি হাত পয়েদা কারণে সবার।। যখন বান্দার জান কবজ করেন। সেই ওক্তে দুটি হাত খোসিয়া পড়েন।। আর দুটি চক্ষু তার বন্দ হয়ে জায়। হাদিছের কথা এহা জানিবে সবায়।। বোখারি মছেলে

হৈতে রওায়েত আছে। জিবরাইলের মুখে নবি খবর পাইয়াছে॥ এসব খবর জবে পাইল রছুল। কান্দিয়া আকুল হৈল আল্লার মকবুল॥ যত দিন হায়াতে ছিল নবি পাক দানা। হামেসা করিল ডর বলিয়া রব্বানা॥ রছুল মকবুল যিনি শুনিয়া আপনি। তৈইমুম করিল তিনি কাছে রৈতে পানি॥ দেখ সে আদম হৈতে ক্যায়ামত তক। কবজ করিবে তিনি জানিবে বেসক॥ কত বড় বির সেই দেখ ভাই জান। বেরহমের ছাতি তার ভয়ের তুফান॥ তার ভয়ে এজগতে সব কম্পবান। বেডর না আছে কেহু জমিনে আছমান॥ তার হাতে পালাই ত কেহু না পারিবে যেখানেতে যাও সবে সেখানে মারিবে॥ আছমানে জমিনে যার চোখ ছাড়া নাই। যেখানে যাইবে সবে শুন ওরে ভাই॥ পালাইবার জাগা নাই এই যে সংসারে। পাহাড় পর্ব্বত কিম্বা দরিয়া ভিতরে॥ মায়ের পেটেতে থাক বাপের ছিনাতে। মনে কর যাব আমি আব হায়াত খাইতে॥ শুরুজের বিচে রব আর সে চান্দেতে॥ ছাফাইয়া যাব আমি মেঘের আড়েতে॥ একথা সবার ভুল শুন গো ইনছান। মউতের ঢেউ লাগে হবে খানখান॥ পালহানি না খাটিবে শুন ভাই জান। আমির হামজার তরে করিল নকছান॥ কোথা গেল সের আলি নামিলে নিসানি। মউত তাহার তরে কোরে দিল পানি॥ কোথা গেল রস্তম কর হে খিয়াল। বদিওজ্জামার তরে করিল পয়েমাল॥ মউতের সাতে কার জোর না চলিল। আদির লস্কর যত তারা ধরা পৈল॥ দুনিয়ার টাকা কড়ি যদি ফায়েদা দিত। ছোলেমান ছেকান্দর নাহিক মরিত। সোণা রুপা মাণিক মুক্তা বহুতি আছিল। সে সব মালেতে কিছু কামে না আইল॥ তদ্বির ডাক্তরে যদি বাচিবারে চাও। কত ডাক্তর মারা গেল ছামনে তাকাও॥ হাকিম লোকমান ছিল এই দুনিয়াতে। আখেরে পড়িল ধরা মউতের হাতে॥ এমন হাকিম তিনি তদ্বির লোকমান। দাওার মালেক

ছিল বড়ই গুণবান ॥ মউতের সন্ধান যবে লোকমান পাইল। হাজার লোকমান তিনি কোলেতে করিল ॥ কেহনা চিনিতে পারে লোকমানের তরে। খুসিতে বসিয়া ছিল কলের ভিতরে ॥ খোদার কুদরত ভাই কে বুঝিতে পারে। মউতে ধরিল দেখ লোকমানের তরে ॥ কোথা রৈল দাওয়া তার কলের কারখানা এ দুনিয়া ফানি হৈতে হয়ে গেল ফানা। আর কে বাচিবে বল এই দুনিয়াতে। সকলে যাইবে ঐ মউতের হাতে ॥ আর কি লেখিব আমি মউতের বাবে। মউতের মজা দেখ সকলে চাখিবে ॥ চারি মুখ আছে তার শুন বেরাদর। এক এক লেখি আমি তাহার খবর ॥ ছামনে আছেন মুখ কারণে কাহার। কবজ করিবে জান পয়গম্বর সবার। কেতাই জান্নাতি তারা হুকুমে আল্লার ॥ ঐ মুখে পাবে সবে বেহেস্তি গোলজার ॥ ডাইন তরফে মুখ মমিনের কারণ। পয়দা করিল বারি রহিম রহমান ॥ সেই মুখে জান জার কবজ হইবে। বেসক খোদায়ে তালা জান্নাতি করিবে ॥ আর বাঁয়ে আছে মুখ শুন বেরাদর। কবজ হইবে জান বেদাত সবার ॥ ঐ মুখে জান জার কবজ করিবে। বেসখ সে গুণাগার দোজখে জলিবে ॥ পিছেতে হইল মুখ কারণে কাহার। সেই কথা লেখি হেতা শুন বেরাদর ॥ খোদার সেরেক জারা করে দুনিয়াতে। জোরের উপরে চলে মানাহির বাতে ॥ ঐ মুখে জান তার কবজ হইবে। জাহান্নামার বিছে তার বসত পাইবে ॥ এই চার মুখ আছে শুন বেরাদর। কোরাণ হাদিছে মেলে এ চারের খবর ॥ জার যে আমলের ফল পহেলাতে হবে। যখন যাইবে সবে আজরাইলের হাতে। পয়গাম্বরের খাছলত ধর ওগো মছলমান ৷ নেকির আমল কর বাচিবে তুফান ॥ শুনিলে মউতের হাল যার যে আমল। হায়াত থাকিতে লেও নেকির সম্বল ॥ দুনিয়ার হাড়ে পড়ে মউত ভুলিলে। কোন দিনে দিবে ডালে খাকের যে তলে ॥ যখন যাবেন সবে কবর

ভিতরে। কেহনা হইবে সাতি আজাবের ঘরে॥ এই নছিহত করি ওহে ভাই সবে। আমল করিলে ভাল একিন জানিবে॥

* আম নছিহত ও তাহার বয়ান। *

* রাগ ভঙ্গ চৌপদী * শুন মুছলমান ভাই সবে ২। কোরাণ হাছিছে যাহা, মানে লেও এবে তাহা, তবে খোদা আপে তরাইবে॥ দুনিয়া কাহার লয়ে আপন ২। কত২ মহতের, হাতে দড়ি দিল তার। এছা পাপি সবার দুসমন॥ হও সবে ইমানদার ভাল ২। জনম সফল হবে, আখেরে নাজাত পাবে, হবে খুসি আপে জুল জালাল॥ কর সবে বন্দেগি খোদার ২। জিন্দেগি বহিয়া গেল, ছামনে মউত আল, কোন ঘড়ি করিবে মেছমার॥ দেখ দেখ থোড়া হায়াত সবার ২। মালেকুল মউত যিনি, সিকার করিবে তিনি, দিবে দড়ি হাতে সবাকার॥ দুনিয়াতে সব ভুলে গেলে ২। সেখানে কি ব'লে আলে, এখানে কি ভুলে রৈলে, খালি তুমি অপরাধি হৈলে॥ শুন সবে বুড়াগণ যত ২। মউত ছামনে আইল, সে ভাবনা নাহি হৈল, এছা বুড়া ছিল তেরা শক্ত॥ তুমি মনে করেছ এবার ২। মউত আমার তরে, না ধরিবে এ সংসারে, এছা বুড়া তুমি যে গোওার॥ তোমার মত কত বুড়া ছিল ২। মউতে ধরিয়া লিল, ধরাতলে চলে গেল, দেখ তাদের খবর না হৈল॥ বসে আছ ইয়ারের সাতে ২। তোমাকে ধরিবে যবে, কে তোরে খালাছ দিবে, এছা জাগা দেখ সেখানেতে॥ খালি হবে অপমান সার ২। এখন চেতন হও, খোদাকে চিনিয়া লেও, সেই বারি জগত মুখতার॥ শুন গো জওান যত জন ২। থাকিতে জওানি ছারা, কাম কর পুরা পুরা, হবে রাজি রহিম রহমান॥ কর আখেরেরি কাম যত ২। ইমানেতে হও দড়, সব হৈতে জান বড়, লেও ঘর বেহেস্ত জান্নাত॥ না করিবে সরার খেলাপ ২। সেরেক

ভিতরে। কেহনা হইবে সাতি আজাবের ঘরে॥ এই নছিহত করি ওহে ভাই সবে। আমল করিলে ভাল একিন জানিবে॥

* আম নছিহত ও তাহার বয়ান। *

রাগ ভঙ্গ চৌপদী শুন মুছলমান ভাই সবে ২। কোরাণ হাছিছে যাহা, মানে লেও এবে তাহা, তবে খোদা আপে তরাইবে॥ ছনিয়া কাহার লয়ে আপন ২। কত২ মহতের, হাতে দড়ি দিল তার। এছা পাপি সবার দুসমন॥ হও সবে ইমানদার ভাল ২। জনম সফল হবে, আখেরে নাজাত পাবে, হবে খুসি আপে জুল জালাল॥ কর সবে বন্দেগি খোদার ২। জিন্দেগি বহিয়া গেল, ছামনে মউত আল, কোন ঘড়ি করিবে মেছমার॥ দেখ দেখ থোড়া হায়াত সবার ২। মালেকুল মউত যিনি, সিকার করিবে তিনি, দিবে দড়ি হাতে সবাকার॥ ছনিয়াতে সব ভুলে গেলে ২। সেখানে কি ব'লে আলে, এখানে কি ভুলে রৈলে, খালি তুমি অপরাধি হৈলে॥ শুন সবে বুড়াগণ যত ২। মউত ছামনে আইল, সে ভাবনা নাহি হৈল, এছা বুড়া ছিল তেরা শক্ত॥ তুমি মনে করেছ এবার ২। মউত আমার তরে, না ধরিবে এ সংসারে, এছা বুড়া তুমি যে গোওয়ার॥ তোমার মত কত বুড়া ছিল ২। মউতে ধরিয়া লিল, ধরাতলে চলে গেল, দেখ তাদের খবর না হৈল॥ বসে আছ ইয়ারের সাতে ২। তোমাকে ধরিবে যবে, কে তোরে খালাছ দিবে, এছা জাগা দেখ সেখানেতে॥ খালি হবে অপমান সার ২। এখন চেতন হও, খোদাকে চিনিয়া লেও, সেই বারি জগত মুখতার॥ শুন গো জওান যত জন ২। থাকিতে জওানি ছারা, কাম কর পুরা পুরা, হবে রাজি রহিম রহমান॥ কর আখেরেরি কাম যত ২। ইমানেতে হও দড়, সব হৈতে জান বড়, লেও ঘর বেহেস্ত জান্নাত॥ না করিবে সরার খেলাপ ২। সেরেক

বেদাত হৈতে বাচ তুমি সে কামেতে, তবে খোদা করিবেন মাপ॥ না কর জোওানের গুমান ২। ছোট হও এবে সবে, তাতে বড় দরজা পাবে, দিবে তোরে আপনি রহমান॥ জওানি বড়ই নিয়ামত ২। সে ধন ছাড়িয়া গেলে, নাহি পাবে কোন কালে, শেষে তুমি হবে বেছুরমত॥ না রহিবে জোর বল তেরা ২। কিছু নাহি শক্তি রবে, ছুরত বদল হবে, খালি হবে অস্থি চর্ম্ম সারা॥ ওজুদের সম্বল কম হবে ২। চুল দাড়ি আছে কাল, শেষেতে হইবে ধল, মুখে দন্ত তারা না রহিবে॥ না করিবে তকব্বরি কাম ২। সেকামে ইমান নষ্ট, তাতে তুমি পাবে কষ্ট, আখেরেতে হইবে বদনাম॥ হও সবে এখানে সামাল ২। সয়তান তোমার তরে, দাগা না করিতে পারে, তবে ভাল তোমাদের আমল॥ শুন ছরদারগণ সবে ২। কোরাণ হাদিছ যাহা, মানে লেও এবে তাহা, তবে তুমি কায়েম হইবে॥ ঠীক কর আপনা ইমান ২। খোদার পিয়ারা হবে, আজাবে বাচিয়া যাবে, ঘুচে যাবে আখেরের তুফান॥ যত আছে তাবেদারগণ ২। কোরাণ হাদিছে যেছা, কাম কর তুমি তেছা, তবে রাজি আপে ছোবহান॥ একজারা কম না করিবে ২। আল্লা রছুলের তরে, খাত্তির না কর কারে, তবে দিন বাহাল থাকিবে॥ মাবুদের রসি ধর হাতে ২। হক কামে তুমি থাক, কোরাণ হাদিছ দেখ, তবে তুমি পাইবে ফতে॥ বেশী কমি না করিবে কারো ২। সমান সমান দেখ, নজরেতে নেঘা রাখ, তবে তুমি পাইবে পার॥ বেশী কমি তুমি যদি কর ২। সে কামে আজাব হবে, গজবে কয়েদ রবে, তাতে জালা ঘটিবে বিস্তর॥ কবর হইতে যবে উঠিবে ২। ছুরত বদল হবে, হাত তেরা বান্ধা যাবে, যত দিন আদালত না হবে॥ নবির তরিকা মত চল ২। তিনার হুকুম যত, কাম কর বিধি মত, তবে খোদা বাসিবেন ভাল॥ শুন ইমাম ছাহেব যত ২। ইমান দুরস্ত কর, ছামনে কঠীন ঘর, সেই ঘরে

মছিবত্ত

মছিবত কত॥ নামাজে লেও মন সবে ২। নামাজের সময় হবে, খোদার ঘরেতে যাবে, তাতে তুমি কত নেকি পাবে॥ ডাক তুমি সবাকার তরে ২। হামেসা তাগিদ কর, খোদার হুকুম ধর, তাতে খুসি তোমার উপরে॥ সব এবাদত হৈতে ভাল ২। আল্লার পিয়ারা চিজ, বুঝে দেখ ওয়াজিজ, কোরাণেতে খবর হইল॥ নামাজেতে কত নেকি ভাই ২। আছমান জমিন হৈতে, বেশি নেকি পাবে তাতে, জার জন্যে বেহেস্তি বাদসাই॥ মহব্বত কর নামাজেতে ২। নামাজের বদলা পাবে, কবরে আরামে রবে, বেচে যাবে ছওয়ালের বাবে॥ এছা নিয়ামত লেও সাতে ২। দুখের সময়ে যাবে, তোমাকে খালাছ দিবে, সব খানে তুমি পাবে ফতে॥ সুন ওহে ময়াজ্জান সবে ২। সকলের আগে যাবে, ঘরেতে আজান দিবে, তাতে তুমি কত নেকি পাবে॥ আজানে অনায়াসে নেকি পাবে ২। পাচ ওক্ত আজানেতে, আড়াই শত নেকি তাতে, খোদা আল্লা তোমাকে বকসিবে॥ আজানেতে বহুতি আছান ২। খোদার ঘর পাক জাগা, সিদা তুমি রাখ নেঘা, পাবে ঘর বেহেস্তি বাগান॥ ডাক তুমি সবাকার তরে ২। হায়ালাচ্ছালা বলে, খবর কর হাত তুলে, আন সবাক মছজিদের ঘরে। পড় নামাজ জামাতে মিলে ২। জমাত সবার ভাল, খোদার পছন্দ হৈল, ইয়াদ রাখ আপনার দেলে॥ হও সবে খোদার পিয়ারা ২। হামেসা ঘরেতে থাক মছল্লিগণকে ডাক, খাও বৈসে সারা বস্তুহরা॥ হুর গোলেমান তুমি পাবে ২। সবার পিয়ারা হবে, আরামে জান্নাতে রবে, সেখানেতে কত মজা দিবে॥ দেও আজান আদবের সাতে ২। আল্লা তালা হবে সখা, বেহেস্তে দিবেন দেখা, রবে তুমি ইজ্জতের সাতে॥ শুন আলেমগণ যত ২। এলেম পড়িলে কত, কোরাণ হাদিছ মত, চল সবে বাচিবে আফত॥ এলেম আমল কর সবে ২। কোরাণ হাদিছ জেছা, কাম কর সবে তেছা, তবে খোদা নারাজ না হবে॥

যে কামেতে তিনি রাজি হবে ২। সেই কাম কর সবে, তাতে দিন কায়েম রবে, সেকামেতে মরতবা বাড়িবে॥ না কর হাদিছের খেলাফ ২॥ দেখ খেলাফ কামেতে, যাবে তুমি গজবেতে, খোদা তালা না করিবে মাফ॥ আলেম হইয়া জালেম না হবে ২। তুমি জালেম হইলে, শেষে যাবে রসাতলে, সদা তুমি আজাবেতে রবে॥ ছাড় সবে আপনা মাকান ২। কোরাণের রসি ধর, দিনের আবাদ কর, হবে খুস আপে ছবহান॥ খোদার কামেতে দোড় সবে ২। এলেমের হক জেছা, আদা কর তুমি তেছা, তবে সবে নাজাত পাইবে॥ কর তুমি ইনছানের ভাল ২। দিনের মসাল হও, চেরাগ জ্বালিয়া দেও, তবে পাবে অন্ধকারে আল॥ সেরেক বেদাত হৈতে বাচাও ২। গুনা কাম নাহি করে, আজাবে খোদায়ে ডরে, এছা কাম তুমি যে বাতাও॥ কর সবে এলেম আমল ২। রছুলের তরিক ধর, ছুন্নত আমল কর, তাতে সবার মরতবা ভাল॥ কত আলেম এই জামানাতে ২। দেখ এলেম পড়িয়া, কত গেল সে ভুলিয়া, তারা পৈল সয়তানের ফাসেতে॥ হৈল তারা দুনিয়ার গোলাম ২॥ লালছে মেলছ হৈল, খোদাকে ভুলিয়া গেল, নাহি ডরে বলে জাহান্নাম॥ তারা কুত্তার তরিক ধরে ২। দুনিয়ার কুত্তা জারা, হারাম না বাছে তারা, খায় তারা পেটের খাত্তিরে॥ ঐ মত বেসরা আলেম হৈল ২। কোরাণ হাদিছ যাহা, বাতেল করিল তাহা, তারা দিন গারদ করিল॥ ঐ আলেমের তরে পরওার ২। এছা তিনি গোস্যা হবে, আগুনে ডালিয়া দিবে, তাতে পাপি হবে ছারখার॥ সব আছে তোমাদের জানা ২॥ জানিয়া যে গেল ভুলে,—শেষে যাবে রসাতলে, মাফ না করিবে রব্বানা॥ দেখ কোরাণ হাদিছ দেখ ২। আল্লার হুকুম মান, একিন করিয়া জান, সদা তারে সবে নেঘা রাখ॥ আলেম বলিয়া না পুছিবে ২। ইমান, আওলার তরে, ডাকিবেন পরওারে, তারতরে

খাতির করিবে ॥ লেও পরকালের সম্বল ২। গুনা হতে বাচে যাও, আল্লার পিয়ারা হও, তাতে খুসি রছুল মকবুল ॥ না কর এলেমের গুমান ২। আজাজিল দুর হৈল, লানতে পড়িয়া গেল, নামানিয়া আল্লার ফরমান ॥ তকব্বরি বড় গুনা ভাই ২। ছেড়ে দেও অহংকারি, ছোট হৈলে দিন দারি, লেও সবে বেহেস্তে বাদসাই ॥ কর ইয়াদ ছাঙ্কনে কবর ২। সেই ঘর অন্ধকার, তাতে সবে কর ডর, তবে হবে তোমাদের নিস্তার ॥ শুন হাজিগণ সবে ২। আল্লার হুকুম জেছা, কাম কর হাজি তেছা, তবে হাজি আরাম পাইবে ॥ কর সদা গুনা বলে ডর ২। খোদার ঘরেতে গেলে, নয়নে দেখিতে পেলে, দেখে খুসি হইলে বিস্তর ॥ দেখিলে খোদার ঘর ভাল ২। ইরাদা করিলে জেছা, দেখিতে পাইলে তেছা, তাতে তোমার মখছেদ পুরিল ॥ তওফ করিলে নামাজ পড়িলে ২। নামাজ জামাতে মিলে, পড়িলেন খুসি দেলে, সেকামেতে কত নেকি পেলে ॥ লাখ নামাজের নেকি হৈল ২। এক এক ওক্তেতে নেকি পেলে কত তাতে, সে কামেতে মরতবা বাড়িল ॥ আগে কার যত গুনা ছিল ২। আল্লা তালা রাজি হৈল, মাফ কৈরে সব দিল, ফের সবার নতুন করিল ॥ এই কথা ঝুট না জানিবে ২। কোরান হাদিছে আছে, পুছ আলেমের কাছে, তবে তুমি জানিতে পারিবে ॥ এত নেকি হাছেল করিলে ২। তুমি মক্কা হৈতে আসে, পেলে দুনিয়ার ফাসে, একবারে সব ভুলে গেলে ॥ বুঝি তুমি সে কাম ছাড়িলে ২॥ লোভেতে হইয়া লোভি, খালি হৈল খারাবি, কেবল তুমি গুণাতে পড়িলে ॥ খালি নাম হাজি তেরা হৈল ২। দুনিয়ার ফেরে পৈলে, সব নেকি ছাড়ে দিলে, সরম ভরম সব গেল ॥ কেমনে দেখাবে তুমি মুখ ২। আল্লা তালা পাক জেই, নারাজ হইল সেই, শেষে তোমার হবে বড় দুখ ॥ আর যত হাজিগণ হৈল২॥ দেখিয়া তোমার ধারা, সরমে পড়িল তারা, তারা দেখ মুখ না

গেলে। কত লোক ছামনেতে বলে ২॥ আজ কাল হাজি যারা, মনাফিক হৈল তারা, দেখ তারা সব গেল ভুলে॥ দেখ সবে এসব কামেতে ২। হবে আজাব তোমার, দুখ পাবে বেশুমার, খালাছ না পাবে তুমি তাতে॥ দেখ এছা মরতবার ঘর ২। ঐ ঘরে যাবে যারা, গুনা মাফ পাবে তারা, এছা ঘর কোরাণে খবর॥ আহা কি নেয়ামত দেখ ঘর ঘর ২। আপে পাক ছোবহানে, বান্দার ভালায়ের জন্যে, ভেজিলেন বেহেস্তের পাথর॥ হেজের আছওাদ্দ তার নাম ২। জত হাজিগণ ছারা, বুছা দেয় সব তারা, দেখে খুসি ফেরেস্তা তামাম॥ সব হৈতে পাক জাগা ভাল। খোদার পিয়ারা চিজ, বুঝে দেখ ওআজিজ দোজাহানে ঐ ঘর আল॥ সেই ঘরে তুমি গিয়াছিলে ২। জমজমের পানি খালে, মাকানে ফিরিয়া আলে, আসে তুমি সব ভুলে গেলে॥ হাজি বলে তোমা সবাকার ২। খাতের না করিবে কারে, আমল দেখিবে ছারে, এছা তিনি আপে পরওার॥ কর মাবুদের ডর সবে ২। খোদাতালা রাজি জাতে, থাক সবে সেই পথে, তবে তুমি নিস্তার পাইবে॥ লেও সবে ইমান সম্বল ২। হাজি বলে পরওয়ারে, খাতির না কবিবে কারে, লিবে তিনি ইমান কেবল॥ ইমান দোরস্ত কর সবে ২। আল্লা রাজি হবে, আজাবে বাচিয়া যাবে। তাতে সবে আরামে রহিবে॥ দেখ জিন্দেগি থোড়া সবার ২। পদ্ম পত্র পানি যেছা, মালুম করিবে তেছা, কোন ঘড়ি করিবে মেছমার॥ ছাড় সবে জিন্দেগির আশা ২। দেখ এল যত জনা, সব হয়ে গেল ফানা, মিছা কেবল এহারি ভরসা॥ মিছা কেবল দুনিয়ার সুখ ২। মহব্বত করিল যারা, ফেরেবে পড়িল তারা, শেষে তারা না পাইল সুখ॥ কোরাণ হাদিছ যত শুনিলে ২। খোদার গজব বলে, ডর না করিলে দেলে, একবারে সব গেলে ভুলে॥ মাবুদ তোমার যেই জনা ২। মনে কর তুমি যাহা, সব কিছু জানে তাহা, আলেমল গায়েব রাব্বানা॥ তিনি আছে

সবাকার কাছে ২। এমন এলেম রাখে, আকাশে পাতালে দেখে, কিছু ছাপা নাই তার কাছে॥ সাধ্য শক্তি সব তার বলে ২। সেই মাবুদের তরে, ভুলে গেল কার জোরে, এছা তুমি বেফরমান হৈলে॥ যেদিন যাইবে সবে গোরে ২। মাবুদ কেমন জন, জানিতে পারিবে তখন, আজাব পুছিবে অন্ধকারে॥ যেছা বলবান হৈলে সবে ২। কিড়ার খোরাক হবে, আগুণে জ্বলিয়া যাবে, কেহনা খালাছ তোরে দিবে॥ দেখ চেয়ে পিছু পানে সবে ২। তোমার ছামনে যত, মউতে ধরিল কত, গেল তারা একবারে ডুবে॥ তোমার মতন তারা ছিল ২। বেটা বেটি ছিল তার, মাল পেল বেসুমার, সব ছেড়ে একা চলে গেল॥ কোথা গেল রাজত্ত তাহার ২। সব কিছু রৈল পড়ে, কবরেতে গেল সড়ে, নাহি মেলে নিসানি তাহার॥ খুবছুরাত বিবি ছিল তার ২। জানের পিয়ারা ছিল, হামেসা ছামনে রৈল, এছা বিবি ছিল তাবেদার॥ সেই বিবি অন্য দ্বারে গেল ২। এমন পিয়ারা চিজ, বুঝে দেখ আজিজ, একবারে তারে ভুলে রৈল॥ ঐ মত হবে তোমার হাল ২। মউত আসিবে যবে, তোমাকে ধরিয়া লবে, দিবে তোরে করিয়া পয়মাল॥ কোথা রবে বাগান তোমার ২। দেখ অন্য লোক এসে, তোমার জাগায় ব'সে হবে তারা মালেতে মক্তার॥ এই মত তুনিয়ার হাল ২। হাতে ২ চলে য'বে, কিছুনা বাহাল রবে, সঙ্গে যাবে যার যে আমল॥ কর ভাই নেকির আমল ২। খোদার পছন্দ চিজ, বুঝে দেখ ও আজিজ, লেও করে জান্নাত দখল॥ হও সবে পরহেজগার ২। গুনা বলে ঘৃণা কর, নেকির আমল ধর, তবে রাজি আপে পরওার। লেও পুজি ইমান আমল ২। মুস্কিল সময় হৈল, বেচে যাবে তার বলে, দেখ সেই নিদানের সম্বল॥ না পুছিবে হাজি গাজি ছারে ২। মৌলবি মওলানা তরে, না পুছিবে পরওারে, এছা বারি মাবুদ কাদের॥ ছরদার ইমাম বলে বারি ২। বুড়া ও জোওয়ান

যারা, খাতির না পাবে তারা, পাবে কেবল ইমানেতে জারি ॥ যার আছে ইমান মজবুত ২। আপে পাক পরওারে, খাতির করিবে তারে, দিবে ঘর বেহেস্তি জান্নাত॥ শুনগো ইনছান সকলে ২। ইমান দুরস্ত কর, খোদা ব'লে তার ডর, তবে ভাল হবে পরকালে॥ মক্তছার দিলাম লেখিয়া ২। হালাল হারাম চিন, দুনিয়াকে ফানি জান, তবে তুমি জাইবে তরিয়া ॥

* দুনিয়ার হালের বয়ান। *

* পয়ার * এক রওয়াতে আছে রছুল হইতে। ফরমিয়াছে পাক মুখে পাক জবানেতে ॥ এই যে দুনিয়া দেখ ফেরেবের জাল। কত কত মহতের করিল পয়মাল ॥ এই দুনিয়ার সঙ্গে যে জন মজিল। ইমান আমান তার গারদ হইল ॥ এইত দুনিয়া দেখ বড়ই বজ্জাত। ঘরে ঘরে লাগায় পাপি বড়ই ফাছাদ ॥ হামেসা পাপির দেখ দাগাদারি কাম। গুণাতে ফেলিবে কারে করিবে বদনাম ॥ দুনিয়ার হ তে বাচ ওহে দিন দার। হামেসা জানিবে বুরা না কর এতবার ॥ ছহি এ দলিল ভাই একিন জানিবে। আমল করিলে শেষে আজাবে বাচিবে ॥ ফের ফরমিয়াছে নবি জবানে আপন। ছাহাবার তরে কহে আপে পাক তন ॥ শুনগো ছাহাবাগণ দিয়া মন প্রাণ। দুনিয়াকে জান সবে দুসমন মতন ॥ আমার দেলেতে হৈল আপছোছ হাজার। ফেরেবে পড়িবে বুঝি উম্মত আমার ॥ দুনিয়ার সাতে তারা মহব্বত করিবে। আজাব গজব বলে তারা নাহি ডরাইবে ॥ আম যে গুণের নবি আল্লার ভেজা। আমি বাদে কার দিন না থাকিবে তাজা ॥ কোরান হাদিছ তারা বিগড়িয়া দিবে। আল্লার গজব বলে ভয় না করিবে ॥ একথা রছুলুল্লা জবানে বলিল। সেইত জামানা বুঝি আসিয়া পোছিল ॥ রছুলের কথা এহা জানিবেন ঠীক। কোরান হাদিছে আছে করহে তাহাকিক ॥ দুনিয়ার গোলাম দেখ কত জন হৈল। হালাল হারাম তারা কিছু না বুঝিল ॥ এক রওয়ায়েতে আছে

ফাতেমা হইতে। সেই কথা লেখি হেতা শুন সকলেতে॥ এক দিন ফাতেমা বিবি রছুলেরে বলে। মেরাজে যাইয়া বাপ কোন চিজ পেলে॥ খোদার হবিব তুমি সকলের ছরদার। বোরাকে চড়িয়া গেলে আরসে আল্লার॥ যেখানে যাহা ছিল তুমি পাইলে দেখিতে। সে কামে মরতোবা হৈল খোদার কুদরতে॥ মাবুদের সাতে তোমার কোন কথা হৈল। সে সব খুসির কথা আমারে যে বল॥ দেলেতে খাহেস হৈল ওগো বাবাজান। শুনিলে সে সব কথা মিটিবে আরমান॥ একথা শুনিয়া কহে আল্লার দেওয়ান। তিন রকমের কথা করিব বয়ান॥ খোদাতালা বলিলেন আমার খাতির। রুজির মালেক আমি ছারেজাহানের॥ এক রুজি দেয় সবাকার তরে। খাইয়া আমার চিজ শুকুর না করে॥ নিয়ামতের বরকত উঠীয়া যাইবে। তাতে কত বান্দা বেইমান হবে॥ আর যে বেহেস্ত পয়দা শুন গো পিয়ারা। তোমার আমার দোস্ত পাইবে তাহারা। তোমার হুকুম যারা আমলে আনিবে। বেসফ আমার ঘর সে জন পাইবে॥ আর সে দোজখ পয়দা করি এ জন্যেতে। সেরেক বেদাত যারা করে দুনিয়াতে॥ তোমার আমার দুসমন হইবে যাহারা। ঐ দোজখেতে যাবে তারা ভরা পুরা॥ সেরেক বেদাত ব'লে নাহিক ডরিবে। হামেসা গুনার কাম করিতে থাকিবে॥ ঐ বদের সাতে দেখ যত নেককার। দুনিয়ার কামে তারা হবে দোস্তদার॥ তোমার আমার দুস্তি সব ছেড়ে দিবে। বদের সহিত তারা মিলন না হইবে॥ সেই জন্য ঐ ঘর শুনহে মকবুল। আমার কলম কভু না হবে ওদুল॥ এই তিন কথা বারি আমাকে বলিল। শুনিয়া আমার দেলে আফছোছ হইল॥ শুনিলে মাবুদের কথা ওগো মা জান। দেলের বিচেতে আমি আছি পেরেসান॥ আমার উম্মত যারা বেফরমান হবে। কেমনে আজাব হৈতে তাহারা বাচিবে॥ বাপের মুখেতে বেটি একথা শুনিল। শুনিয়া ফাতেমা তিনি দুঃখিত হইল॥ শুনিলে হাদিছ

কেরছা ওহে দিনদার। সামাল হইয়া চল দোহাই আল্লার॥ খোদার নামের পরে শুকুর করিবে। তাতে নেয়ামতের বরকত বেশী যে হইবে॥ খোদার চিজের পরে করহে শুকুর। কেছ-মতের বাবে খাক করিয়া ছবর॥ যে কামেতে ফায়দা হয় সে কাম কর। ছামনে মজুদ আছে দোয়ারি সাগর॥ হামেসা ভাবেন তিনি কারণে সবার। নাসরিক সেই জন পরওরারদেগার॥ আর না করিবে দুস্তি বেইমানের সাতে। তাতে খুসি হবে আল্লা পাক জাতে॥ বদের সহিত যারা মিলন হইবে। আখেরেতে ঐ পাপি জাহান্নামে যাবে॥ ছাড়হে বড়াই ছাড় ওহে ভাই জান। খোদার দুসমনের সাতে না হও মিলন॥ কেননা কেয়ামতে তুমি হইবে হয়রান। নেক আমলের বাবে করিলে নোকছান॥ হায়াত থাকিতে বাকি ওহে নেককার। খোদার দুসমন হৈতে হও হে সতর্ক॥ এই দুনিয়ার লোভে লোভি যে হইবে। আখেরে ভাসিয়া যাবে গুনাতে ডুবিয়া॥ যে জন মজিল দেখ দুনিয়ার সাতে। বেইজ্জত হৈল তারা আজাবের হাতে॥ কুল মান সব গেল হইল লান্নতি। অপমান সার হৈল নাই তার গতি॥ সাদ্দাদ বেইমান দেখ দুনিয়াতে ছিল। ফেরেবে পড়িয়া পাপি দুকুল হারাল॥ আল্লার গজব বলে নাহিক ডরিল। রহমের রব বলে নাহক জানিল॥ দুনিয়ার ফাসে পড়ে বজ্জাত গোওয়ার। খোদার গজব বলে না করিল ডর॥ পাইয়া দুনিয়ার মাল আপনার হাতে। বেহেস্ত বানাইল পাপি সয়তানের বাতে। খোদার উপরে গিধি না আনে ইমান। আখেরে মউতের হাতে হৈল পেরেসান॥ কোথা সে বেহেস্ত রৈল দেখ ভাই জান। জাহান্নাম বাসি হৈল সাদ্দাদ বেইমান॥ এই ত দুনিয়ার হাল কর হে খেয়াল। কি জন্য নোকছান কর ইমান সম্বল॥ এই দুনিয়াতে এলে বন্দেগি লাগিয়া। ফেরেবে পড়িয়া সবে গেলিরে ভুলিয়া॥ হায়াজ সরম সব দুরেতে রাখিলে। আপনা জানের পরে জুলুম করিলে॥ যখন মউত এসে তোমাকে ধরিবে।

দুনিয়া

দুনিয়া কেমন চিজ তখন জানিবে॥ দুনিয়ার কর্ত্তা যারা এ ভবেতে হৈল। কোরান হাদিছ তারা নাহিক মানিল॥ দুনিয়ার রঙ্গরসে তারা মাতে গেল। সয়তানের ঘোড়া সেই লালচে পড়িল॥ লালচের লাগাম তার মুখে তুলে দিল। গুনার পালান যত পিঠেতে বান্ধিল॥ খান্নাছ ছোওয়ার হৈল উপরে তাহার। দুনিয়ার সাতে ছেড়ে সেই দুরাচার॥ দুনিয়া ২ করে ফিরে হামে হাল। মুখে তার পড়ে জেছা লানতের লাল॥ ওয়াজ নছিহত যদি তারে করা জায়। আড় চক্ষে দেখে পাপি গরদান ঘুরায়॥ শেষেতে কি হবে গিধি নাহিক বুজিল। মক্করা ফেরেবে পড়ে তামাম ভুলিল॥ নমুরুদ বেইমান ছিল এই যে সংসারে। হামেসা বড়াই করে আপনা বুতেরে॥ দুনিয়ার হাতে পড়ে খোদাকে ভুলিল। এবরাহিম খলিলের কত দুঃখ দিল॥ দুনিয়ার হাতে পড়ে বেসরম বেহায়া। খোদাকে মারিল তির দেখ হে বুঝিয়া॥ ছারে জাহানের যেই মালেক রহমান। কে পারে মারিতে তারে ওহে মছলমান॥ মারিবে কি জুতা খাল নমুরুদ বেইমান। মসার কামড়ে গিধি হইল হয়রান॥ মউত গজব তার আসিয়া পুছিল। ধরিয়া পাপির তরে দোজখেতে দিল॥ কেবল আমল তার বদ হয়ে গেল। আপনা জানের পরে জুলুম করিল॥ সামাল হইয়া চল ওহে দিনদার। কোন দিনে যাতে হবে গোর মাঝার॥ হায়াত থাকিতে কর নেকির আমল। দুখেতে তরিয়া লিবে ইমান সম্বল॥ দুনিয়ার সঙ্গে যে জন মহব্বত করিল। গুনার দরিয়ার বিচে সে জনা পড়িল॥ আর কি লেখিব আমি দুনিয়ার হাল। তার হাতে পড়ে কত হইল পয়মাল॥ দুনিয়ার পাকে পড়ে কারুন নাদান। লোভেতে হইয়া লোভি নামানে ফরমান। দুনিয়ার মাল পায়ে ঐ দুরাচার। খোদার গজব বলে না করিল ডর॥ মালের বড়াই করে বজ্জাত বখিল। ঐ মাল হৈতে তার ঘটিল মস্কিল॥ খোদার তরফ হৈতে মুছা যে আইল।

কারুণের তরে কত নছিহত করিল ॥ বখিলি না কর তুমি এই দুনিয়াতে। জাকাত খয়রাত দেও আপনার হাতে॥ এই মত কত দিন নছিহত করিল। মুছার নছিহত গিধি নাহিক মানিল॥ সয়তানের পাকে পড়ে কারুন বেইমান। মুছার উপরে ডালে আওরতের তুফান॥ জেনার তহমত দিয়ে মুছার খাতিরে। এমন সয়তান ছিল এই যে সংসারে॥ আপনা ভালাই পাপি নাহিক বুঝিল। খোদার গজব বলে ডর না করিল॥ এমন আজমায়েস তার উপরে হইল। মুছার আসার ঘায়ে পয়মালেতে গেল॥ মাবুদ কেমন চিজ তারে না চিনিল। মালের কারণে গিধি গজবে পড়িল॥ দুনিয়ার মালের জেছা লালচ করিল। তেছাই আজাব তার আসিয়া পৌছিল॥ এইত দুনিয়ার হাল সোন ওরে ভাই। যে মজিল এহার ভাবে হইল সাজাই॥ আলেম ফাজেল কত নছিহত করিল। তবু তোমাদের দেলে ডর না হইল॥ জার বলে ভুলে রলে এই দুনিয়াতে। সে তোরে দিবেন ফাকি বুজহে দেলেতে॥ আর কি লেখিব আমি শুন মন দিয়া। মাবুদ মজুদ আছে লিবেন বুঝিয়া॥ এই দুনিয়ার লোভে ফেরাওন বেইমান। গজবে পড়িয়া পাপি হইল হয়রান॥ এছা বেহুরমত গিধি দুনিয়ার গোলাম। আখেরে আজাবে পৈল বাড়াইয়া নাম॥ দেখ সে পাপির দেল এছা সক্ত ছিল। খোদার গজব বলে নাহিক ডরিল॥ আর এক ঘর বান্দে দরিয়া কিনারে। চড়িয়া তাহার পরে কহিত লোকেরে॥ ছারে জাহানের বিচে আছেন জতেক। সকলের খোদা আমি জানিবেন ঠিক॥ সকলে মিলিয়া তোমরা ছেজদা কর মোরে। আমার নামেতে যত সব যাও তোরে॥ হায় হায় গিধির জান এছা সক্ত ছিল। দুনিয়ার ফাসে পড়ে খোদাকে ভুলিল॥ রহমের রব যেই সংসারেতে এল। এক জারা মণি হৈতে পয়দা করিল॥ মাল ও দৌলত কত বারি দিয়াছিল। মুল্লকে২

কত খেরাজ পাইল ॥ খোদা সে কেমন চিজ না চিনে দুরাচার। সে জন্যে গজব হৈল উপরে তাহার ॥ এছা সে পয়মাল বারি তাহাকে করিল। নিল দরিয়াতে পাপি গায়রত হইল ॥ ছিজ্জিনের ঘরে গিধি গমন করিল। কোথায় খোদায় দাবি আজাবে পড়িল ॥ মুছার নছিহত গিধি নাহিক মানিল। এদুনিয়া ফানি হৈতে আজাবেতে গেল ॥ এইত দুনিয়ার হাল শুন সে খবর। কোরাণ হাদিছ মত থাক হে সতর ॥ যে জন করিল দস্তি দুনিয়ার সাতে। তাহাকে দিলেন ফাকি এই যে ভবেতে ॥ যে জন মমিন হবে ফিরে না তাকাবে। সামাল হইবে সেই দলিলের বাবে ॥ আর যে কমিন হইবে এই দুনিয়াতে। তাহারা ভুলিয়া যাবে সয়তানের দাগাতে ॥ দুনিয়ার কুত্তা তারা শুন মছলমান। হালাল হারাম বলে না করিল জ্ঞান। নাপাকের চিজ যত জানিল হালাল। আপনা ইমান ধন করিল পয়মাল ॥ শুন এবে ভাই সবে একিন জানিবে। দুনিয়া কাহার সাতে কায়েম না রবে ॥ দুনিয়ার মাল দেখ হাতে হাতে গেল। কার হাতে ঐ মাল মজুদ না হৈল ॥ যেথাকার মাল সেথা থাকিবে তামাম। শেষেতে আজাবে পৈল মালের গোলাম। ফরফিয়াছেন রছুলুল্লা জবানে আপন। ছাহাবার তরে রুহে আপে পাক তন ॥ শুনগো ছাহাবাগণ শুন সকলেতে। আমার আপছোছ ভারি হইল দেলেতে ॥ আমার আগেতে কত জামানা যে গেল। তাহাতে যে কত লোক খারাব হইল ॥ একবারে হৈল সারা দুনিয়ার হাতে। গুনাতে ডুবিয়া গেল সয়তানের দাগাতে ॥ নাতোঁয়া জইফ হবে উম্মত আমার। দুনিয়ার হাতে পড়ে হইবে মেছমার ॥ কোরাণ হাদিছের কথা নাহিক মানিবে। আমার সাফায়েতের তরে নাউম্মেদ হবে ॥ খোদার দুসমনের সাতে মহব্বতে রবে। দোজখের আগ বলে ডর না করিবে ॥ এ ভাবনা আমার দেলে শুন নেককার। কেমনে উম্মত আমার পাইবে নিস্তার ॥ দেখহে

হাদিছ কেচ্ছা ফরমিছেন রছুল। আপনা মুখেতে তিনি আল্লার মকবুল ॥ সেই রছুলের তরে ভুলিয়া রহিলে। দুনিয়ার ফাসে পড়ে তাহাকে ছাড়িলে ॥ দুনিয়া কেমন চিজ শুন ভাই জান। সেই কথা লেখি হেতা বাচাবার কারণ ॥ একদিন হজরত আলি ময়দানেতে গেল। ছামনে আওরত এক আসিয়া পৌছিল ॥ খুবছুরাত বিবি সেই রূপে অনুপাম। দেখিয়া পুছেন আলি তাহারি যে নাম ॥ এমন ছুরত খোদা তোমাকে বকসিল। কোথা হৈতে এলে তুমি সেই কথা বল ॥ কেটা তোমার সামি হৈল কহত এখন। কোনখানে যাবে তুমি কিসের কারণ ॥ তোমার ওজুদ যদি পরেতে দেখিল। একামেতে বহুতি গুণা দেখ সে হইল ॥ একথা শুনিয়া কহে পাপিনির জাত। কি জন্যে হইবে গুণা কহ সেই বাত ॥ শুনিয়া বলেন আলি তাহারি কারণ। বেপরদা হইলে তুমি কহত এখন ॥ সরম ভরম যত সব দুরে গেল। খোদাতালা তোমার পরে নারাজ হইল ॥ বেহুরমত হৈলে তুমি শুন নারিজাত। তোমার নজদিগে আমি কহি ছহি বাত ॥ একথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠীল। আমার হুরমত মারে কেবা আছে বল ॥ সকলের হুরমত মারি স্থন নেককার। গুনাতে ডালিয়া দেই কোরে গেরেফতার ॥ স্থনিয়া হজরত আলি গোস্বায় জলিল। মারিবার জন্যে তিনি তলওার খুলিল ॥ পরিচয় দেও তুমি ওগো নারিজাত। আমার ছামনে তুমি কহ এছা বাত ॥ শুনিয়া মক্করা নারি কহিতে লাগিল। আপনার যত হাল বয়ান করিল। রূপের নাগর আমি হস্তে মারি তালি। তালি স্থনে ভুলে যায় কত মহাবলী ॥ চোখেতে ইসারা করি মুখে আছে হাসি। কত কত মহতের গলে দিনু ফাসি ॥ দেখ সে কপালে আছে পিরিতের ফোটা। সেই জন্যে লেগে যায় ঘরে ঘরে লেঠা। লালচের বালি আছে নাকেতে আমার। দেখিয়া ভুলিয়া গেল কত দিনদার ॥ নজর করিয়া দেখ

গলাতে আমার। ফেরেবের হার গাথা সব কারবার ॥ যে জনা আমার মুখে নজর করিল। ইমান আমান তার গায়রত হইল ॥ হর হর গুনাতে সেই হৈল গেরেফতার। দোজখে জ্বলিবে তারা হয়ে ছারখার ॥ আমার ছুরত দেখে যে জনা ভুলিল। লালচে মেলচ হয়ে গুনাতে ডুবিল ॥ ইমান আমান তার গায়রত হইল। একবারে সেইজন আজাবেতে গেল ॥ দেখিয়া আমার মুখ ঘৃণা যে করিবে। সে জনা খোদার বান্দা একিন জানিবে ॥ যে জনা নজর করে পিঠেতে আমার। সে জনা বাচিয়া যাবে হুকুমে খোদার ॥ আমার পৃষ্ঠেতে আছে অন্ধকার ঘর। পিব লহু ভরা তাতে স্থন সে খবর ॥ সাপ বিচ্ছু আছে কত দেখ সেই ঘরে। আহার করিবে তারা বদকার ছারে ॥ আগের তুফান সেই বড় জোরওার। কয়েদ হইবে তাতে জত গুনাগার ॥ একথা বলিয়া তিনি পিট ফিরাইল। দেখিয়া হজরত আলি তাজ্জব হইল। দুনিয়া আমার নাম শুন সের আলি। ভাল ভাল মহতের চোখে দেয় ঠুলি ॥ যে জন ইমান আওলা বাচে মেরা হাতে। কখন না যায় সেই গুণার কামেতে ॥ একথা শুনিয়া আলি বিদায় হইল। দুনিয়ার মুখে তিনি লানত করিল ॥ শুনিলে হাদিছ কেছা ওহে দিনদার। দুনিয়ার হাতে বাঁচ কহি বারেবার। বখারি মছলেম হৈতে রওয়াত আছে। ফাতুহুল বারিতে দেখ প্রমাণ দিতেছে। আহালে হাদিছে আছে এসব দলিল। আমল করিলে ভাল বাচিবে মস্কিল ॥ ছামনে না দেখ সরে পিছে পানে দেখ। খোদার ডরেতে থাক ইয়াদ যে রাখ ॥ ইমান দুরুস্ত কর ওহে ভাই জান। দুনিয়ার হাতে বাচ কহিল এখন ॥ দেলের বুরাই জত দুর করে দেও। খোদার দুসমন হৈতে হামেসা ডরাও ॥ আর এক হাদিছ আছে স্থন মছলমান। শুনিয়া আমল কর বাঁচিবে ইমান ॥ এক মাওতের তরে হজরত উমার। দাফন করিতে গেল ময়দান উপর ॥ গোছল কাফন

দিয়ে মাওতের তরে। আনিয়া হাজের করে উমারের হুজুরে॥ জানাজা পড়িতে তিনি খাড়া যে হইল। সেই ওক্তে মুরদা দেখ কাপিতে লাগিল॥ দেখিয়া মাওতের হাল কহেন আপনি। কি জন্যে কাপেন মুরদা দেখ গো এখনি॥ যতেক মমিন ছিল উমারের সাতে। দেখিয়া ডরিল তারা পড়িল হয়রতে। কাফন তুলিয়া দেখে মাওতের তরে। আজদাহা মারেন নেস কলেজা উপরে॥ আজদাহা দেখিয়া উমার মারিতে উঠীল। উমারের তরে সাপ কহিতে লাগিল॥ কি জন্যে মারিবে তুমি আমার লাগিয়া। এহার দেলের বদি শুন মন দিয়া॥ খোদার হুকুমে আমি এসেছি হেতায়। আজাব করিব পাপির বসে কলেজায়॥ দুনিয়ার সাতে এর মহব্বত ছিল। হামেসা গুণার কামে বহুতি দড়িল॥ হালাল হারাম বলে জ্ঞান না করিল। মজুদ করিব মাল মনে এই ছিল॥ এই যে গিধির দেল বড় সক্ত হৈল। খোদার গজব বলে নাহিক ডরিল॥ রাই বরাবর পাপির ইমান না ছিল। সেই জন্যে খোদা তালা আজাব ভেজিল॥ শুনিয়া আজদাহার কথা আপছোছ করিল। দুঃখিত হইয়া তিনি কহিতে লাগিল॥ সোনহে আল্লার বান্দা আছ যত জন। খোদাকে ডরিয়া চল বাচিবে ইমান॥ যা করিবে কর সবে হায়াত থাকতে। মস্কিলে বাচিয়া যাবে আজাবের হাতে॥ ত্রিমিজি শরিফে আছে এহার দলিল। উমার বলিয়া গেল না হবে বাতেল॥ দেলের ভিতরে যার বুরাই থাকিবে। ইমানে বেইমান হয়ে আজাবে জ্বলিবে॥ এক রওায়েত আছে ছিদ্দিক হইতে। ফরমিয়াছে রছুলুল্লা মবারক জাতে॥ আরব দেশেতে এক মছলমান ছিল। খোদার হুকুমে তিনি এন্তেকাল হৈল॥ সেই কথা লেখি হেতা সোন বেরাদার। শুনিয়া আমল কর দেলে রাখ ডর॥ একজন খবর দেয় নবির হুজুরে। দাফন করিতে চল মাওতের তরে॥ একথা শুনিয়া আপে তৈয়ার হইল। হজরত ছিদ্দিক

জায়ে পিছেতে কহিল ॥ ছিদ্দিক কহেন তিনি আল্লার মকবুল। জানাজা না পড় তুমি না হবে কবুল ॥ ছিদ্দিকের কথা আপে না শুনে দেওান। জানাজা পড়িতে যায় সেতাবি ময়দান ॥ জানাজা পড়িতে নবি খাড়া যে হইল। হজরত জিবরাইল তথা আসিয়া পুছিল॥ সোন গো রছুল তুমি আল্লার যে ভেজা। পাক বারি মানা করে না পড় জানাজা ॥ কেননা এহার বুরা দেলেতে আছিল। সেই জন্যে খোদাতালা নারাজ হইল ॥ দুনিয়ার কামে ছিল দিয়ে দেল জান। ঝুট ও ফেরেবে ছিল মুখেতে জবান ॥ যে কামেতে মানা ছিল সে কাম করিল। কোরাণ হাদিছের কথা সব ছেড়ে দিল ॥ নামাজ রোজার বাবে কাহিল করিল। মাবুদের গজব বলে নাহিক ডরিল ॥ আর কত বুরা ছিল দেলের ভিতরে। হামেসা করিল বদি নপছের খাতিরে॥ জিবরাইলের মুখে যবে একথা শুনিল। শুনিয়া আখেরি নবি তাজ্জব হইল ॥ বখারি মছলেমে আছে এহার দলিল। হক কথা লেখেছিলাম না হবে বাতেল ॥ শুনহে আল্লার বান্দা যত মছলমান। মম দেল কর সবে থাকিতে জীবন ॥ মম দেলে মমিন বলে ছঙ্গ দেলে কাফের। এই কথা হাদিছেতে আছেত জেকের ॥ না কর মহর দেল ওগো বেরাদর। কোরাণ হাদিছ দেখে হও হুসিয়ার ॥ খাছ কৈরে জান ঐ মাবুদের তরে। গান্দা পানি হৈতে পয়দা করিল তোমারে ॥ চোখ মুখ নাক কান ওজুদে তোমার। তৈয়ার করিল বারি পরওার দেগার ॥ ঐ মাবুদের তরে বন্দেগি করিবে। ছামনে কবর গাড়া একিন জানিবে ॥ হায়াত থাকিতে সবে কর নেককাম। আল্লা তালা দিবে তোরে বেহেস্তি মকাম ॥ আর এক হাদিছ আমি দেই যে লেখিয়া। শুনিয়া খোদাকে ডর যাবেন বাচিয়া ॥ ওয়াএবেনে খালেক ছিল নবির খেদমতে। পিয়ার করিল তিনি রাখিল কাঁছেতে ॥ খালেকের পায়রবি দেখে যত ছাহাবারা। রছুলের কাছে

করে তারিফ তাহারা ॥ সোন গো রছুল আপে কহি যে এখন। খেদমত করিল খালেক মনের মতন ॥ একথা শুনিয়া কহে খোদার পিয়ারা। আমল করিবে আমি বলি যে মাজেরা ॥ আলেমুল গায়েব তিনি রহিম রহমান। আমার উপরে বারি যাকরে ফরমান ॥ হজরত জিবরাইলের মারফতে। যা কিছু খবর দেয় ভালায়ের জন্যেতে ॥ ঐ হাদিছের তোমরা গাওা যে হইবে। আর রওয়াত হবে তোমাদের বাবে ॥ আল্লার বান্দার পরে ভাল তাতে হবে। কোরাণ হাদিছ মত তাদিগে চালাবে ॥ আমার বাদেতে তোমরা কউল ধরিবে। তাহাতে উম্মত মেরা আজাবে বাঁচিবে ॥ এই কথা ফরমাইল রছুল দেওান। শুনিয়া হইল খুসি ছাহাবারগণ ॥ দেখত রছুল তিনি কেছা দয়াবান। উম্মতের জন্যে আপে বাতান সন্ধান ॥ একদিন বহুতি কাফের মজুদ হইল। রছুলের সাতে তারা লড়িতে আইল ॥ খালেক উঠীয়া বলে নবির জনাবেতে। লড়িতে হুকুম দেও আমার তরেতে ॥ হুকুম দিলেন তিনি খালেকের কারণ। তলওার লইয়া খাড়া হইল তখন ॥ জোরেতে হাকিয়া কহে কাফেরের তরে। হেকমতে আনিয়াছি আমি তোমাদের হুজুরে ॥ এই মহাম্মদ দেখ সকলের ছরদার। কসিস করিয়া মার গরদান এহার ॥ আর যে মমিন ছিল কাফেরের দলে। সুনিয়া আপছোছ করে খালেকেরে বলে ॥ রছুলের কাছে ছিলে পিয়ারা হইয়া। তার হক আদা কর এখানে আনিয়া ॥ একথা শুনিয়া কহে বজ্জাত গওার। সামাল হইয়া দেখ কেছা তলওার ॥ একথা সুনিয়া পাপি কুদিয়া উঠীল। ঐ মমিনের তরে গরদান মারিল ॥ হাত লাড়া দিয়ে পাপি বেড়ায় ময়দানে। যাইয়া পুছিল এক মমিনের ছামনে ॥ ইমান আনিয়াছিল রছুলের পরে। ডরেতে ছিলেন তিনি কাফেরের ভিতরে ॥ পুসিদা ভাবেতে ছিল ঐ নেককার। কেহুনা জানিত তার দেলের খবর ॥ দেখিয়া খালেকের তরে

ঐ নেকতন

ঐ নেকতন। মারিল গরদান তার বধিল জিবন॥ ঘোড়া থেকে পড়ে খালেক জমিন উপরে। দোজখের আগ এসে ধরিল তাহারে॥ দোজখের আগুন হৈল তামাম ময়দান। দেখিয়া হজরত নবি হইল হয়রান॥ আপছছ করিয়া কহে নবি পাকতন। ময়েদান আগুন হৈল কিসের কারণ॥ নবিজির দিলে তখন আপছছ হইল। খোদার তরফে ওহি আসিয়া পৌছিল॥ জিবরাইল কহে শোন আল্লার দেওয়ান। আগুন হইল জারি খালেকের কারণ॥ বড় সক্ত মনাফিক ছিল দুনিয়াতে। দোজখে ধরিল তারে আপনার হাতে॥ এই ছিল গিধির দিলে হামেসা খিয়াল। কোন ঘড়ি রছুলেরে করিব পয়েমাল॥ জেছাই পাপির দিলে খারাবি আছিল। ছিজ্জি-নের দারে তার গমন হইল॥ আর বার জোন আছে তোমার যে সাতে। তাহারা যাবেন সেই আজাবের হাতে॥ জিবরা-ইলের মুখে নবি একথা সুনিল। সুনিয়া হজরত তিনি দুঃখিত হইল॥ ছাহাবারা কহে ওগো নবি নেককার। বাত চিত কার সাতে কহত খবর॥ কি জন্যে আপছোছ কর নবি পাক দানা। সেই কথা আমাদের আপনি বলনা॥ একথা শুনিয়া কহে আখেরি দেওান। বার জন মোনাফেকের হইল বয়ান॥ খালেকের তারিফ কল্যে আমার হুজুরে। দোজখে ধরিল তারে আপনার জোরে॥ একবারে গেল সেই আজাবের হাতে। আর বার জন আছে আমাদের সাতে॥ জিবরাইল খবর দিল সোন বেরাদর। হক কথা কহিলাম তোমাদের গোচর॥ একথা শুনিয়া যত তাবেয়ান ছিল। আপছোছ করিয়া তারা কহিতে লাগিল॥ আমরা মনাফিক বুজি ওগো নেককার। তলওার মারিয়া তুমি কর ছারখার॥ ডরেতে ডরিয়া তারা গরদান আগে দিল। দেখিয়া হজরত নবি কহিতে লাগিল॥ মনাফেক কেন হবে ওগো নেককার। আল্লা তাঁলা আছে রাজি উপরে তোমার॥ একথা বলিয়া নবি নছিহত করিল।

তাহাতে সবার জান বড় খোস হৈল ।। আর এক নেককারের কথা ভাই শুন। শুনিয়া আমল কর বাঁচনের কারণ ।। আরব দেশেতে এক নেককার ছিল। রছুলের পরে তিনি ইমান আনিল ।। দিবসে বিবির সাতে মিলন হইল। গোছল কারতে বিবি বাহিরেতে এল ।। নজর করিয়া দেখে ময়দান উপরে। কাফের ঘিরিল সেই রছুলের তরে ।। দেখিয়া আসিয়া কহে স্বামির খেদমতে ।। কি জন্যে আরাম কর শুইয়া ঘরেতে ।। রছুলের দাঙ্গ তুমি লেও জলদি করে। জাহান্নামে দেও তুমি যত খারিজরে ।। নবির দুঃখের কথা যখন শুনিল ।। বিছমিল্লা বলিয়া তিনি ঘোড়ায় চড়িল ।। যখন লড়িতে যায় নবির খাতিরে। খোদাতালা দিল জোর বাজুর উপরে ॥ আর সে দিলেন শক্তি ঘোড়ার পায়েতে। ফেরেস্তা করিল দোয়া তাহার হক্কেতে ॥ খোদার কুদরত ভাই কে বুঝিতে পারে। দৌড়িল পাহলোয়ানের ঘোড়া খুব জোরে ॥ এছা জোরে হাক মারে পাহলোয়ান আমির। হাঁকের আওয়াজে ভাগে কাফের বেশির ।। কত বেইমানের তরে জাহান্নামে দিল। পাহলোয়ানের ডরে কত পালাইয়া গেল ॥ রছুল বলেন তিনি সবাকার তরে। আল্লা তালা ভেজিল মদত আমার খাতিরে ।। খোদার কুদরত ভাই বড় চমৎকার। হায়াত কমিয়া গেল কম হৈল জোর ।। আসিয়া কাফের এক খঞ্জর মারিল। আল্লার হুকুমে গাজি সহিদ হইল। মারহাবা মারহাবা বৈলে শব্দ যে উঠীল। জান্নাতি ২ বৈলে ডাকিতে লাগিল ॥ রছুল হুকুম করে সবাকার তরে। গাজিকে আনিয়া দেও আমার খাতিরে।। একথা শুনিয়া তারা গাজিকে আনিল। দাফন করিতে সবে মজুদ হইল ।। দেখিয়া রছুল তারে দোওা পড়িল। সহিদের বিবি আসে কহিতে লাগিল ।। সোন ওহে পাক নবি বলি যে এখন। গোছল করিয়া দেও মাইয়েত কারণ ।। নাপাক ছিলেন সামি সোন সে খবর। হক কথা কহি আমি

তোমার গোচর ॥ এ কথা শুনিয়া কহে নবি নেককার। গোছল দেওয়ার জন্যে হইল তৈয়ার ॥ খোদার তরফ থেকে ওহি যে আসিল। গোছল দেওয়ার তরে মানাহি হইল ॥ এই কথা পাক বারি আপে ফরমাইল। বেহেস্তের পানি দিয়ে গোছল হইল ॥ যে ওক্তে ঘোড়ার পরে ছওয়ার হইল। ফেরেস্তা আনিয়া পানি ছেরেতে যে দিল ॥ খবর পাইয়া নবি জানাজা পড়িল। খোদার ফজলে মরদা দাফন হইল ॥ নবিজি করিল দোওয়া মাইয়েত খাতিরে। আল্লা তালা থাকে রাজি তোমার উপরে ॥ আহা কি নছিব তার দুকুল উজালা। নবির ছুরিতে জার কাটা গেল গলা ॥ আল্লার পিয়ারা হৈল নবির কারণ। বেহেস্ত পেলেন তিনি মনের মতন ॥ শুনিলে হাদিছ কেচ্ছা ওহে ভাই জান। খোদাকে ডরিয়া চল বাঁচিবে ইমান ॥ মনাফেকি ছাড় ভাই জিন্দেগি থোড়াই। নেকির আমল ভাল সোনহে সবাই ॥ জার জন্যে গেলে সবে গুণাতে ডুবিয়া। সে তোরে ফাসিয়া দিবে দেখনা বুঝিয়া ॥ মাল ধন যত কিছু দুনিয়াতে রবে। খালি হাতে কবরেতে যাইয়া পৌছিবে ॥ ভাই বেরাদর যত মাকানেতে রবে। গজব আজাব তোর কবরেতে হবে ॥ বুজিয়া আপনা দেলে হওহে কামেল। হক কামে থাক সবে না হবে বাতেল ॥

* যে সকল মুছলমানেরা বেদাতি
মসরেকের সাতে চলা ফেরা
করে তাহার বয়ান *

* ত্রিপদী * সোন সবে দিনদার, কহি আমি বারে বার, সেই কথা ইয়াদ রাখিবে। আল্লার হুকুম যাহা, মেনে লেও এবে তাহা, তবে সবে আজাবে বাঁচিবে ॥ খোদা ও রছুল যিনি ভাল বাসিবেন তিনি, সেই কাম আমলে আনিবে। তবে সে সবার গতি, আখেরে পাইবে মুক্তি, নানা সুখ সেখানেতে পাবে। খোদার দুসমন যারা, গুনাতে আছেন ভরা, দেখ ভাই

এই দুনিয়াতে। দলিল না মানে তারা, আখেরেতে যাবে মারা, থাক সবে তা হতে তফাতে॥ গুনা কাম সদা করে, আজাবে নাহিক ডরে, তারা থাকে সেরেকের ভাবে। হারামের যত কাম, তাহা যে করে মদাম, তারে সবে দুসমন জানিবে॥ সেরেকের বড় গুনা, কোরাণেতে আছে মানা, সেই গুনা মাফ না হইবে। খোদা তালা গোস্বা হবে, আজাবে কয়েদ রবে, তার তরে জাহান্নামে দিবে॥ আল্লা তালা ফরমিয়াছে, কোরাণ শরিফ বিচে, সব হৈতে সে গুনা মহত। পির পয়েগাম্বর ছিল, শুনিয়া ডরিয়া গেল, আরা হৈল ভয়েতে কম্পিত॥ তফছির কবিরে ভরা, বয়েজা বিতে আছে পুরা, দেখ ভাই করিয়া খেয়াল। এবাদত যত তার, সব হবে মেছমার, আখেরেতে ঘটিবে জঞ্জাল॥ আছমান জমিন মত, নেকি কর তুমি যত, তবু খোদা রাজি না হইবে। বেফরমান হৈল জারা, দলিল না মানে তারা, তার সঙ্গে যে জন চলিবে॥ শুনিয়া এ সব কথা, মনেতে না হয় ব্যথা, কর ভাই দেলেতে খেয়াল। সেরেক করিল জারা, দুখেতে পড়িল তারা, আখেরেতে হইবে পয়মাল॥ কোরাণ হাদিছ ছহি, সেই কথা সত্য কহি, কর সবে দেলেতে লেহাজ। খোদার দলিল মান, একিন করিয়া জান, তবে তিনি না হবে নারাজ॥ খোদা জাতে রাজি হবে, কর কাম সেই ভাবে, তবে হবে সবার ভালাই। রছুল সন্তোস হবে, হুর নেঘাবান রবে, দিবে তোরে বেহেস্ত বাদসাই॥ বেহেস্ত কেমন চিজ, বুঝে দেখ ও আজিজ খুসির উপরে খুসি হবে। আমল করিলে সবে, খোদার ফজলে তবে, কত মজা সেখানেতে পাবে॥ যত মসরেক বেদাতি, হবেনা তাদের সাতি, কর লেহাজ আপনা দেলেতে। খোদার দুসমন জেই, তোমার দুসমন সেই, থাক তুমি তাহতে দুরেতে॥ আল্লার যে বান্দা হবে, একিন জানিবে সবে, তারা রবে দলিলের বাবে। মনাফেক হবে জারা, দলিল না মানে

তারা, দেখ তারা আজাবে পড়িবে॥ আজি কাল দেখ ভাই, ভয় মাত্র কিছু নাই, হেদাতিরা সব ভুলে গেল। দেখ সে বেদাতি লোকে, ঘিন্যা না করিল তাকে, তার সঙ্গে মিতালি করিল। দুনিয়ার কুত্তা সেই, হারামেতে ডুবে যেই, দেখ ভাই এই জামানাতে। সোগুন শৃগাল যারা, মরা গোস্ত খায় তারা, দেখ তারা পেটের জন্যেতে॥ হেদাতি বেদাতি জারা, ঐ মত হৈল তারা, দেখ সবে করিয়া বিচার। হেদাতির বাড়ী এসে, আমদ করেন ব'সে, এছা পাপি সেই দুরাচার॥ বেইমানের খাতিরে, বসায় আপন ঘরে, আর তারে আনন্দে খেলায়। মুখেতে হেদাতি হৈল, গুনাতে ডুবিয়া গেল, দেখ সবে এই জামানায়॥ বেদাতির বাড়ী যায়, তার সঙ্গে বসে খায়, ডর মাত্র তার কিছু নাই। মুখে তার দিনদারি, কেবল তার জুওা চুরি, দেখ ভাই তার মুখে ছাই। আর কত খারাবি করে, কি বলিব তার তরে, সেই কথা বলা নাহি যায়। শুনিলে ভেদের কথা, মনেতে পাইবে বেথা, গোপনেতে রাখিলাম তায়॥ খোদা ও রছুল ব'লে, ডর না করিলে দেলে, ভুলে গেলে গুনার কামেতে। মালেকুল মউত আসে, যখন বান্দিবে কোসে, দিবে তোরে কবর গাড়াতে॥ কবর কেমন ঘর, আজাব পৌছিবে তোর, তখন যে পারিবে জানিতে। ভাই বন্ধু কুটুম্ব যারা, তফাত থাকিবে তারা, রবে তুমি আজাবের হাতে॥ আর কত জাহেলেরা, ভুলে গেল দেখ তারা, কোরাণ হাদিছ ছেড়ে দিল। মজলিস করেন বাড়ি, দোড়ে জায় তাড়াতাড়ি, বেদাতির জিয়াফত করিল॥ মুছলমান ভাই যারা, তফাত থাকেন তারা, জাগা দেয় বাড়ীর বাহেরে। মসরেক বেদাতি যেই, ঘরেতে বসিল সেই, মেতে গেল আনন্দ সাগরে॥ হেদাতি বেদাতি নারি, সব গায় কিত্তন সারি, দেখ সবে করিয়া বিচার। পাইয়া সে গোস্ত ভাত, খায় আমদের সাত, কারে কিছু না বলে ছরদার॥ খোদা ও রছুল

যিনি নারাজ হইল তিনি, সেকামেতে রাজি হৈল সবে। দোজখের আজাব বলে একেবারে গেলে ভুলে, একদিন বুঝিতে পারিবে॥ সোন মুছলমান ভাই, সবাকারে বলে যাই, বুঝ সবে আপনা দেলেতে। দোজখের আগ হৈতে, বাঁচ সবে এভবেতে, পাবে ফতে মস্কিলের হাতে॥

* পয়ার * খোদার হুকুম মান ওহে নেকজাত। মসরেক বেদাতি হৈতে থাকহে তফাত॥ কোরাণ হাদিছ মান সোন গো এনছান। শুনিয়া হুসিয়ার হও বাঁচাও ইমান॥ বেদাতি মসরেক জারা খোদার দুসমন। তার সাতে কি জন্যেতে হওহে মিলন॥ আল্লা রছুলের কথা নাফরমান হৈলে। আজাব গজব ব'লে নাহিক ডরিলে॥ নামের হেদাতি সব পাছা খোলা সার। তোমার উপরে বারি হৈলেন বেজার॥ যাহার উপরে খোদা নারাজ হইল। বেসক সে বেইমান দোজখেতে গেল॥ যার সাতে উঠা বসা মানা দলিলেতে। তার সাতে দুস্তি কর বল কি জন্যেতে॥ বেদাত লোকের তোমরা করহ সম্মান। খোদার দুসমান বলে না করিলে জ্ঞান॥ খোদা ও রছুল যারে দুসমন জানিল। তাহারা তোমার দোস্ত কেমনেতে হ'ল॥ ভাগাভাগি কর সবে দুনিয়ার কাম। তাহাতে হইল খুসি আজাজিল মদাম॥ আজাজিলের তরিক বুঝি তোমরা ধরিলে। খোদার মানাহি কাম আমলে করিলে॥ যখন জুলম হবে তোমার জানেতে। আজাজিল দেখিবে যে খুসি খোসালিতে॥ ছাড় হে বেদাতির দস্তি ওহে মুছলমান। ছামনে কবর ঘর বড়ই তুফান॥ খাতির করেন তারে বসান কাছেতে। খাইতে বলেন জেছা কুকুরের সাতে॥ ডর ভয় সব গেল কি বুঝিল তারা। তুফানে ডুবিল দেখ মানিকের ভরা॥ হায়ওান জানোয়ার যারা মনিবেরে চিনে। এনছান এমন জাত আল্লাকে না চিনে॥ ওয়াজ নছিহত হয় পাহাড়ের সনে। গলিয়া সে পানি হয় আল্লার জবানে॥ এহার প্রমাণ আছে শুন সকলেতে।

সেই কথা লেখি হেতা আন আমলেতে॥ রছুল গেলেন তিনি ছায়ের করিতে। আর কত লোক ছিল নবিজির সাতে॥ আলকুমা ছরদার তিনি বড় নেককার। নবির খেদমতে ছিল দেখ বরাবর॥ হামেসা পিয়ার নবি করিত তাহারে। সব হৈতে ভাল বাসে আলকুমার তরে। রাস্তার বিচেতে নবির পিপাসা হইল। আলকুমার তরে নবি কহিতে লাগিল॥ পিপাসা হয়েছে মোর শুন মেহেরবান। আমাকে পিলাও পানি ঠাণ্ডা কর জান॥ আমার ছালাম তুমি পাহাড়েরে দেবে॥ আল্লার ফজলে পানি সেখানেতে পাবে॥ শুনিয়া সে আলকুমা পাহাড়েতে গেল। নবির ছালাম আগে পাহাড়েরে দিল॥ পাহাড় জিজ্ঞাসা করে আলকুমার তরে। কি জন্যে আইলে তুমি আমার হুজুরে॥ পানির কারণে নবি আমাকে ভেজিল। তোমার নজদিগে তিনি পাঠাইয়া দিল॥ পিপাসা হইয়াছে তার সোন মেহেরবান। কিছু পানি দিয়ে তুমি ঠাণ্ডা কর জান॥ নবির পিপাসার কথা পাহাড়ে বলিল। শুনিয়া পাহাড় দেখ কান্দিয়া উঠীল॥ পাহাড় কান্দিয়া বলে আলকুমার তরে। এক জারা নাই পানি দেই কি তোমারে॥ যত পানি ছিল আমার ওজুদেতে ভরা। তামাম শুখিয়া গেল নাই এক জারা॥ একদিন আওয়াজ হৈল আছমান উপরে। পাথরের আগ দিয়ে জালাব কুফরে॥ খোদার দুসমন জারা হৈল দুনিয়াতে। জাহান্নামে যাবে তারা আজাবের হাতে॥ দোজখিকে জালাইব পাথর আগেতে। একথা শুনিনু আমি ওহি আওাজেতে॥ শুনিয়া আমার দেলে বড় ভয় হৈল। আছিল জতেক পানি শুখাইয়া গেল॥ একথা বলিয়া সেজে কাপিয়া উঠিল। শুনিয়া আলকুমা তিনি ফেরত হইল॥ রছুলের কাছে এসে তামাম বলিল। শুনিয়া হজরত নবি আপছোছ করিল॥ ছহি এ দলিল ভাই একিন জানিবে। খোদার ফজলে তাতে ডর কর সবে॥ দোজখের আজাব বলে পাহাড় ডরিল। এনছান

এমন জাত ভয় না করিল॥ পাহাড় হইতে সক্ত ইনছানের জাত। চলা ফিরা করে তারা মসরেকের সাত॥ মহর হইল দেল বুঝা গেল তার। কোরাণ হাদিছের কথা করিল এনকার॥ মসরেক বেদাতি জারা খোদার দুসমন। কোরাণ হাদিছ তারা না মানে কখন॥ ঐ মত হৈল বুঝি বজ্জাত গোওার। একবারে ভুলে গেলে ছামনে কবর॥ ইমান আনিলে সবে আল্লার উপরে। তবে কেন যা'স তোরা বেদাতির ঘরে॥ রছুলের সাতে দুস্তি করিবার চাও। বেসারা লোকের ঘরে কেন সবে খাও॥ খানা পানি খাও তোমরা আনন্দ করিয়া। রেস্তা-দারি কর সবে গলা যে ধরিয়া॥ তাহার গুনার সাতি দেখ হয়ে গেলে। লালচে মেলচ হৈলে বুঝে দেখ দেলে॥ রসগোল্লা ছানা মাখন ভাল ভাল চিজ। তার সাতে দেয় যদি পাখানা নাচিজ॥ তা হৈলে কি খেতে পার সোনরে নাদান। আক্কেল করিয়া চল বাচিবে ইমান॥ পাখানা নাচিজ হৈতে মসরেকের জাত। খোদার কাছেতে বদ জানিবে নেহাত॥ তাদেখে তোমার দেলে ঘিন্যা না হইল। সাবাস২ তুমি এভবেতে ভাল॥ খোদার মানাহি কাম তামাম করিল। জানেতে জুলম হবে নাহিক ডরিল। মাল ধন যত তেরা ছুনিয়াতে রবে। তোমার জানের সাতি কেহুনা হইবে॥ মহর হইল দেল বুজা গেল তার। ছুরা বাকারেতে আছে তাহার খবর॥ ঐ আয়াতের বিচে খোলাছা কালাম। আজাব উপরে হবে আজাব মোদাম॥ এক রওায়েত আছে ছিদ্দিক হইতে। সেই কথা লেখি হেতা ডর কর তাতে॥ ছাহাবা লইয়া নবি আগে পাকতন। খুসিতে বসিয়া ছিল হইয়া মিলন॥ বড় জবরদস্ত শব্দ আওয়াজ হইল। আওাজে জমিন তখন কাপিয়া উঠীল॥ ছাহাবাগণেরে রছুল বলেন তখন। ময়দানে আওয়াজ হৈল কিসের কারণ॥ একথা শুনিয়া তারা কহিতে নারিল। হজরত জিবরাইল এসে তামাম কহিল॥ খোদার

পিয়ারা

পিয়ারা তুমি জগতের সার। আওাজের কথা বলি শুন সে খবর॥ জাহান্নাম দোজখ যবে পয়দা হইল। গজবের সাতে তাতে আগ জেলে দিল॥ জাহান্নাম দোজখ সেই দোজখের সরদার। কত সে গোহেরা হৈল জানে পরওার॥ নুরতন ফেরেস্তারা মছলত করিল। আগের পাথর এক তাতে ছেড়ে দিল॥ পাথর ছাড়িয়া দিল হৈল কত কাল। আজি সে পাইল তলা করহে খিয়াল॥ ঐ ঘর কার জন্যে পয়দা হইল। দুনিয়াতে খোদার শরিক জাহারা করিল। আর যারা তাদের সাতে মহব্বত করিবে। খোদার দুসমন বলে নাহিক জানিবে॥ ঐ দুই জনার জন্যে রহিম রহমান। পয়েদা করিল বারি আগের তুফান॥ জিবরাইলের মুখে নবি একথা শুনিল। শুনিয়া আখেরি রছুল তাজ্জব হইল॥ ছাড়হে সেরেক ছাড় হও খবরদার। খোদার কছম লাগে কহি বারেবার॥ শুনিলে হাদিছ কেছা ওহে মছলমান। সেরেক বেদাত হৈতে বাঁচাও ইমান॥ আর এক হাদিছ আছে হাদিছ কামেল। শুনিয়া আমল কর বাচিবে মস্কেল। এক সহরেতে বহুত মশরেক আছিল॥ তার মধ্যে জেয়ে এক আবেদ বসিল। খোদার হুকুম হৈল ফেরেস্তা উপর। গারত করিয়া দেও ঐ যে সহর॥ খোদার হুকুম পেয়ে ফেরেস্তারগণ। আসিয়া হইল খাড়া হুকুম মতন॥ ফেরেস্তা তাকিয়া দেখে সহরের পানে। এবাদত করে আবেদ বসিয়া সেখানে॥ দেখিয়া তাহার দেলে রহম হইল। খোদার নজদিগে তিনি কহিতে লাগিল॥ আবেদ আছেন এক সহর ভিতরে। গারত করিব আমি কেমনে তাহারে॥ একথা শুনিয়া বারি আপে ফরমাইল। এবাদত আবেদের কবুল না হৈল॥ গারত করিয়া দেও তামামের তরে। আমার হুকুম এই তোমার উপরে॥ একথা ফেরেস্তার তরে যখন বলিল। শুনিয়া ফেরেস্তা তখন গারত করিল॥ একবারে তাহাদের

বিনাশ হইল। খোদার গজবে তারা জাহান্নামে গেল ॥ শুনিলে হাদিছ কেছা ওহে দিনদার। কি জন্যে বদের সাতে হও শরিকদার ॥ খালেছ নিওতে তওবা কর ভাইজান। হইবে তোমার ভাল পাইবে আছান ॥ আর এক হাদিছ লেখি সোন মোছলমান। আমল করিলে ভাল বাচিবে ইমান ॥ নামাজ না পড়ে যারা রজা নাহি করে। আর যদি খিলায় খানা ঐ বদকারে ॥ করিল বহুতি গুনা তাহার কারণে। আখেরে পাইবে দুঃখ জ্বলিবে আগুনে ॥ আর বড় জবরদস্ত গুনা সে করিল। কাবাতুল্লার ঘর জেছা বাড়িয়া ভাঙ্গিল॥ মেছাল তাহার গুনা ঐ মত ভাই। সামাল হইয়া চল হইবে ভালাই ॥ দোছরাতে সেই জন গুনা সে করিল। পয়েগাম্বর লোকের সাতে লড়াই করিল॥ তেছেরা তাহার জানে খঞ্জর মারিল। নেকির আমল তার পয়েমাল হইল ॥ চৌথা মায়ের সঙ্গে জেনা সে করিল। খোদা তালা তার পরে গোস্বা জে হইল ॥ এছা জবরদস্ত গুনা করগো বিচার। কি জন্যে বদের সাতে কর কারবার ॥ শুনিলে হাদিছ কেছা ওহে বন্ধুগণ। নেক আমলের বাবে দেও সবে মন ॥ যা করিবে কর সবে এই যে ভবেতে। মউতে ধরিলে কিছু না যাইবে সাতে ॥ কত মছিবত হৈল পয়েগাম্বর লোকের। তবুনা করিল খাতির বদকার সবের॥ কেননা বদের সাতে রোজ কেয়ামতে। উঠীতে হইবে দেখ তাদের সংগেতে॥ এজন্যে ডরিল তারা খোদার রফিক। কোরাণ হাদিছ তারা জানিলেন ঠীক ॥ তোমরা সামাল হও এই দুনিয়াতে। সেরেক বেদাত হৈতে থাকহে তফাতে ॥ হক কথা লেখিলাম শুন ভাই জান। খোদার উপরে সবে আনহে ইমান ॥

* ছরদারগণের বয়ান *

* ত্রিপদি * কলিতে ছরদার যারা, ফেরবী হইল তারা, কোরাণ হাদিছ ছেড়ে দিল। খোদার গজব বলে, ডর না

করিল দেলে, এছা তারা বেফরমান হৈল ॥ সেই জন্যে লেখে যাই, কান দিয়ে শুন ভাই, হক ও নাহক বুঝে দেখ। সদা করে জুয়া চুরি, মুখে করে দিনদারি এছা জাহেল সবে বুঝে দেখ ॥ তাবেদার তার জত, বমবেটে লাঠার মত, হৈল দেখ এই জমানাতে। দিনের কামেতে বুরা, দেলে তার বদি ভরা, পৈল তারা ফেরেবীর হাতে ॥ দেখিয়া সরদার ছাহেব, নাধরে তাদের আয়েব, রাজি হৈল তাবেদারের ভাবে। তাম্বি করিলে পরে, নামানে আমার তরে, কেমনে রাখিব আমি তারে ॥ ছরদারি সমস্ত গেলে, নাহি পাব কোন কালে, এভাবনা সদা তার দেলে। হইয়াছি মান্যমান, লোকে করে সনমান, না পুছিবে ছরদারি গেলে ॥ কোথা পাব গোস্ত রুটি, কে করিবে পরিপাটি, সদা তার দেলে এভাবনা। নামানে আমার তরে, বাচিব কেমন করে, ভেবে আমি না পাই ঠেকানা ॥ হয়েছি যে বড় লোক, কেমনে দেখাব মুখ, এই বলে ভাবিতে লাগিল। গোলে মালে আমি রব, কারে কিছু না বলিব, সেকামেতে মান্য রবে ভাল ॥ ঐ বলে বেসরা যত, খারাবি করিল কত, দিন তারা পয়মাল করিল। কোরাণ হাদিছ যাহা, মুখে বলে মানি তাহা, এছা গাধা মনাফিক হৈল ॥ সরদার তাবেদার, হৈল এক বরাবর, দেখ সবে করিয়া তহকিক। মনাফিক হৈল জারা, ছরদারি পাইল তারা, তাবেদার হইল বেঠীক ॥ অত্যাচার হৈল দেশে, ফেরবেতে গেল ফাসে, দেখ সবে করিয়া খিয়াল। শগুন হাড়গিলা যারা, মান্যমান হৈল তারা, ইছলামেতে বাধাল জঞ্জাল ॥ বেসরা আলেম কত, দুনিয়ার লালচ মত, মনাফেকের ছরদার ছিল। দুনিয়ার কুত্তা জারা, দলিল না মানে তারা, এছা জালেম মেলছ হইল ॥ রাই বরাবর যার, ইমান না আছে তার, ঐ লোক ছরদারি না পাবে। কেননা যে কেয়ামতে, উঠীবে কবর হৈতে, তার হাত বান্দা যে থাকিবে ॥ হামেসা কয়েদ রবে, মস্কিল বহুত হবে, দোজখেতে

আজাবে জ্বলিবে। ছরদারি কর ছারে, খাতির না কর কারে, কেবল খাতির আল্লা রছুলের॥ দলিলের মাফিক চল, সেকামে বহুত ভাল, বাচে যাবে আওাল আখেরে। অধিন বলিয়া গেল, ইয়াদ রাখিলে ভাল, তার তরে না হবে বেজার॥ কোরাণ হাদিছ মান, একিন করিয়া জান, তবে রাজি আপে পরওার॥

* পয়ার * জাহেল ছরদার যত কলিতে হইল। কোরাণ হাদিছ তারা নাহিক মানিল॥ গোস্ত রুটি খায়ে সব মান্যমান হৈল। আপন আপন গায়ে বাসগাড় করিল॥ হক ও নাহক তারা কিছুনা জানিল॥ বমবেটে লাঠ্যালের সাতে দল সে করিল। কোরাণ হাদিছের কথা সব ছাড়ে দিল॥ যেকামে ইমান নষ্ট সে কাম করিল॥ মুছলমান ভাই যারা খোদার পিয়ারা। তাহাদের দুঃখ দেয় বেহুদা বেসরা॥ কোরাণ হাদিছের কথা কেহ যদি কয়। তাহার উত্তর গাদা এ জওাব দেয়॥ যে কামেতে মানা কর আমাদের তরে। সেকাম সকলে করে সবে ঘরে ঘরে॥ কবরের কথা তারা ইয়াদ না করে। মানুষকে দলিল জানে এই যে সংসারে॥ আর মুখে বলে তারা এসব কালাম। একামেতে না হইবে ছরদারের বদনাম॥ যতেক হেদাতি আছে এই মুল্লুকেতে। সকলি চলেন তারা বেদাতির সাতে॥ আমরা চলিলে তাতে কিবা দোষ হবে। মুল্লুকের লোক কি দোজখেতে যাবে॥ এইত তাদের কথা শোন মুছলমান। খান্নাছের বাপ সেই আজাজিল সয়তান॥ দিনের কামেতে তার বড়ই খারাবি। হামেসা করেন তারা সয়তানের পায়েরাব॥ হামেসা দেলেতে তার মনাফিকি ভরা। দোজখে জ্বালবে গিধি বেহুদা বেসরা॥ ঐ ছরদারের তাবে যাহারা চলিবে। বেশক আজাবে তারা গেরেফতার হবে॥ কোরাণ হাদেছ মত সকলে চলিবে। জাহেল তাবেদারি কেহ না করিবে॥ জাহেল ছরদারের তরে আপে পাকজাত। আজাব করিবে

তাদের বান্দে দুন হাত। গরদওানের সাতে হাত তার বান্দা যাবে। আজাব উপরে তার আজাব হইনে॥ কবর থাকিয়া তারা যখন উঠিবে। খোদার ফেরেস্তা দেখে লানত করিবে॥ সোন গো ছরদারগণ বলি সবাকারে। তাবেদারি কর সবে আল্লা রছুলের॥ হক কামে থাক সবে হক কাম ধর। আখেরে খোদার কাছে মরতবা তোমার॥ আর সবে করে যদি ঢিলা কাজ কাম। নাহবে তোমার ভাল আখেরে বদনাম॥ আর এক হাদিছ লেখি সোন সবদার। বাচিবার কারণে তাতে সবে কর ডর॥ দুনিয়ার বিচে যে হইবে সরদার। তাকে বহু কান্দা চাই ডরেতে খোদার। আর তাকে ছোট হওয়া চাই সে জরুর। লোকের কথায় ফলে না হইও মকরুর॥ আর দেখে চলা চাই কোরাণ কেতাব। নহেত আখেরে তার হইবে এতাব॥ আর নেঘা রাখা চাই হালাল হারাম। নহেত বরবাদ যাবে আমল তামাম॥ তাবেদারে জানা চাই কলেজা সমান। নহেত খোদার কাছে হবে অপমান॥ হাদিছেতে ফরমিয়াছে রছুল আমিন। পহেলা দোজখে যাবে ছরদার খাইন॥ আর ফরমিয়াছে নবি আপে দিল ছাফ। শুনিয়া সকলে ভাই করিবে ইনছাফ॥ দুনিয়ার বিচে যাকে ছরদারি মিলিল। বেগর ছুরিতে সেই জবাই হইল॥ আর ফরমিয়াছে ইমাম জায়েরের বাবে। নামাজ তাহার ভাই কবুল না হবে॥ দোছরা হাদিছ নবি ফরমিয়াছে এমন। কালমা শাহাদত তার যাবে অকারন॥ তেছরা হাদিছ শুন লেখেছে কেতাবে। ফরজ নফল তার কবুল না হবে॥ আর এক হাদিছ আছে মেস্কাত কেতাবে। শুনিয়া আমল কর ভাই জান সবে॥ ছয় গোরের পরে নবি লানত ফরমিয়াছে। তার মধ্যে ঐ গোর বুঝ দেল বিচে॥ ছরদারি পাইয়া যেই জুলম করিয়া। ইজ্জত আওলাকে দিল খারাব করিয়া॥ আর সে ইজ্জত দিল কমিনার তরে। লানতি হইল সেই আওল আখেরে॥ ছহি এ দলিল ভাই

একিন জানিবে। আমল করিলে ভাল নাজাত পাইবে॥ হক কামে থাক ভাই নাহক্কে নাযাবে। খোদার গজব বলে হামেসা ডরিবে॥ হক কামে থাক সবে হওগো সাবধান। গুনাতে না পড় ভাই বাচাও ইমান॥ দেখিতেছি কত ছরদার এই এই জামানাতে। তাহারা পড়িয়া গেল সয়তানের দাগাতে॥ লালচে মেলচ হৈল খেয়ে গোস্ত রুটি। গুনাতে ডুবিয়া গেল জানিবেন খাটি॥ কোরাণ হাদছ তারা বিগড়িয়া দিল। খোদা রছুলের দোস্তি তামাম ছাড়িল॥ শুনগো ছরদারগণ কহি সবাকার। কোরাণ হাদিছ দেখে হও খবরদার॥ হককাম বাতাও সবে এই দুনিয়াতে। মজুরি দিবেন খোদা বাচিবে আফতে॥ আলেম ফাজেল যারা খোদার পিয়ারা। তোমার চরিত্র দেখে তারা হৈল সারা॥ আখেরি জামানা দেখে কম্পিত হইল। ফেরেবের জাল দেখে ডরেতে ডরিল॥ নাদান জাহেল যারা ছরদারি পাইল। ইটালি হাদিছ তারা বগলে বান্দিল॥ চালায় ও আপন রায়ে নামানে হাদিছ। সরার খেলাফ করে বেহুদা খোবিছ॥ বেসরা আলেম তারে ছরদারি দিল। তাহাতে দিনের বাবে খারাবি হইল॥ ফিকিরি আলেম কত হৈল এভবেতে। বিনাস করিল তারা দিনের কামেতে॥ এসব কামেতে দেখ খারাবি হইল। দেশ বিদেশেতে কত ফাছাদ লাগিল॥ যে সময়ে খোদাতালা আদালত করিবে। সে সমে তাহার কাছে কি জওাব দিবে॥ হজরত উমার কেছা নেকবক্ত ছিল। রছুল বাদেতে তিনি ছরদার হইল॥ কোরাণ হাদিছ তার ছামনে রাখিল। বিচারের ওক্তে আপে নয়নে দেখিল॥ কোরাণ হাদিছ মত বিচার করিল। খোদার গজব বলে হামেসা ডরিল॥ এক জারা বেশি কমি নাহিক করিল। হকের উপরে তিনি লেখা যে রাখিল॥ আহাকি উমার তিনি নেকবক্ত ছিল। খোদার ডরেতে আপে বহুতি কান্দিল॥ আখেরে মউত এসে তাহাকে ধরিল। এদুনিয়া ফানি হৈতে

বিদায় হইল ॥ কত দিন বাদে দেখে মাজ নেককার। কবর না আছে তিনি হজরত উমার ॥ আপছোছ করেন মাজ না দেখিয়া তারে। উমার আইল সেই কবর ভিতরে ॥ পেসানি ছুটিয়া গেছে তামাম বদন। দেখিয়া পুছেন মাজ তাহার কারণ ॥ কি জন্যে এমন হাল ওগো পাকতন। সেই কথা খুলে বল শুনি বিবরণ ॥ শুনিয়া কহেন উমার মাজের খাতিরে। এতদিন খাড়া ছিনু আল্লার দরবারে ॥ ছরদারি করিনু আমি ইনছান লোকের। আদালত করিল বারি আপনি কাদের ॥ হক ও নাহক দেখে আপে পরওয়ার। জার্রা২ দেখে বারি করিল বিচার ॥ তার জন্যে খাড়া ছিনু বার বচ্ছর। আমার দুঃখের কথা কহিনু খবর ॥ যে ওক্তে আমার তরে খাড়া করে ছিল। সে ওক্তে আমার জান কাপিয়া উঠীল ॥ আমার ইনছাফ বারি তামাম দেখিল। দেখিয়া আমার পরে তিনি রাজি হৈল ॥ আমাকে খালাছ দিল আপনি রহমান। সেই জন্যে এই হাল সোন মেহেরবান ॥ শুনিয়া কান্দেন মাজ উমারের কারণ। বড়ই দুঃখিত হৈল মাজ নেকতন ॥ এই বাত চিত দেখ দুই জনাতে হৈল। খাবেতে ছিলেন মাজ চেতন পাইল ॥ শুনিলে উমারের হাল ওহে বেরাদার। কি জন্যে খারাবি কর হইয়া ছরদার ॥ খোদার পিয়ারা যারা নবির পছন। হেছাব নিলেন তারে বান্দার কারণ ॥ ছরদার হইলে সবে এই দুনিয়াতে। হক ও নাহক তোমরা না পার চিনিতে ॥ হারাম হালাল দেখ কার তরে বলে। সেই কথা খেয়াল নাই তোমাদের দেলে ॥ যেমন ছরদার তোমরা তেমনি পাইবে। আগুনের ঘর বাড়ি ছামনে দেখিবে ॥ পরের জন্যেতে কেন হও জুয়াচোর। হায়াত থাকিতে সবে দেলে কর ডর ॥ খোদা রছুলের তাবে কর দিনের কাম। তবে সে বাঁচিয়া যাবে আগ জাহান্নাম ॥ আর যদি থাক সবে হক্কের উপরে। খোদা তালা পৌছাইবে বেহেস্তির ঘরে ॥ আরামের ঘর বাড়ি লেও

ভাই সবে। চিরদিন সেই ঘরে সুখেতে রহিবে।। কহে হিন রহমতুল্লা ছরদারের জোনাবে। কোরাণ হাদিছ মত ইনছাফ করিবে ।।

* যে সকল পুরুষেরা আপন বিবিকে পরদায়ে রাখেনা তাহার বয়ান। *

পয়ার ফরমিয়াছে কোরাণেতে আপে সে কাদের। সেই কথা লেখি হেতা শুন সে জেকের।। পরদার কারণে বারি রহিম রহমান। আপনা বান্দার তরে একথা ফরমান।। যে জনা ইমান আওলা হবে দুনিয়াতে। সে জনা থাকেন বাজ গুনা কাম হৈতে॥ আপনার ঘর ছেড়ে যাও অন্য ঘরে। ছালাম আলেক দেও তাহাদের তরে।। একামে বহুত ভাল শুন গো ইনছান। আল্লাতালা হবে রাজি বাঁচিবে ইমান॥ কি জন্যে তাগিদ করে আপনি রহমান। সেই কথা লেখি হেতা শুন মুছলমান।। আপনা মাকানে যদি থাকে বে খবর। আগেতে ইতালা দিয়ে কর গো সতর। একামে সবার ভাল শুন ভাই সবে। খোদার পছন্দ কাম ইয়াদ রাখিবে।। যে কামেতে রাজি হয় রহিম রহমান। সেই কাম কর সবে দিয়ে দেল জান॥ দেখত খোদারতালা বান্দাকে আপন। কোরাণে খবর দিল বাচার কারণ।। করহে আমল কর ওহে দিনদার। গুনা হৈতে বেচে যাও কাহ বারে বার।। আপনা জানের পরে জুলম না কর। কোরাণের বাদি ভাই খুব জোরে ধর।। আহাকি দয়ার ধন পাক ছোবহান। কোরাণে খবর দিল পরদার কারণ।। আল্লার জবান কোরাণ সব হৈতে ভাল। সে চিজের পরে সবে করহে আমল।। হওহে ইমান আওলা পরদার কারণে। খবর ভেজিয়া দিল জোরকান কোরাণে॥ আর এক হাদিছ আছে শুন সকলেতে। সেই কথা লেখি হেতা আন আমলেতে॥ পাচ মত জেনা আছে শুন মুছলমান। একে একে সব কথা করি যে বয়ান॥ পহেলা চোখের জেনা বুঝ সকলেতে।

দোছরাতে

ছুছরাতে জেনা হৈল আপনা দেলেতে ॥ তেছেরাতে জেনা হৈল দেখ সে পায়ের। চৌথা হইল জেনা আপনা হাতের ॥ পঞ্চমেতে জেনা হৈল নপছেতে তাহার। গুনাতে ডুবিয়া গেল সেই গুনাগার ॥ চোখেতে দেখেন আর দেলের খাহেস। পায়ে হেটে যায়ে দেখ হাতে ধরে শেষে। জবান চালায়ে তারে নপছের কারণ। গুনাতে খারাব হয়ে জেনার কারণ ॥ চোখ মুখ হস্ত পদ আর সে জবান। সামাল করিয়া রাখ বাচিবে ইমান ॥ নপছ আম্মারা জান বড়ই দুষমন। তার সাতে কদাচিত না হও মিলন ॥ সেই জন্যে পাক বারি জলিল জব্বার। কোরাণে খবর দিল হও হুসিয়ার ॥ ইতালাতে যাওয়া ভাল শুন ভাই সবে। ছামনে দেখিলে নারি মুখ ফিরাইবে ॥ ডর ও ছবুর যারা করে দুনিয়াতে। বেসক ইমান আওলা কহে হাদিছেতে ॥ জানিয়া শুনিয়া তোমরা হইলে খারাব। কেমনে বাচিবে বল দোজখের আজাব ॥ নায়ের হেদাতি হৈলে ধড়ি ছেড়ে দিলে। মালখানাতে আছে চোর ফিরে না দেখিলে ॥ লোকের কাছেতে হও ইমানদার ভাল। সেই জন্যে ঘরে হৈল ভুতের যে আল ॥ সদরেতে বৈসে থাক হইয়া মণ্ডল। বাড়ীর ভিতরে বাজে সয়তানের ঢোল ॥ খান্নাছ বাজায় তাতে দুই হাতে কাসি। সোর গোল হয় কত আর হয় হাঁসি ॥ তাতে কত নাচা নাচে জওয়ান আর ছুড়ি। আনন্দে বসিয়া খায় তারা মোয়া মড়ি ॥ বাহেরেতে কর কাম হইয়া মণ্ডল। মফঃসলে লুটে লেয় হেরেছের সম্বল ॥ হেরেছের তালাতে দেখ চাবি লাগাইল। দেখিয়া তোমার দেলে ঘিন্যা না হইল ॥ বেসরম হলে তুমি নামে পাছা খোলা। তোমার ঘরেতে কেবল পাচগুের মেলা ॥ বরঞ্চ কাঞ্চনি হৈতে বাড়ে তোমার নারি। সাবাস সাবাস তুমি হৈলে নাম জারি ॥ দুনিয়ার কামে তুমি কর তাড়াতাড়ি। ঘরেতে বসিয়া চোর করে হুড়াহুড়ি ॥ চোক মুজে রৈলে তুমি সোনরে পাগল। তোমার ঘরেতে চোর

করিল দখল ॥ বিনি ইতালাতে যাওয়া মানা হৈল। সেজনা তোমার ঘরে মজা উড়াইল ॥ এমন মরদ তুমি দরদ না হৈল। সেই জন্যে তোমার ঘরে বাসগাড়ি করিল ॥ দোড়াদোড়ি করে নারি পাড়ার ভিতর। তাদেখে নাহয় সরম ওরে জুয়াচোর ॥ পাড়ার কুটনি হৈল কবির সরকার। তোমার উপরে নারি করেন দরবার ॥ ঐ নারির বাবে তুমি সরমে পড়িলে। সেকামেতে দেখ তুমি ভাড়ুয়া হইলে ॥ খোদার হুকুম তুমি বাতেল করিলে। দাইউছ হেদাত তুমি এভবেতে হৈলে ॥ মাল ধন হৈতে জার পিয়ার করিলে। মাতা পিতা যার জন্যে তফাত রাখিলে ॥ পেস বেরাদর যত দুর করে দিলে। যার ভাবে দেখে সবে মজিয়া রহিলে ॥ আপনা জানের সাতে যাহাকে রাখিলে। সে ধন হইল লুট ফিরে না তাকালে ॥ তোমার বাগানে এসে পড়ে বুলবুল। মালি হয়ে বসে দেখ ওরে নামাকুল ॥ আখেরেতে ঐ কামে তুমি জ্বলে যাবে। সে সময় তোমার বিবি ফিরে না তাকাবে ॥ তোর ভয়ে অন্য লোকে তারা করে চাস। দেখিয়া তোমার দেলে না হয় হুতাস ॥ এমন মরদ তুমি না হইল ঘিন্যা। সেই জন্যে হৈল বুঝি ভুতের কারখানা ॥ হেদাতির দুরনাম কর সোনরে গোলাম। আখেরে তোমার পরে বিবি হবে বাম ॥ বেদাতি মসরেক যারা খোদার দুসমন। তাহারা করেন পরদা বিবিকে আপন ॥ নামের হেদাতি তুমি মুখে মুছলমান। এসব কামেতে খুসি আজাজিল সয়তান ॥ সয়তানের ভোগাতে পড়ে খারাব হইলে। আখেরে অমুল্য ধন তাহাকে ছাড়িলে ॥ এমন বেকুফ তুমি নাদান জাহেল। খোদার হুকুম যত করিলে বাতেল ॥ বেহুদ্দা বেআক্কেল তুমি এই যে সংসারে। লালচ বাড়ালে খালি আওরতের তরে ॥ তোমার ছামনে কত পুরুষ আসিয়া। রসের ভাণ্ডার খোলে হাসিয়া২ ॥ দেখিয়া তোমার দিলে দুঃখু না হইল। কছবি হইতে তোর মরতবা বাড়িল ॥ হাটের

কছবিনি যারা ডর নাহি করে। হামেসা মরদ রাখে আপনার ঘরে॥ আল্লার হুকুম তুমি নাহিক মানিলে। কোছবিনির তরিক বুঝি তোমরা ধরিলে॥ একামেতে খোদাতালা নারাজ হইল। যতেক আমল তার বরবাদ যে গেল॥ এহার যে ফল পাবে রোজ মহাসরে। যখন কয়েদ হবে আজাবের ঘরে॥ পরদার বাবেতে কিছু লেখিয়া জানাই। শুনিয়া আমল কর হইবে ভালাই॥ হায়া ও সরম কর জিন্দাগি থোড়াই। দাইউছের হাতে বাচ আল্লার দোহাই॥

* দাইউছ লোকের বয়ান *

* পয়ার * শুন ওগো দিনদার কর হে বিচার। পরদায় না রাখ নারি কেনে আপনার॥ ফরমিয়াছে রছুলুল্লা দাইউছের বাবে। দাইউছের কোন নেকি কামে না আসিবে॥ দাইউছ কাহার বলে শুন বেরাদার। বেপরদা হইয়া ফিরে নারি যে যাহার॥ ঘাটে মাঠে যায় নারি সরম নারাখে। পর পুরুসেরা সদা সে নারিক দেখে॥ আরনা করিল তাম্বি আওরত খাতিরে। নাজেল হইল গুনা মরদ উপরে॥ ঐ মরদের পরে খোদা নারাজ হইল। কোরাণ হাদিছে তারে দাইউছ বলিল॥ ফরজ আয়েন সেই তরক করিল। খোদা যে কামেতে রাজি সে কাম ছাড়িল॥ আল্লাতালা সেই জন্যে নারাজ হইল। যত ইবাদত তার বিফলেতে গেল॥ শুন হে আল্লার বান্দা হও খবরদার। দাইউছের বড় গোনা কহি বারে বার॥ খোদাও রছুল যারে নারাজ হইল। তার মত হতভাগা কেবা আছে বল॥ খোদার হুকুম ধর দাতে আর হাতে। পুরা পুরা কাম কর এই দুনিয়াতে॥ পুরা পুরা কাম দেখ করিবার তরে। ফরমাইল আল্লা তালা কোরাণ ভিতরে॥ ছুরা বাকারেতে আর চব্বিস রুকুতে। এ আয়েত লেখা আছে দেখহে চক্ষেতে॥ হেদাতি হইলে সবে আজাবের ডরে। নারি ছেড়ে দেও বল কিসের খাতিরে॥ খোদার হুকুম তুমি বাতেল করিলে।

দুনিয়ার ফান্দে পড়ে সব হারাইলে॥ খোদার হুকুম যেই নাহিক মানিল। বেসক সে মনাফিক দাইউছ হইল॥ হেদাতি তাহার দাবি অকারণে গেল। যত নেকি করেছিল বরবাদ হইল॥ রোজা ও নামাজ তার কবুল না হবে। হজ্ব ও জাকাত তার বিফলেতে যাবে॥ পুল ও মসজিদ দেয় আর সে খয়রাত এসব আমল তার পড়িবে তফাত॥ ছাদকা কোরবানি করে নেকির জন্যেতে। তবু না হইবে ভাল রোজ কেয়ামতে॥ খোদাতালা যার পরে নারাজ হইল। দিন দুনিয়াতে সেই লানতে পড়িল॥ খোদার পিয়ারা যিনি নবি ছরওয়ার। আওরতের বাবে তিনি কহে বার বার॥ দয়ার সাগর তিনি রহমের নদী। হামেসা তাগিদ করে সেই মহাম্মদী॥ শুনগো উম্মত মেরা বলি সবাকারে। আপনা জোড়াকে রাখ পরদার ভিতরে॥ আওরত সবার পর সয়তানের ফাসি। বিনাশ করিল কত দেখাইয়া হাসি॥ সয়তান আছেন লাগা আওরতের সাতে। যে করিল বিশ্বাস সেই পড়িল পাকেতে॥ রছুল বলেন যাহা শুন মুছলমান। সে কামের পরে সবে আনহে ইমান॥ দোজাহানের মালেক সেই জানিবেন ঠীক। পরদায় রাখেন তিনি আপনা বিবিক॥ পয়েদা করিল বারি আপনি রহমান। দুনিয়াতে ভেজিলেন বান্দার কারণ॥ মানহে তাহার কথা ওহে বেরাদার। খোদার গজব হৈতে পাইবে নিস্তার॥ রছুল মকবুল যিনি খোদার পিয়ারা। আপনা বিবিকে তিনি কহে এ মাজেরা॥ খোদার হুকুম হৈল উপরে আমার। অতি হেফাজতে রাখ জোড়াকে তোমার॥ শুন ওহে বিবি আমি বলি যে সবারে। তোমরা থাকিবে সবে পরদার ভিতরে॥ দেখত রছুল তিনি আপে পাকতন। তাম্বি ও তাগিদ ক'রল বিবিকে আপন॥ রছুলের বিবি যারা খোদার পিয়ারি। যাদের জন্যেতে আছে বেহেস্তি তৈয়ারি॥ দোজখের আগুন যাদের হারাম হইল। পরদার বাবেতে তাদের তাগিদ করিল॥

রছুলের বিবি বলে খাতির না হৈল। গুনাতে পড়িবে সেই ডর দেখাইল ॥ বেহেস্তের মসাল যারা সবার ছরদার। পুলেতে হইবে পার বিজলি আকার ॥ আছমান জমিনে যাদের তারিফ হইল। দোজখের আগ যত হারাম করিল ॥ বেগেনা পুরুষ দেখে তাহারা ডরিল। তোমার বিবির তরে কি বিশ্বাস হৈল ॥ গায়েব এলেম বুঝি তুমি কিছু পাও। সেজন্যে বিবির দিগে ফিরে না তাকাও ॥ অন্ধ হেন জন দেখ দুনিয়াতে ছিল। রছুলের বিবি তারা পরদা করিল ॥ রছুল হইতে দেখ এ হাদিছ আছে। ছালেমা ময়মনার তরে তাগিদ করেছে ॥ এই দলিলেতে যেই বিশ্বাস না করে। বেসক কাফের সেই বুঝ ছরাছরে ॥ বেহেস্তের মসাল যারা জগতের আলো। খোদার গজব বৈলে তাহারা ডরিল ॥ তেনার উম্মত তোমরা এভবেতে হৈলে। দোজখের আগ বলে নাহিক জানিলে ॥ ঝুটা দাবি কর সবে রছুল উপর। সেজন্যে ঘরেতে বুঝি রাখিয়াছ চোর ॥ চোর আর নারি দোন একই সমান। যে করে বিশ্বাস সেই বড়ই নাদান ॥ ভাড়ুওা পুরুষ তুমি এ ভবেতে হৈলে। আপনা বিবির তরে বেপরদা করিলে ॥ তোমার ছামনে কত পুরুষ আসিয়া। মাড়ি দেবে ঠাটঠা করে হাসিয়া হাসিয়া ॥ দেখিয়া তোমার দেলে ঘিন্যা না হইল। তোমার মত বেসরম কেবা হবে বল ॥ কেহু যদি এসে বলে তোমার ছামনে। পাচ শত টাকা লেও বিবির কারণে ॥ দেও হে তোমার বিবি আমার খাতিরে। তাহাকে রাখিব আমি আমার যে ঘরে ॥ তাহলে কি দিতে পার বুঝে দেখ দেলে। কত বড় দুঃখ হয় জান হে সকলে ॥ বেপরদায় যায় নারি যেখানে সেখানে। পুরুষ দেখিলে তারা কিছু নাহি মানে ॥ কেহু যদি বলে তুমি নারি হেদাতির। বেপরদা হইলে বল কিসের খাতির ॥ তাহার উত্তর নারি এ জওাব দেয়। তার জন্যে নাই চিন্তা বলি যে

কহি আমি স্বামির সাক্ষাতে ॥ দেখিয়া আমার স্বামি তিনি বড় খুসি। সেজন্যে স্বামিকে আমি বড় ভালবাসি ॥ আর কি লেখিব আমি ভাড়ুয়াদের হাল। ছামনে নজর ধর করিয়া খেয়াল ॥ কোরাণ হাদিস মত যার পরদা হইল। তাহারা তোমার ঘরে কাচারি করিল ॥ খালারা মামারা আর ফুফাত যে ভাই। কোন দলিলেতে তারা ঘরেতে সে যায় ॥ আর সে আপন রেস্তা চাচাত ভায়রা। তোমার ঘরেতে করে কাচারি তাহারা ॥ তুমি হলে মহারাজা বিবি সে দেওয়ান। খেস বেরাদর তারা হইল আমলাগণ ॥ কি বাকা সেজেছে ঘরে কাচারি তোমার। তাহাতে হইল খুসি আজাজিল গোয়ার ॥ খোদার দুসমন যেই আজাজিল সয়তান। তাহার উপর বুঝি আনিলে ইমান ॥ সয়তানের ফাসে যেই দুনিয়াতে পৈল। বেসক সে বেইমান দাইউছ হইল ॥ বরঞ্চ কাঞ্চনি হৈতে বাড়ে তোর নারি। খোদার কাছেতে কেবল করগ চাতুরি ॥ হেদাতি হইলে সবে ছেড়ে দিলে ধাড়ি। ঘাটে মাঠে যায় নারি করে দোড়াদোড়ি ॥ ওয়াজ নছিহত তোরা কিছু না মানিলে। আওরতের গোলাম গাধা দুনিয়াতে হলে ॥ যে কামেতে নারাজ হইল রছুল দেওয়ান। সেই কাম করহ ভাই দিয়ে দেল জান ॥ রছুল যাহার তরে মউত বলিল। তাহারা তোমার ঘরে কাচারি করিল ॥ মউত আছেন লাগা তোমা সবাকার। কোন ঘড়ি দিবে দড়ি গলেতে তোমার ॥ ঐ মত জান তুমি তোমারি যে হাল। কোন ঘড়ি তোমাকে তারা করিবে পয়মাল ॥ গাফেল হইলে তুমি বেভরেতে নিন্দ। ঐ চোর তোমার ঘরে তারা দিবে সিন্দ ॥ তোমার ভাবের মত কত লোক ছিল। ঐ চোরের হাতে তারা পয়মাল হইল ॥ আপন আপন বল শুনরে নাদান। বুকেতে মারিবে ছুরি পাইলে সন্ধান ॥ আখেরি রছুল যিনি মাবুদের রতন। হামেসা করেন তাম্বি পরদার কারণ ॥ দাইউছের হাতে বাচ ওগ ইনছানেরা।

খোদার নজদিগে হও তোমরা পিয়ার ॥ দাওছের বড় গুনা হাদিছ কোরাণে। হামেসা জলিবে পাপি দোজখের আগুনে ॥ দোজখের হাল যবে পরে লেখা যাবে। দাইউছের সাজা কেছা কানেতে শুনিবে ॥ শুনগ আল্লার বান্দা হওগ সাবধান। নারিকে পরদায় রাখ পাইবে আছান ॥ আলেম ফাজেল কত দুনিয়াতে আছে। আর কত জনাকে দেখ মউতে ধরেছে ॥ কোরাণ হাদিছ মত নছিহত করিল। আর সে রচনার কেতাব তৈয়ার হইল ॥ তবু তোদের দেলে ডর না হইল। আজা-জিল মত দেখি তোদের সকল ॥ ছপতাদ হাজার সাল বন্দেগি করিল। ফেরেস্তার উপরে তিনি ছরদার আছিল ॥ খোদার হুকুম পাপি নাহিক মানিল। এক বানি রদ করে লানতি হইল ॥ তোমরা ইনছান হয়ে ঐ মত হৈলে। ছায়ে ঘৃত ঢালা হইল ফিরে না চাহিলে ॥ দিনের কামেতে তুমি কোশেষ করিলে। নারি ছেড়ে দেও বল কাহারি যে বলে ॥ নামাজ পড়িলে তুমি করিলেক রোজা। সেকাম করিল ভাল দিন জানে তাজা ॥ ছাদগা কুরবানি দিলে আর সে খায়রাত। আখেরে হইবে ভাল পাইবে নাজাত ॥ গান গিদ ছাড়িলে তুমি এই দুনিয়াতে। আর কত বুরাই ছাড়িলে দিনের জন্যেত্যে ॥ রঙ্গ রস ছেড়ে দিলে এই যে ভবেতে। আকবতে হবে ভাল এই ছবাবেতে ॥ নারির বাবেতে তোমার কি বুজ হইল। মানিকের ভরা বুজি শুকানে ডুবিল ॥ কি যাদু লাগাল নারি তরে তোমাদের। পরদা করিতে কেন কর হের ফের ॥ ধন মাল হৈতে যেই পিয়ারা হইল। সে নারিক ছেড়ে দেও কি জন্যেতে বল ॥ ঘাটে মাঠে যায় নারি কছবি সমান। তাদেখে না হয় সরম ওরে বেইমান ॥ দেখিয়া তোমার বিবি কত পুরুসেরা। হামেসা মুখেতে হাসি চোক্ষেতে ইসারা ॥ আর কত ঠাটটা করে বেহিয়ার জাত। রঙ্গ রসে মেতে যায়

ছাগলের পালে জেছা পাঠা যে দৌড়িল ॥ খুলুর বলদ তুমি চোক্ষে ঠুসি দিলে। আপনা ইজ্জতের তরে নাহিক দেখিলে॥ দোজখের আগুন দিবে চোক্ষেতে রহমান। হামেসা জ্বলিবে তুমি হইয়া হয়রান ॥ কি সুন্দর পাইলে সবে এই যে সংসারে। নারাজ করিলে তুমি মাবুদের তরে ॥ দুনিয়ার বিবির সাতে মাতীয়া যে গেলে। নবি মস্তফার তরে বেজার করিলে ॥ ফেরেবের হাতে পৈড়ে ফাসিয়া যে গেল। বেহেস্তের হুর বলে মনে না করিল ॥ দাইউছ হইলে পাপি এই দুনিয়াতে। তোমার গজব হবে রোজ কেয়ামতে॥ বহুতি করিলে নেকি এই যে ভবেতে। সব ছেড়ে দিলে তুমি আওরতের বাতে ॥ আর এক কাম করে যত নারিগণ। সেই কথা লেখি হেথা শুন দিয়া মন ॥ কেহু যদি দেয় সাদি সন্তানের তরে। জিয়াফত করে তিনি সব ঘরে ঘরে ॥ জিয়াফতের কথা শুনে যত নারিগণ। মনেতে আনন্দ হয়ে যাইবে কখন ॥ যাহার জেওর আছে বাটিতে বাহার। সাজিয়া তৈয়ার করে জেওর তাহার ॥ যাহার জেওর নাই মনে বড দুখ। মজলিসের বাটিতে যায় না হইবে শুখ ॥ জেওরের জন্যে সেই উতালা হইল। পাড়ার ভিতরে নারি বহুতি ঘুরিল ॥ দয়া করে দেয় যদি জেওর তাহারা। সাজিয়া তৈয়ার হয় চোক্ষে শুরমা ভরা ॥ সব নারি একই হয়ে জিয়াফতে যায়। আর তারা জুক্তি করে এই কথা কয় ॥ সময় ও পেয়েছি আমরা নছিবের জোরে। নাচন নাচিব সবে মজলিসের ঘরে ॥ একথা শুনিয়া তারা বড় খুসি হৈল। জিয়াফতের বাটি যায়ে ডাকাত পড়িল ॥ আর কত বিবি ছিল সেখানে বসিয়া। কুদিয়া উঠীল তারা এদের দেখিয়া ॥ দুই দলে লেগে গেল কুস্তির যে ধুম। বইরাগি বষ্টম যথা শুন নেক নাম ॥ যেমন কিত্তন গায় কিত্তনের গোড়া। তার মধ্যে কত বিবি করেন ঝগড়া ॥ এমন ফাছাদ লাগে মজলিসের বাড়ী। বেড়া টাটি ভাগে সব করে হুড়াহুড়ি ॥

আর কত পুরুষেরা পাইয়া সন্ধান। বাহানা করিয়া তার দেখিবারে জান॥ দেখিয়া কতেক নারি কহেন তাহারে কিকামে আইলে নন্দু মোদের হুজুরে॥ এস এস কাছে বৈশ খাও তৈয়ের পান। একথা কাহার কাছে না বৈল কখন। একথা বলিয়া তারে বিদায় করিল। আর এক ইয়ার তার আসিয়া পৌছিল॥ ঐ মত তার সাতে বলা কহা হয় আখেরে তাহার তরে করে যে বিদায়॥ আর কি লেখি আমি নারিদের হাল। আপনা চক্ষেতে দেখ তাদের খেয়াল। বিচার করিয়া দেখ আপনার দেলে। কবির সরকার তোমর এভবেতে হৈলে॥ বারয়ারির বাজারে যারা গান কৈরে ফিরে হায়া ও সরম যত দেয় দুর কৈরে॥ তাদের তরিক বুঝি তোমরা ধরিলে। খোদা রছুলের তরে নারাজ করিলে। আর সে দুর্ণাম হয় হেদাতি লোকেরে। সয়তান বাজায় ঢোল এই যে সংসারে॥ হাদিছের কথা শুনে কর উপহাস বেপরদা নারিকে সবে করহে বিশ্বাস॥ কি ভাল বুঝিলে তুমি নারিদের হালে। আল্লা রছুলের কথা বাতেল করিলে॥ শুনিলে সকল কথা ওহে বেরাদর। আপনা দেলেতে সবে করহে বিচার॥ দিনদারি কর সবে কহি বারবার। খুব সত-রেতে রাখ নারি আপনার॥ নারির ভাবেতে যেই দুনিয়াতে পৈল। আপনা জানের পরে জুলম করিল॥ ফরমিয়াছে পাক মুখে আপনি রহমান। সব হইতে পিয়ার কর অপনারা জান॥ আল্লার হুকুম এহা একিন জানিবে। তবে সে তোমার ভাল আদালতে হবে॥ দেখত খোদায় তালা আপে পরওার। আপনা বান্দাকে কেছা করেন পিয়ার॥ একজারা মনি হৈতে পয়দা করিল। মায়ের সেকেমে সবার আহার সে দিল॥ হস্ত পদ দিল তোরে আপনি রহমান। চোখ মুখ দিল তিনি শুনিবার কান॥ কি বাকা ওজুদ বারি করিল তৈয়ার। মুখেতে জবান বল হাজারে হাজার॥ জওয়ানি বকসিল তোরে আপনি

রহমান। হাজার শোকর কর মুখেতে জবান॥ বেটাবেটি দিল বারি খুসির কারণ। দুনিয়াতে মান্য পাইলে মনের মতন॥ এসব নেয়ামত দিল বেদামে কাদের। হুকুম মানিবে তার করিবে জেকের॥ বিনা দামে দিল তোরে আপনি মাবুদ। আর কত চিজ বারি করেছেন মজুদ॥ কি হুকুম মানিলে বল মাবুদ খাতিরে। কি শোকর আদা করলে এই যে সংসারে॥ তিন কাম পুরা কর হুকুম তাহার। ফরমিয়াছে আপে খোদা কোরাণ মাঝার॥ নামাজ পড়িবে সবে জামাতের সাতে। আর যে রাখিবে রোজা আল্লার নামেতে॥ বিবিকে রাখিবে সবে পরদার ভিতরে। খোদাতালা হবে খুসি তোমার উপরে॥ এই তিন কাম জান ফরজ আএন। আমল করিবে সবে যে হবে মমেন॥ এই তিন ফরজ হইল গরিব উপরে। আর দুই ফরজ বেশি আছে মালদারে॥ আর সে করিবে হজ কাবাতুল্লা ঘরে। মালের জাকাত দিবে হালাল খাতিরে॥ যার যে কামেতে খোদা হুকুম করিল। সে কাম আমল কর আখেরেতে ভাল॥ শুন ওহে গরিবেরা মন কর খাঁটি। এই তিন কাম কর কৈরে পরিপাটি॥ আওরতের তরে তুমি সামাল করিবে। নামাজ রোজার বাবে খুব মন দিবে॥ ফরজ আএন কাম কর মুছলমান। দোজখের আগ হতে পাইবে আছান॥ দেখত রছুল তিনি কেছা দয়াবান। উম্মতের জন্যে আপে বাতান সন্ধান॥ শুনগ আল্লার বান্দা কহি সবাকারে। তাবেদারি কর সবে আল্লা রছুলের॥ দাইউছের হাতে বাচ হও দিনদার। ইমান দুরুস্ত কর কহি বারে বার॥ মুখেতে হেদাতি হৈলে দেলে মনাফেকি। আখেরে হইবে ভাই তুমি যে দোজখি॥ নামের এনছান তুমি মানুষ আকার। তোমা হতে খুব ভাল আছে জানোয়ার॥ মনিবের কাজ করে হয় হুসিয়ার। ইসারাতে থাকে তারা হুকুম বরদার॥ মনিবের তরে তারা হামেসাতে ডরে হামেসা রাখেন রাজি তাহার খাতেরে॥ হিছাব বাদেতে তারা

মাটি হয়ে জাবে। দোজখের আগুন কিছু চোখে না দেখিবে॥ আর কি লেখিব আমি তোমাদের বাবে। মাবুদ মজুদ আছে বুজিয়া সে লিবে॥

* কলির হেদাতির চাতুরির বয়ান *

ত্রিপদী শুন ওহে ভাই জান, কহি আমি বিবরণ, সেই কথা শুন সকলেতে। কোলির চরিত্র ভারি, ঘরেতে ফেরেব জারি, বুজ ভাই আপনা দেলেতে॥ পায়খানা রাখেনা, দেখ নামাজ পড়েনা, দাবি করে হেদাতি বলিয়া। দেখ বিবি যে তাহার, মরদের আকার, ঘুরে বেড়ায় মজলিস করিয়া॥ মনেতে না হয় দুখ, কেমনে দেখায় মুখ, দেখ ভাই করিয়া খিয়াল। হেদাতি হইল যারা, ডুবায় আপন ভরা, শেষে তার ঘটিবে জঞ্জাল॥ খোদাকে ভুলিয়া গেলে, সরম না করে দেলে, খালি সব ফেরেবের কাম। দাগাদারি কৈরে ফিরে, সয়তানের তরিক ধরে, শেষে তার বিধি হবে বাম॥ নছিহত করিলে তারে, মুখ ভারি করে ফিরে, দেখ সবে এই দুনিয়াতে। পড়িয়া ফেরেব জালে, না ভাবে আখের বলে, কি হইবে রোজ কেয়ামতে॥ জীব জন্তু পশু জারা, খোদাকে ডরেন তারা, ইনছানেরা নাহিক ডরিল। খোদার গজব বৈলে, হুস না করিল দেলে, একবারে তারা ভুলে গেল॥ এইত জামানা ভাই, কি আর কহিব তায়, মুছলমানি করা ভার হৈল। হায়া ও সরম ছিল, তাহারা চলিয়া গেল, কেবল মাত্র গুনাতে পড়িল॥ ত্রিপদী ছাড়িয়া ভাই, পয়ারেতে লেখে যাই, মনে বড় দুঃখু হইল। দেলেতে পাইয়া বেথা, লেখি আমি সেই কথা, শুন ভাই করিয়া খেয়াল॥

পয়ার আনকারিব জামানা বুঝি আসিয়া পুছিল। সেই জন্যে হেদাতিরা প্রেম ভক্ত হৈল॥ বাড়িতে পায়খানা নাই সরম না রাখে। বেইমানের নারিকে দেখ অন্য লোকে দেখে॥ বেড়া টাটির তরে যদি তারে কেহু কয়। তাহার উত্তর গাধা

এ জওয়াব দেয়॥ বাঁশ খড় পাওয়া যায়না কামিলা না মিলে। কেমনে হইবে টাটি ভাবি দেলে২॥ আর সে জঙ্গল আছে বাড়ির কিনারে। সে জন্যে পায়খানা নাই আমাদের ঘরে॥ আমার সে বিবি ভাল সরম সে রাখে। হামেসা থাকেন ঘরে পুরুষ না দেখে॥ এমন নাদান দেখ দুনিয়াতে হৈল। খান্নাছের গোলাম তারা কুত্তার মেছাল॥ নবি ওলি যাহাদের বিশ্বাস না কৈল। তোমার বিশ্বাস তাতে কেমনে হইল॥ মাকানেতে দার খোলা পাস্তের হাট। রাত্র দিনে গায়ে নারি কবি আর ভাট॥ হেদাতির সাতে করে পরদা আড়ে আর ওড়ে। বেজাতির সাতে কয়ে কথা হস্ত লাড়ে২ এমন বেহুরমত সেই খান্নাছের নানি। দিনের মধ্যে আঠার কালা চোক্কে ছাড়ে পানি॥ অসতির পতি তুমি ওরে নামাকুল। তোমার ইজ্জত দেখ হতেছে নির্ম্মুল॥ ভাড়ুয়া হেদাতি জত নামাজি কেমন। তার কথা লেখি হেথা শুন দিয়া মন॥ নামাজের জন্যে যদি আজান দেওয়া যায়। শুনিয়া আজানের হাঁক ঘরেতে লুকায়॥ আর কেহ ডাকে যদি নামাজ পড়িতে। কত সে ওজর করে নামাজ বাবেতে॥ নামাজ পড়েন যদি বলা ও কহাতে। আর না পড়েন নামাজ অন্য সময়েতে॥ এই মত নামাজেতে গাফেলি সে করে। হেদাতি বলিয়া দাবি লোকের হুজুরে॥ মুখেতে ফখর করে দেখ সে বেহুদা। সয়তানের বাপ সেই খান্নাছের দাদা॥ এই মত দাগা কাম করেন বেইমান। খোদার গজব বলে না ভাবে নিদান॥ যদি সে আটক করে ছরদার তাহারে। তাহার উত্তর গাধা দেয় এ প্রকারে॥ আটক করিলে তুমি নামাজ বলিয়া। আর কি করিবে ছাহেব আমার লাগিয়া॥ কত ছরদার আছে জাহান ভরিয়া। চলিব তাহার সাতে দেখ হে বসিয়া॥ এই বলে ছরদারের জওয়াব সে দিল। দিনে দিনে বেড়া টাটি খসিয়া পড়িল॥ হইল তাহার বাটি মেছুয়া বাজার। লালদের দোকান

তাতে হাসির দরবার॥ এই মত কত দিন গুজারিয়া যায়। ঐ মত দুই জন পৌছিল তথায়॥ তাহারা হেদাতি ভাল লম্বা পাছা খোলা। দাইউছের বড় ভাই খান্নাছের সালা॥ দেখিয়া তাদের তরে আটকি মুছলমান। আইস আইস বলে তারে হাত সে বাড়ান॥ লম্বা দ্বালামালকি দেখ তাহাদের দিল। হস্ত ধরে দুই জনার মাকানে আনিল॥ কি কব দুঃখের কথা জিয়াফত লেও। খাইয়া আমার হাল কিছু শুনে যাও॥ বসিবারে দিয়ে সেই মফঃস্বলে গেল। আছিল যে কুচা মুরগি তাহারে ধরিল॥ আর কিছু দুধ আনে গেরামে থাকিয়া। পোক্তা পোক্তা কেলা আনে তাহার লাগিয়া। খাওাইয়া গোস্ত ভাত আছুদা করিল। আটকের যত কথা তামাম বলিল॥ আর কত কথা কহে হস্ত যে নাড়িয়া। পাছা খোলা শুনে তারা খুসিতে ভরিয়া॥ শুনিয়া বলেন দোন হাসিয়া হাসিয়া। চুপ করে থাক তুমি না ভাব বসিয়া॥ আমার ছরদার তিনি এই মত হৈল। গোস্ত রুটি খাই আমরা কিছু না পাইল॥ বেড়া টাটি কিবা কাম সোন মুছলমান। ইমান দুরুস্তি কর বাচনের কারণ॥ আমাদের গেরামের বড় মুসল্লি জারা। জমাতে হাজের কভু না হয় তাহারা॥ এই বলে তার তরে হিম্মত তারা দিল। পাইয়া মক্করা যুক্তি ফেরবে পড়িল॥ দেখত ফরমিয়াছে নবি হাদিছ মাঝার। সেই কথা লেখি হেথা শুন বেরাদর॥ আটক করিল নবি তিন জনার তরে। জেহাদে গেলেন পিছে তাহার খাতিরে॥ সরমে পড়িল দেখ পাক নেকতন। তিনিত আটক হৈল জেহাদের কারণ॥ হাজের না হয়ে তারা নবির হুজুরে। সরমে পড়িয়া গেল রহিলেন ঘরে॥ ছালাম কালাম তার বন্দ করে দিল। তামাম মুছলমানের খবর হইল॥ এই মত তিন দিন গুজারিয়া গেল। নবিজির কাছে তারা নাহিক আইল॥ নবিজি ডাকিয়া কহে আটকির বিবিকে। খেদমত

রাখিল। দেখিয়া সে আটকিরা আপছোছে পড়িল॥ রছুল্লের কাছে কান্দে ঐ তিন জন। আটক খোলাছা নিয়ে বাচার কারণ॥ কেননা আমল তার বন্দ হয়ে যাবে। মউত বাদেতে তার জানাজা না হবে॥ এজন্যে ডরিল তারা খোদার রফিক। কোরাণ হাদিছের কথা জানিল্লেন ঠীক॥ তোমরা হেদাতি হৈলে এই যে ভবেতে। চলা ফিরা করো সবে আটকির সাতে॥ এসব দলিল তোমরা বহুতি শুনিলে। লালচে মেলছ হৈলে গুনাতে ডুবিলে॥ জিবার লালচে কত ভাল হেদাতিরা। আটকির সাতে তারা করে চলা ফিরা॥ খোদার গজব বলে নাহিক ডরিল। বেগেনার গুনা যত ঘাড়ে কোরে নিল॥ কোরাণ হাদিছে যাহা মানাহি হইল। কলির হেদাতি তাহা হালাল করিল॥ হালাল হারাম তারা কিছুনা বুজিল। মরা গরু দেখে জেছা সগুন পড়িল॥ আর কি লেখিব আমি তোমাদের কাম। মুল্লক জুড়িয়া কৈলে হেদাতি বদনাম॥ আর এক কথা শুন যত মুছলমান। সেই কথা লেখি হেতা বুজগো এখন॥ জিয়াফত করে কেহু নেকির জন্যেতে। খবর হইয়া যায় তামাম জমাতে॥ জিয়াফতে যায় কত পোসাগ গায়েতে। ইজ্জত বাড়িবে বলে আপনা দেলেতে॥ কাহার পরনে নঙ্গি সাদা যে কাপড়। মজলিসের বাটি যায় কৈরে ধরফড়॥ আহা কি পিরান গায়ে টুপি যে আরবি। লোকেতে দেখিলে বলে এ বড় মৌলবি॥ নামাজেতে লাঙ্গা হয়ে সেই মুছলমান। খারাবি করেন তারা হইয়া ইনছান॥ পোসাকেতে খোদা রাজি রছুল দেওয়ান। সেকামে আলিস্যি করে বেহিয়া নাদান॥ পোসাক ঘরেতে রাখে নামাজেতে যায়। কেমনে খোদার কাছে মুখ সে দেখায়॥ মাবুদের পিয়ারা ঘর সব হৈতে ভাল। সে ঘরেতে লাঙ্গা গেল সরম না হৈল॥ এহার যে ফল পাবে সোনরে নাদান। যখন যাইবে তুমি জুলমাতের ময়দান॥ আসিবে শুরুজ তেরা মাথার

উপর। সে ওক্তে ইয়াদ হবে লেবাছের খবর॥ খোদার যে ঘর ভাল পাক সে রতন। পাক বারি দিল বান্দাক আছানের কারণ॥ সে ঘর তোমার তরে ভাল না লাগিল। কোন খানে পাবে মুক্তি সেই কথা বল॥ হামেসা যাহার মাথা উদাম থাকিল। দেখিয়া আজাজিল পাপি বড় খুসি হৈল॥ সয়তানের রাজিতে নাচ কহি বারেবার। তবে সে হইবে ভাল পাইবে নিস্তার॥ জাহেল ছরদারের কথা এখানেতে আইল। তার জন্যে কিছু কথা লেখিতে হইল॥ ছালাম আলেক দেয় সবার লাগিয়া। মজলেসেতে বসে সেই আবেদ যাইয়া॥ আর ঘন ঘন সদা এই কথা কয়। সব গেরামের সরদার এসেছে হেথায়॥ সবাকার তরে তিনি করেন সতর। মৌলবি আসিবে বলে দিলেন খবর॥ চালাকি করিয়া করে মানুষকে খবর। বারজালা আছে খোলা করহে নজর॥ তাহার বাড়িতে দেখ ভুতের কারখানা। বিবিজে দৌড়িয়া বেড়ায় সাগের বাহানা॥ পাড়াতে ঘুরায়ে হাত সরম রাখেনা। দেওর নন্দর তরে কিছুতে মানেনা॥ সাবাস ছরদার তুমি ইমানদার ভাল। তোমা হৈতে বিবি তিনি মরতবা পাইল॥ আর কি লেখিব আমি তাহাদের হাল। এসব কামেতে খালি হইবে পয়মাল॥ নিজের ভিতরে যদি খারাবি থাকিল। তাবে দারগণ ভাল কিসে হবে বল॥ নিজেতে সামাল হও ওগো ছরদারগণ। পরেতে সামাল কর তাবেদার আপন॥ আর এক কথা লেখি শুন সমাচার। শুনিয়া ইনছাফ কর না হবে বেজার নামাজের জন্যে সদা হামেসা জে কয়। সবাকার তরে তিনি নছিহত বাতায়॥ সকলে বলেন এই মুছল্লি যে বড়। নামাজের আওাল চিনে ইমানেতে দড়॥ সবাকার তরে দেখ নামাজ পড়ায়ে। জিয়াফত খায়ে তিনি মাকানেতে যায়ে॥ মাকানে যাইয়া দেখ সব ভুলে গেল। নামাজের তরে মুছল্লি গাফেল হইল॥ এসব কামেতে বুজ করিয়া আক্কেল। ফেরবে পড়িয়া

গেল মনাফেক হৈল ॥ মনাফেকের হাল কেছা শুন মুছলমান। কোরাণ হাদিছে আছে তাহার প্রমাণ ॥ জাহান্নাম পয়দা হৈল মুনাফেকের তরে। দোজখের খোরাক হবে বুজ ছরাছরে ॥ যে জনা আহার দেয় তাহাকে ভুলিলে। দুনিয়ার ফাসে পড়ে সব হারাইলে ॥ ঝুটা দাবি কর সবে হেদাতি বলিয়া। আখেরে পয়মাল হবে যাবেরে ফাসিয়া ॥ চালাকি করিয়া ফির লোভে দুনিয়ায়। কে তোরে খালাছ দিবে হিসাবের সময় ॥ ফাকি ঝুকি কর সবে দুনিয়াতে এসে। হইবে তোমার ফাকি পস্তাইবে শেষে ॥ ছাড়হে ফেরব বাজি কহি বারেবার। প্রেম ভক্ত হইওনা তোমরা হওঃখবরদার ॥ আর কি লেখিব আমি তোমাদের সনে। মাবুদ মজুদ আছে বুজিবে সেখানে ॥

নামাজের ফজিলতের বয়ান

ত্রিপদী শুন ওহে ভাই জান, নামাজ অমুল্ল ধন, সেই কথা লেখি এখানেতে। দেখ নামাজের বলে, জান কান্দনের হালে, বেঁচে যাবে ঐ মছিবতে ॥ মউতের জুলুম ভারি, তাতে হবে দুঃখু জারি, কার হাতে কিছুনা হইবে ॥ থাকিতে পিয়ারা যত, বান্দিবে তোমার হাত, একবারে রসাতলে দিবে ॥ পুছিবে ছওয়াল তোরে, দেখ সেই অন্ধকারে, নামাজের গুণে বেচে যাবে। নামাজ যাইয়া ছারে, জওয়াব দিবেন তারে, তাতে তুমি আরামেতে রবে ॥ রোজ কেয়ামত হবে, সিঙ্গাতে আওয়াজ দিবে, আপতাব ছেরের উপরে। গুরূজের বার মুখ, সে সময়েতে বড় দুখ, বেঁচে যাবে নামাজের জোরে ॥ নামাজ আছান দিবে, রহমির ছায়া পাবে, তাতে রবে খুসিতে ভরিয়া। পিপাসা হইবে যবে, কছরের পানি পাবে, দিবে তোরে খুসিতে আসিয়া ॥ আদালত করিবে বারি, সে সোমে জুলুম ভারি, নামাজের গুন তাতে পাবে। মিজানে ওজন হবে, নামাজ ছামনে রবে, এছা নিয়ামত দেখ সবে ॥ পির পয়গাম্বর যত নফছি নফছি করে কত, ভয়েতে হইবে তারা সারা ॥

আর করব

আর কবে এই বাত, সোন আল্লা পাকজাত, পানা দেহ আপে পরওয়ার ॥ এমন তুফান হৈল, মস্কিল পছিয়া গেল, খোদাতালা বাচাও আমারে। দোয়া না করিলে বারি, কেমনে বাচিতে পারি, রহম কর আমার খাতিরে ॥ দেখিয়া জুলুম ভারি করিবেন রোণা জারি, তারা সবে হইবে হয়রাণ। নামাজ এমন ধন, বাচিবে মুছল্লিগণ, খুসি হবে রছুল দেওয়ান ॥ হিসাব বাদেতে সবে, পুলছারাত ঘাটে যাবে, অন্ধকার রাত বড় হবে। নামাজ রসন হয়, দেখিবে যে সে সময়, তাতে তুমি আরামে পহুঁছিবে ॥ বিজলি আকার মত, নামাজের বলে কত, পারে যাবে খুসিতে ভরিয়া। ছামনে জান্নাত ঘর, আগু বাড়াইবে হুর, আছে ধরা নামাজি লাগিয়া ॥ এছা এছা মছিবতে, পাবে সবে ফতে তাতে, কর আদা ওয়াক্তের উপর। দিল জান দিয়ে তারে, ইয়াদ রাখিবে ছারে, তবে সুখ বেহেস্ত ভিতর ॥ সোন ওহে বন্ধুগণ, নামাজ সমস্ত ধন, সে চিজেতে খুব মন রাখ। কোরাণ হাদিছে আছে, বুজগো দেলের বিচে, বিপদে কাণ্ডারি হবে দেখ ॥ নামাজ এমন চিজ, বুজে দেখ ও আজিজ, তমিজ করিয়া খুব দিলে। নামাজ বেথার বেথি, নামাজ গুণের সাথি, বাচাইবে মস্কিলের কালে ॥ শুনগ আল্লার বান্দা, নামাজেতে লেও ফায়েদা, আখেরেতে পাইবে আছান। খোদাতালা রাজি হবে, নবির সাফায়াত পাবে, দিবে তোরে জান্নাত মাকান ॥ সব হৈতে ভাল কাম, বুজ যত নেক নাম, যাতে জান আরাম পাইবে। নামাজ বন্দেগি ভাল, কবরেতে হবে আলো, তাতে বারি রহম করিবে ॥ ভাই বন্ধু দেখ যারা, তফাত থাকিবে তারা, একা তুমি কবরেতে রবে। তাহারা উপরে সবে, একবারে ভুলে যাবে, কেহুনা খবর তেরা লিবে ॥ যে জন নিদান সাতে, তারে কর সঙ্গি সাতি, লেও নামাজ করিয়া ছামান। ভাল নিওতের সাতে, আদা কর বিধি মতে, হবে খুসি রহিম রহমান ॥ ত্রিপদী ছাড়িয়া ভাই, পয়ারেতে লেখে যাই,

কর আমল ইমান আনিয়া। নামাজ জামাত সাতে, পড় সবে একিনেতে, তবে সবে যাবেন বাচিয়া ॥

* পয়ার * কোরাণেতে ফরমিয়াছে আপনি রহমান। সেই কথা লেখি হেতা শুন দিয়ে মন ॥ ওয়াকিমছ ছালাত আর ওয়াতুজ্ জাকাত। কোরাণ বিচেতে খোদা কহে এই বাত ॥ এহার যে মানে ভাই একিন জানিবে। নামাজ পড়িবে আর জাকাত সে দিবে ॥ হর হর জাগা বিচে এ আয়াত আছে। খোলাছা করিয়া বারি একথা ফরমেছে ॥ পড়হে নামাজ পড় ওহে ভাই জান। কামাই করিয়া লেও আখেরি ছামান ॥ নেক আমলের বোঝা নেও ভাই সবে। হামেসা দিলের বিচে ইয়াদ রাখিবে ॥ আর যে নামাজি হও ইমানের সাতে। ডর ও ছবর কর নামাজ ওক্তেতে ॥ দুনিয়ার বাত চিত নাহিক করিবে। খোদার গজব বলে সে সোমে কান্দিবে ॥ সকলে মিলিয়া কান্দ খোদার ঘরেতে। নামাজ আদায় কর জামাতের সাতে ॥ যাহারা হাসিল দেখ নেকির কামেতে। শেষেতে কান্দিতে হবে আজাবের হাতে ॥ আছমানে জমিনে যত ইবাদত আছে। নামাজ পিয়ারা চিজ মাবুদের কাছে ॥ তামাম হইতে ভাল নামাজ রতন। মছজিদ ঘরেতে যাও নামাজ কারণ ॥ করহে আমল কর নামাজ উপরে। গুনা হৈতে বেচে যাও মাবুদ হুজুরে ॥ নামাজেতে বড় খুসি আপে পরওয়ার। নামাজেতে হয় খুসি রছুল ছরদার ॥ খোদার ফেরেস্তা আছে আছমানেতে ভরা। নামাজি বান্দার পরে খুসি হয় তারা ॥ আছমান জমিন তাকে নামাজি যে কয়। গাছ পালা পশু পক্ষী বড় খুসি হয় ॥ আর সে কবরে তার হইবে আছান। আরামে যাবেন ঘুমে হুর নেগাবান ॥ আল্লাতালা যার পরে রাজি সে হইল। তার মত ভাগ্যবান কেবা আছে বল ॥ কোরাণ হাদিছ মত সেইতো উজ্জ্বালা। কোন খানে নাই তার মছিবত বালা ॥ বারি যার সখা হয় তার মত কেবা। মনকির নকির তারে বলে মারহাবা ॥

যার নামাজেতে খুসী মহাম্মদ রছুল। তার ইবাদত সব হইবে কবুল॥ পড় হে নামাজ পড় আকিদার সাতে। সাফায়েত করিবে নবি রোজ কেয়ামতে॥ খোদার ফেরেস্তা খুসি যাহার উপরে। তার মত নছিব কার হবে এসংসারে॥ করহে ছালাত আদা করিয়া একিন। নামাজেতে হও সবে কামেল মমিন॥ গাছ পালা যার তরে নামাজি বলিল। জীব পাখি দেখ যার তারিফ করিল॥ যাহার তারিফ করে অবলা জনোয়ার। বেসক পাইবে সেই বেহেস্ত গোলজার॥ পড়হে নামাজ পড় কর হে আমল। জান্নাত দখল কর নামাজে সম্বল॥ নামাজ আদায় কর উক্ত যে চিনিয়া। তোমাকে চিনিবে খোদা খুসিতে ভরিয়া॥ যে জন মছজিদে যাবে ঘোর আন্ধারিতে। নুরের রৌসন পাবে কহে হাদিছেতে॥ যাওহে মছজিদে যাও ঝাড়ি তুফানেতে। গুনার জন্যেতে কান্দ খোদার দরগাতে॥ হামেসা ইয়াদ কর নামাজের তরে। ইন্তিজার থাক সবে নামাজ খাতিরে॥ হায়ে আলাছ ছালাত যবে শুনিবে কানেতে। দুনিয়ার কাম ছাড় নামাজের জন্যেতে॥ সে কামে তোমার ভাল ওহে ভাই জান। রুজিতে বরকত নেও দিবে ছবহান॥ আর যে বে নামাজি হবে এই দুনিয়াতে। হারাম তাহার মাল্য কহে হাদিছেতে॥ কেননা খোদায়তালা নারাজ হইল। তামাম আমল তার বদ হয়ে গেল॥ শুওর কুকুর হৈতে হইল সে বদ। বহুতি করিল গুনা নাহি তার হদ॥ শুওর কুকুর তারা দোজখে যাবে না। মাটি হয়ে যাবে সবে হিছাব হবে না॥ শুওর কুকুর যারা অবলা জানওয়ার। বেনামাজির মুখে করে লানত হাজার। বেনামাজির নাম শুনে মনে পায় দুখ॥ সকালে না দেখে তারা বেনামাজির মুখ॥ কুত্তা খিঞ্জির যার পানে নাহি চায়। তার মত কেবা বদ বুঝহে সবায়॥ কুত্তা খিঞ্জির তারা যাহা কিছু খায়। খাইয়া শোকর করে আল্লার দরগায়॥ ঝুটা কাটা খায়ে কত

ভাল মন্দ চিজ। খাইয়া শোকর করে করিয়া তমিজ॥ খোদার গজব বলে তাহারা ডরিল। হামেসা মনিব বলে ইয়াদ করিল॥ কেমন ইনছান তোমরা তুনিয়াতে হৈলে। খোদার নেয়ামত যত সব ভুলে গেলে॥ শুওর কুত্তা যদি বাদে কাপড়েতে। নাপাক বলিয়া জান আপনা দেলেতে॥ বিচার করিয়া দেখ আপনার দিলে। শুওর কুকুর হৈতে তফাত হইলে॥ কেননা এহারা কেহ দোজখে না যাবে। মাটির সংগেতে সব মাটিতে মিসিবে॥ জিন ও ইনছানের তরে হিসাব হইবে। খোদাতালা এ তুয়ের আজাব করিবে॥ আর কি লেখিব আমি নামাজ বাবেতে। আলেম ফাজেল কত কহে হাদিছেতে॥ আওরতের বাবে সবে হওগো সতর। নামাজের জন্যে তারে করগো খবর॥ নামাজ না পড়ে তারা আপনার ঘরে। বেনা-মাজি হৈল সেই আজাবে না ডরে॥ বেটা বেটি তাহাদের বেনামাজি হৈল। মুখেতে হেদাতি বলে দাবি সে করিল॥ সেই বেনামাজির সাতে যে জন চলিবে। আপনা ইমান ধন পয়মাল করিবে॥ যত ইবাদত তার গারত হইল। বেনামা-জির সংগে যেই বসত করিল॥ বুঝিয়া শুঝিয়া কর আপনা কামাই। শেষেতে পস্তালে কিছু ফল বাবা নাই॥ হায়াত থাকিতে সবে করগো বন্দেগি। কোন ঘড়ি ছেড়ে যাবে তোমার জিন্দাগি॥ তুনিয়া দোরিয়া যেই হয়ে যাবে পার। হরবালা হৈতে সেই পাইবে নিস্তার॥ নিশ্বাসে বিশ্বাস কভু নাহিক করিবে। জরা তরি কোন ঘড়ি তলাইয়া যাবে॥ এই যে মক্করা নদী বড়ই তোফান। মাল্লা মাজি লেও সবে বাচাও ইমান॥ মখতেছার লেখে দিল রহমত নাদান। খোদার ঘরেতে কান্দ বাচার কারণ॥

* জুম্মার নামাজের ছোয়াবের বয়ান। *

* পয়ার * জুম্মার নামাজের কথা শুন মুছলমান। কোরাণ হাদিছ মত করি যে বয়ান॥ তুনিয়া পয়েদা হৈল জুম্মার

দিনেতে। পয়দা করিল বারি আপনা কুদরতে॥ তার পরে পয়দা করে আদমের তরে। জুমার দিনেতে বারি আপে পরওারে॥ কত পয়েগাম্বর হৈল এই ছুনিয়াতে। জুমার দিনেতে পয়দা শুন সকলেতে॥ বুজরগির দিন এই বড় চমৎকার। সকলের উপরে হৈল জুমা যে ছরদার॥ যত ইবাদত আছে এই যে সংসারে। তাহারা করেন আসা জুমার খাতিরে॥ কেননা জুমার সাতে ইবাদত সবার। কবুল করিবে বারি আপে পরওয়ার॥ জুমার নামাজে হবে কবুল তামাম। এ জন্যে আরম্ভ করে শুন নেক নাম॥ ছাড়২ কাম ছাড় সেই যে দিনেতে। দোড়২ সব দোড় জুমার ঘরেতে॥ গুনা বলে মাফ চাহ খোদার দরগাতে। কেয়ামত নজদিগ এল বুজগো দেলেতে॥ কেননা কেয়ামত হবে জুমার দিনেতে। গাছ পালা যত তারা ডরে সে জন্যেতে॥ জিব যন্তু যত আছে এই যে সংসারে। কেয়ামতের ডর করে সব জানওারে॥ সকলে ছেজদাতে পড়ে করিয়া একিন। আজি বুঝি হবে সেই কেয়ামতের দিন॥ একথা বলিয়া তারা যে হয়ে হয়রান। গারত হইবে বুঝি জমিন আছমান॥ আর সেই দিন যবে গুজারিয়া যায়। সকলে উঠান ছের আর এই কয়॥ হপ্তা দিনের বিচে বাচিয়া যে গেনু। খোদার নামের পরে শুকুর করিনু॥ যত দিন ক্যায়ামত নাহিক হইবে। সেই কাল তক তারা ডরিতে থাকিবে॥ কেননা জুমার দিনে কেয়ামত হবে। আছমান জমিন যত আওয়াজে উড়িবে॥ পাহাড় পর্বত আদি কিছু না থাকিবে। সিঙ্গার আওয়াজে সব পয়মাল হইবে॥ আদালত করিবে বারি জুমার দিনেতে। সকলে করিবে ডর ঐ সময়েতে॥ এই জন্যে গাছ পালা আর জনওয়ার। সকলে ছেজদাতে পড়ে ডরেতে খোদার॥ ইনছান এমন জাত ছুনিয়াতে হৈল। কেয়ামতের গজব বলে নাহিক ডরিল॥ জুমার দিনেতে কাম মকরু হইল। ছহি

দলিলেতে তার প্রমাণ যে দিল। জুমার নামাজ দেখে আখেরি যে হয়। দুনিয়ার গোলাম যারা না পৌছে জুমায় ॥ আগেতে জুমাতে গেলে কত নেকি পায়। সে কাম তরক করে সয়-তানের দাগায় ॥ ফরমিয়াছে রছুলল্লা জবানে আপন। সেই কথা লেখি হেথা শুন দিয়ে মন ॥ জুম্মার ঘরেতে যে যন আগেতে পৌছিবে। এক উট কুরবানির ছওয়াব পাইবে ॥ দ্বীতিয়তে গেল যেই জুম্মার ঘরেতে। এক গাই কুরবানির ছোওয়াব তাহাতে ॥ তার পরে গেল যেই নামাজ খাতিরে ছোওয়াব পাইল এক খাসি বরাবরে ॥ চৌউথা পৌছিল যেই নামাজ কারণ। এক মরুগের নেকি করিল সে জন ॥ পাচয়াতে গেল জেই জুম্মার ঘরেতে। আণ্ডা বরাবর নেকি করিল তাহাতে ॥ খোতবা পড়িতে ইমাম মিম্বরে উঠীল। দেখিয়া ফেরেস্তা তখন দফতর বান্দিল ॥ খূতবা শুনেন তিনি আল্লার কালাম। শুনিয়া শুকুর করে মাবুদের নাম ॥ তার পরে আইল যদি নামাজ পড়িতে। কি কামে আসিবে নামাজ বুজহে দেলেতে ॥ এমন নেকির কথা শুনিয়া কানেতে। আমল না করে যারা ধিক তার জাতে ॥ সকল নেকির জড় জুম্মা যে ছরদার। আল্লাতালা বড় খুসি জুম্মার উপর ॥ জানিয়া শুনিয়া যেবা গাফেলি করিবে। দোজখের আজাব কেছা জানিতে পারিবে ॥ হায়াত থাকিতে বাকি ওহে মছলমান। জুম্মার জন্যেতে সবে দেও দেল জান ॥ খোদার ছুরত যদি দেখিবার চাও। জুম্মার ঘরেতে সবে খেল্যাত জানাও ॥ আশা কর ভাই সবে ঘর জান্নাতের। এই ঘরে খরিদ্দ কর ঘর মাবুদের ॥ আর কি লেখিব আমি জুম্মার কারণ। বুঝিতে পারিবে সবে ছামনে মরণ ॥ মউত সরণ কর হায়াত থোড়াই। কোন ঘড়ি যাবে ছাড়ি বুজিবে সেথাই ॥ খোদার কছম লাগে উপরে সবার। জুম্মার উপরে রাখ ইমানের বার ॥

* চার-পদে-মিল। * ঐ ঘরে কান্দ সবে করিয়া একিন।

গুনা হৈতে মাফ চাহ জতেক মমিন। খোদার ঘরেতে কান্দ হইয়া আকুল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ নামাজের উক্ত চিন শুন ভাই জান। মউতের হাতে সবে পাইবে আছান। হামেসা নামাজে তুমি খুব মন রাখো। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ ওজু ও গোছল কর পোসাগ লেও সাতে। আতর গুলাপ মল আপনা গায়েতে। সেকামে তোমার ভাল শুন ভাই জান। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ খোদার ঘরেতে বৈস গুনার ডরেতে। দুনিয়ার কথা কিছু না আন মুখেতে। ছামনে নজর কর রাখগো সরন। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ আর সে একিন জান আপনার মনে। মাবুদ আছেন তিনি আমার ছামনে॥ এই কথা ঠেক জান করগো রদন। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ তোমার দিলের কথা তার কাছে বল। তিনি যদি রাজি হয় সব হৈতে ভাল। তবে সে তোমার খুসি শুন ভাই জান। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ তিনি যদি সখা হয় শুনগো মমিন। কবর আজাব হৈতে পাইবে আছান। সেই ঘরে অন্দকার কি বলিব বল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ খোদা যাতে রাজি হয় সেই কাম কর। রহমের রব বলে তারে সবে ধর। দয়াবান তিনি দেখ আরসেতে আলো। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ ঘোর আন্ধকার বলে ভয় না করিবে। মাবুদ আছেন লাগা একিন জানিবে। তার হাতে জান সপ কহিনু এখন। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ নামাজেতে খুসি হবে আপে পরওয়ার। আর সে হইবে খুসি রছুল ছরদার। সে কামেতে এ জগতে সব হৈতে ভাল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ খোদার ঘরেতে কান্দ ভাবিয়া নিদান। সুরুজের তেজ হবে আগের তুফান। নামাজেতে বাচে যাবে ঐ যে মস্কিল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ জমিন বলক মারে তাব্বার আকার। মাথার মগজ গলে হবে ছারখার। সে সময় কাহার তরে না রবে করার। নামাজ পড়িতে সবে চল॥

খোদার ফজলে কত মছল্লির গণ। আরামেতে রবে তারা নামাজ কারণ। এমন নিয়ামত চিজ অমুল্ল রতন। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ খোদার পিয়ারা চিজ নামাজ এখন। কত২ মছিবতে পাইবে আছান। মাবুদের কাছে তোমরা হওগো মকবুল। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ পঞ্চাস হাজার বচ্ছর ঐ হালে যাবে। আপনা আমলনামা হাতে হাতে পাবে ॥ নামাজেতে লেও সবে ডান হাতে আমল। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ আল্লার পিয়ারা যারা হবে নামাজেতে। খুসিতে আমল তারা পাবে ডান হাতে। না হবে তাদের বাবে কোনই মস্কিল। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ আল্লাতালা পাক বারি রহিম রহমান। হিছাব করিবে যবে বান্দার কারণ। নামাজে বকশিস পাবে জান্নাত আদন। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ আহাকি নছিব দেখ মুছল্লি সবার। নামাজেতে খুসি হবে জলিল জব্বার ॥ মাবুদ যাহাতে খুসি পরকালে আলো। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ হিছাব বাদেতে সবার হুকুম হইবে। পারের জন্যেতে সবে পুলছারাতে যাবে। সেরেস্তাতে দেখ সবে বড়ই মস্কিল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ নামাজ এমন চিজ বুজ গো ইনছান। অন্ধকারে দিবে পারে বিজলি মতন। সে ধন সঙ্গেতে লেও নামাজ সম্বল। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ পড় হে নামাজ পড় যত মুসলমান। নামাজে খরিদ কর বেহেস্তি ছামান। সে কামে তোমার ভাল পরকালে আলো॥ নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ জান্নাত এমন চিজ সোন নেকনাম। দুনিয়া বেচিলে যার না হইবে দাম ॥ নামাজে খরিদ কর সেই যে সম্বল। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ পড়হে নামাজ পড় ইমানের সাতে। দোড়২ সবে দোড় মছজিদ ঘরেতে। দিলের ইরাদা যত তারে খুলে বল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ নামাজেতে হও খাড়া করিয়া একিন। জনম সফল হবে ওহো গো মোমিন। নামাজে বাচিয়া যাবে

আখেরি

আখেরি জঞ্জাল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ থাকিতে নিশ্বাস ভাই করগো বিশ্বাস। কোন ঘড়ি মউত আসি লাগাইবে ফাস। খালি হাতে জেতে হবে কবর মঞ্জিল। নমাজ পড়িতে সবে চল॥ সে সমে তোমার সাথি কেহ না হইবে। আজাব গজব তোমার আসিয়া পৌঁছিবে। নামাজ উকিল হবে বিপদ ছওয়ালো। নমাজ পড়িতে সবে চল॥ পড়হে নমাজ পড় অতি যতনেতে। রুকু ছেজদা কর সবে আদবের সাতে। ধিরে ২ ছের তোল সোন ভাই সকল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ তাড়া তাড়ি নাহি কর সোন ওরে ভাই। সে কামে নামাজ নষ্ট জানিবে সবাই॥ সে নামাজ খোদার কাছে না হবে কোবুল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ তাড়াতাড়ি করে যেবা নামাজ পড়িবে। খোদার কাছেতে নামাজ কবুল না হবে॥ বেনামাজি হৈল সেই শোন সে নকল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ নামাজ তাদের কেমন মেছাল এছাই। কবুতর ধান্য খায় জানিবে তেছাই॥ সেই মত নামাজ তাদের শোন সে নকল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ ঐ নামাজেতে কার ফল না হইবে। বে নামাজি হয়ে সেই দোজখে জলিবে॥ খালি তাহাদের মাথা ঠুকা সার হৈল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ নামাজের তরিক শিখ ওস্তাদের কাছে। পাক ছাফ যাও সবে মছজিদের বিচে॥ কাতার বান্ধিয়া খাড়া হও ভাই সকল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ পুসিদাতে ছানা পড় করিয়া একিন। আলহামদ পড়িবে সবে আওল কোরান॥ ছোবহানারাব্বিয়াল আজিম রোকুতে আমল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ দেরিতে করিবে ছেজদা শোন ভাই সকলে। ছোবহানারাব্বিয়াল আলা বল দেলে ২। ছেজদাতে মাবুদ রাজি রব্বেকুল জলিল। নামাজ পড়িতে সবে চল॥ ফাতেহার সাতে পড় ছুরা এখলাছ। আর বাজে ছুরা পড় করিয়া যে খাছ॥ আল্লার জবান কোরান সব হৈতে ভাল। নামাজ পড়িতে সবে

চল ॥ আত্তাহিয়াত পড় সবে করিয়া একিন। দরূদ মিলাও তাতে সোন হে মমিন ॥ নামাজেতে হও সবে আল্লার মকবুল। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ নামাজ আদায় কর আদবের সাতে। ছালাম ফিরাবে সবে ডাইন আর বামেতে ॥ নামাজ বাদেতে দোওা পড়িবে সকল। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ নামাজেতে নেকি কত শোন ভাই জান। আছমান জমিনে জার নাহয় সমান॥ আল্লার জবান কোরাণ প্রশংসা করিল। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥ রহমত আরজ করে খোদার দরগাতে। নামাজে বাচাও তুমি আজাবের হাতে ॥ আমার নামাজ বারি করগো কবুল। নামাজ পড়িতে সবে চল ॥

বয়েতুল মাল কি প্রকার করে ছরদার
বাটে তাহার বয়ান।

* ত্রিপদী * শুন ওগো বেরাদর, দেখি আমি অবিচার, সেই কথা লেখি এখানেতে। মনেতে সে দুঃখ ভারি, সেই জন্য করি জারি, বুঝ ভাই আপনা দেলেতে॥ কলিতে ছরদার জারা, লালচে পড়িল তারা, কোরাণ হাদিছ ভুলে গেল। পাইয়া বায়েতুল মাল, সুখেতে কাটায় কাল, মিস্কিনেরে তারা ফাকি দিল ॥ ফেতেরা সময় হৈলে, সবাকে ডাকিয়া বলে, কোরাণ হাদিছ মত চল। আমার যে কথা ধর, ফেতেরা হাজের কর, তবে হবে সবাকার ভাল ॥ খুব তাড়াতাড়ি করে, ফেতেরা আদায় করে, লয়ে যায় আপনার ঘরে। পাইয়া ফেতেরা পুজি, বাক্সতে লাগায় কুজি, খুসি হৈল আপনা অন্তরে॥ আপনা পিরের তরে, রাখিলেন হিস্যা করে, লেয় তারা আপনার ভাগ। মিস্কিন আইলে দারে, কত সে ওজর করে, মনে ২ তারা করে রাগ ॥ আর কহে এইবাত, কপালেতে দিয়ে হাত, যত কিছু সব ফুরে গেল। মুছাফির আইলে ঘরে, কি দিব তাহার তরে, মনে বড় দুঃখ যে হইল॥ শোন মোছাফের ভাই, পয়সা কিছু হাতে নাই, কি দিয়ে রোকছদ করি বল। গাঁয়ের মুছলমান

জারা, হুকুম না মানে তারা, ছাদকা ফেতরা নাহি দিল॥ না করিব ছরদারি, এবার বাঁচিতে পারি, এই বলে নিশ্বাস ছাড়িল। মোছাফির ভাইজান, খালি হৈনু অপমান, মনে বড় আপছোছ হইল॥ তুমি না করিবে জিদ, ছামনেতে আছে ঈদ, কিছু বেসি দিব যে তোমারে। এই বলে মোছাফিরে, ফাকি দেয় সবাকারে, এছা দাগা হৈল যে সংশারে॥ আর আমি কব কত, মোছাফির আইসে জত, পেয়ে দুঃখু ফেরত হইল। আখেরেতে ঐ বাতে, আদালত হইবে তাতে, সেই ডর নাহিক করিল॥ এইমত জুওা-চুরি, সদা করে দাগাদারি, দেখ ভাই এই জামানাতে। সোগুন হাড়গিলা জারা, প্রধান হইল তারা, মোছাফির পড়িল ফাকিতে॥ নাহি দেখে আগে পিছে, ভাল মন্দ নাহি বাছে, খায় তারা লাল-চের খাতিরে। হকদার জত ছিল, কিছমত টুটিয়া গেল, দেখ সবে এনছাপের পরে॥ কলিতে যে পির জারা, বিচার না করে তারা, দেখ তারা ঐমত হৈল। নিজের যে ভাগ পেয়ে, মনে বড় খুসি হয়ে, ছরদারেরে সাবাসি সে দিল॥ পাইয়া সাবাসি ভাল, মনে বড় খুসি হৈল, দেখ সবে করিয়া নজর। সোগুন শৃগাল জেছা, মিলে গেল দেখে তেছা, পিছে পানে না রাখে খবর॥ বেসরা আলেম জত, জমিদার হৈল কত, জাহেলেরে ছরদারি দিল। পাইয়া ছরদারি মান্য, কাহাকে না করে গন্য, এছা তারা হাকিম হইল॥ কানা খোড়া জত ছিল, তাহারা দুঃখেতে পৈল, পাগড়ি আলার মান্য যে হইল। বাপ আগে কত আসে, গজল ঝাড়েন বৈসে, তাতে ছাহেব ভুলিয়া যে গেল॥ মিষ্টি ২ কহে বাত, স্বনিয়া জাহেল জাত, তারা সবে খুসিতে ভরিল। আমি বড় গুণধাম, দেস বিদেসে হৈল নাম, আমার মত কেবা আছে বল॥ মোলবী ছাহেব জারা, তারিফ করেন তারা, আমি খুব নামজারি ভাল। আমার মত কেবা হবে, এই কথা দেলে ভাবে, বেসরাকে সন্তোস করিল॥ টাকা পয়সা দিয়ে তারে, দুই হাত পেড়ে ধরে, আর তার গলাজে ধরিল। মাফ কর ছাহেবান,

আমি বড় দিনহিন, খাওা পিয়া কিছু নাহি হৈল॥ মৌলবী বলেন ভাই, খাওা পিয়া কাজ নাই, নয়নে তোমাকে যে দেখিনু। আচ্ছা আচ্ছা ইমান দার, বাছা ২ নেককার, থাক তুমি মনের মতন॥ কার হক কারে দিলে, গুনাতে পড়িয়া গেলে, খালি হৈল ইমান পয়মাল। এ সবকামেতে সবে, আখেরে জলিয়া জাবে, সেসে তার হইবে মুস্কিল॥ হামছায়া মিস্কিন জারা, দুখেতে আছেন তারা, তার দিগে ফিরে না চাহিল। বিদেসি আলেম জারা, গাঁঠরিতে সিগরেট ভরা, তাহাদের খাতির করিল॥ বাড়ায়ে আপন নাম, নাহি ভাবে পরিনাম, দেখ সবে এই জামানাতে। খোদা ও রছুল বলে, ডর না করিল দেলে, পড়ে গেল লালচের হাতে॥ আর কত জাহেলেরা, চতুরি করেন তারা, ফাকি দেয় মিস্কিনের তরে। মিস্কিন আইলে দারে, ঝুট কথা কয় তারে, নাহি আছে ছরদার ঘরে॥ আমার ছরদার জিনি, বাড়িতে না আছে তিনি, গেল তিনি দোছরা জাগায়। বাড়িতে না বলে গেল, কোন খানে যেয়ে রৈল, তার কোন সন্ধান না হয়॥ খাওা পিওা হৈল সারা, কিছু নাই এক জারা, কিবা দিব তোমার খাতিরে। আমার যে কথা রাখ, সময়েতে রাস্তাদেখ, নাহি জাগা হবে এই ঘরে॥ এই মত ফেরেব করে, গরীব মিস্কিনের তরে, নাহি দেয় দেখ তারা জাগা। মোছাফির ঘুরে ফিরে, কিছু না রহম করে, দেখ তারে দেয় কেয়ছা দাগা॥ এয়ছা তার জান সক্ত, ধড়ি খোলা বম বক্ত, বে রহম তার দেল হৈল। খোদা জারে রাজি থাকে, তার দিগে নাহি দেখে, এমন বখিল বদ আমল॥ আর সে বায়তুল মাল, মিস্কিনের হৈল হালাল, সে মালেতে লালচ করিল। মিস্কিনেরে খোড়া দিল, ঘরেতে বসিয়া খাইল, তাতে তারা গুনাগার হৈল॥ কিয়ামতে ঐ লোক জানেতে পাইবে দুখ, নাহি দেখি তাহাদের ভাল। খোদার হুকুম জাহা, ভুলে গেল এবে তাহা, সেই জন্যে আজাবে পড়িল॥ মিস্কিনের হক জত, সাপ বিচ্ছুহবে কত, খেঁচিবে গায়ের গোস্ত

তারা। এমন কুওতে এসে, তাহাকে জড়িবে কসে, কবরে দিবে সব জারা ২ ॥ জার হক তারে দেও, গুনা হৈতে বেচে যাও, মাফ চাও খোদার দরগাতে। বখিলি না কর সবে, আগুনে বাঁচিয়া জাবে, বাঁচ সবে আজাবের হাতে ॥ মনে করিয়াছ তুমি, চিরদিন রব আমি, এই তোমার মনের বিশ্বাস। কোরাণ হাদিস সুনে, না লাগে তোমার মনে, সেই জন্য কর উপহাস ॥ হাঁসিলে কান্দিতে হবে, একিন জানিবে সবে, আছে লেখা হাদিস বিচেতে। এইকথা ঠিক জেনে, চেয়ে দেখ পিছু পানে, কোন ঘড়ি পড়িবে দুঃখেতে ॥ কোরাণ হাদিছ মান, একিন করিয়া জ্ঞান, তবে হবে আখেরেতে ভাল। গুনা হৈতে বেচে জাও, মিছকিনের হক দাও, সে কামেতে খোদারাজি হৈল ॥ লালচ ছাড়িয়া দেও, নেক পথে খাড়া হও, তবে বারি রহম করিবে। ভাব সব পরকাল, সুখেতে কাটাবে কাল, তবে তুমি খুসিতে রহিবে ॥ সুনিয়া না কর রাগ, লও জেন্নাতের ভাগ, কহি আমি দোহাই আল্লার। লোভেতে না হও লোভি, আখেরেতে হবে খুবি, তবে সবে পাইবে নিস্তার ॥

* পয়ার * সুন এবে ভাই সবে মিছকিনের হাল। সেই কথা লিখি হেতা কর গো খিয়াল ॥ আল্লাতালা পাক বারি রহিম রহমান। মিছকিন লোকের পরে বড় দয়া বান ॥ হামেসা রাখেন নেখা মিছকিন লোকের। কোরাণে খবর আছে তাদের জেকের ॥ আর সে বায়তুল মাল হলাল হইল। কোরাণ বিচেতে খোদা একথা ফরমিল। জাকাত ওসর দেয় আরসে খয়রাৎ। মিছকিনের হক এছা জানিবে নেহাত ॥ ছাদকা ফেতরা দেখ কোরবানির মাল। মিছকিনের জন্যে খোদা করিল হালাল ॥ আর সে ছরদার হৈল কওম উপরে। পিয়ার করিবে তারা মিছকিন লোকেরে ॥ তার হাতে ঐমাল মজুদ হইবে। মিছকিনের তরে তিনি হাতে তুলে দিবে ॥ করিম রহিম তিনি আপে পরওয়ার। একথা কহেন বারি সুন সে খবর ॥ জত

নেক বক্তু আছে এই দুনিয়াতে। সব হৈতে পিয়ার কর মিস্কিনের তরেতে॥ আল্লার জবান এছা একিন জানিবে। কোরান তাহার ছহি আমলে আনিবে॥ তপছির কাবিরে আর তপছির বয়জাবিতে। মিস্কিনের হক লেখে দেখ হে তাহাতে॥ আর যত হাদিছ আছে শুন ভাই জান। তাহাতে আছেন লেখা মিস্কিনের প্রমান॥ কোরান হাদিস মান হও খবরদার। মিছকিন দেখিয়া তোমরা না হবে বেজার॥ মিছকিন হইতে কর মান্য সে হাছেল। রুজিতে বরকত লও হওহে কামেল॥ নাম জারি কর সবে এই দুনিয়াতে। দাতা হয়ে জাও সবে আল্লার দরগাতে॥ নরম জবান কহ মিছকিনের সাতে। আজাবে বাঁচিয়া জাবে কবর জাগাতে॥ আর যে খাতির কর মিছকিনের তরে। পাইবে খাতের সবে রোজ মহাশ্বরে॥ আর সে খেলাও খানা আছুদা করিয়া। বেহেস্তে খাইবে খানা খুসিতে ভরিয়া॥ আর দোওা লও সবে মিছকিন হইতে। সাফায়েত করিবে রছুল রোজ কেয়ামতে॥ তাহাতে বাচিয়া জাবে কতই আফত। বেহেস্তে দেখিতে পাবে আল্লার ছুরত॥ এই সব দলিল তোমরা বহুতি শুনিলে। কি জন্যে মিছকিন দেখে দয়া না করি-লে॥ কি গুণা করিল তারা তোমার নজদিগে। খাতির নাকর তুমি কেন তাহাদিগে॥ মোছাফির আসে যদি ঘরেতে তোমার। ভুকা ফাকা থাকে তারা নারাখ খবর॥ সুমতি আছিল তোমার কুমতি ধরিল। ইমান আমান সব গারত হইল॥ খোদাতালা জার তরে রাজি যে হইল। তাহারা তোমার কাছে কিগুনা করিল॥ তুমি হলে তালেবর তারাত মিছকিন। দেখিয়া তোমার দেলে লাগে বড় ক্ষিণ॥ ভুকা ফাকা থাকে মিছকিন মসজিদের দ্বারে। নানা চিজ খাও সবে আপনার ঘরে॥ কহিয়াছে সেক ছাদি বখিলের বাবেতে। চার মত বাখল হবে এই দুনিয়াতে পহেলা বখিল হবে মালেতে তাহার। গুনাতে খারাব হবে সেই গুনাগার॥ দোছরা দানেতে আর বাখলি করিবে। মোছা-

ফির লোকের তরে খানা নাহি দিবে॥ তাহাতে রুজির বরকত কম হয়ে জাবে। ক্রমে ২ ঐলোক গুনাতে পড়িবে॥ তেছরা বখিল হবে জবানে তাহার। সেখ ছাদি কহিয়াছে কেতাব মাঝার॥ তাহাতে জবান তার কড়া হয়ে জাবে। জত নেকি করিবে তাহা বাদ হয়ে যাবে॥ চৌথা নামাজের বাবে বখিলি করিবে। তাহাতে ইমান ধন পয়মাল করিবে॥ আর না হইবে ভাল রোজ কিয়ামতে। মস্কিলে পড়িবে সেই আজাবের হাতে॥ ইমানে বেইমান হৈল সেই বদকার। দোজখে জলিবে তারা হয়ে ছারখার॥ খোদার পিয়ারা জারা মোছাফিরগণ। কিজন্যে এন কার কর বল যে এখন॥ এক হাতে দেয় জদি তোমাদিগে ধন। দস হাতে দিলে তুমি না কমে কখন॥ কি জন্যে বখিলি কর স্থনরে বেইমান। খোদাকে নারাজ কর হয়ে মুসলমান॥ দিনের মসাল জিনি আখেরি রছুল। মনাজাত করে তিনি আল্লার মকবুল॥ সোন ওহে পাক বারি রহিম রহমান। আখেরে মিছ-কিনের সাতে কর গো মিলন॥ এই মনাজাত করি তোমার দরগাতে। কবর হইতে উঠী মিছকিনের সাতে॥ আর সে রাখিবে বারি মিছকিনের হালে। হাসর করিবে তুমি মিছকিনের দলে॥ এইত আরজ আমার ওগো পরওার। মিছকিনের সাতে আমায় করিবেন পার॥ মনাজাত করে নবি এমন প্রকার। মিছকিনের জন্যে তিনি কহে বার ২॥ কেন না মিছকিন লোক সবার আগেতে। খোদার ফজলে তারা জাবে সে জেন্নাতে॥ চল্লিস বচ্ছর আগে মিছকিনের জাত। খুসিতে থাকিবে তারা হয়ে এক সাত॥ দেখত মরতবা কেয়ছা মিছকিন লোকের। আল্লা ও রছুল জার করিল খাতের॥ সেই মিছকিনের তরে কর অপমান। কেমনে বাচিবে বল আগের তুফান॥ আপনা বিবির তরে নবি নেককার। নছিহত করে তিনি হবিব আল্লার॥ মিছকিন লোকের তরে দেও দেল জান। মিছকিন হইতে লও নেকির ছামান॥ আর সে পিয়ার কর

মিছকিনের তরে। না কর বেজার সবে মিছকিন লোকেরে ॥ দেখি সে রছুল তিনি মিছকিনের খাতিরে। নছিহত করিল আগে বিবি সবাকারে ॥ হেদায়েত কারনে জারে স্বজন করিল। আছমান জমিন জার মরতবা হইল ॥ এক লাক চব্বিস হাজার পয়গাম্বর। পয়দা হইল তারা দুনিয়া উপর ॥ সকলের ছরদার জিনি আখেরি দেওান। ছরদার করিল জাকে আগে ছোবহান ॥ সকলের দয়াবান ঐ নেককার। বোরাকে চড়িয়া গেল আরসে আল্লার ॥ খোদার ফেরেস্তা জার আরদালি সাজিল। কোরাণ ফুরকান দেখ জার জন্যে হৈল ॥ তাহার উম্মত তোমরা দুনিয়াতে হৈলে। মুক ভারি কর সবে মিছকিন দেখিলে ॥ খোদা ও রছুল জার খাতের করিল। সে জন্য তোমার কাছে দুসমন হইল ॥ বখিলি করিলে তোমরা এই যে সংসারে। ঐ মাল হবে কাল মুঝবে আখেরে ॥ কারুন বখিল ছিল এই দুনিয়াতে। খারাব হইল গিধি মাল পেয়ে হাতে ॥ বখিলি করিল পাপি বেহায়া বেইমান। দোজখে চলিয়া গেল হইয়া হয়রান ॥ আল্লা রছুলের হুকুম বাতেল করিলে। কারুনের তরিক বুজি তোমরা ধরিলে ॥ কত মোছাফির আসে তোমার দ্বারেতে। ভুকা ফাকা থাকে তারা দেখহে চোক্ষেতে ॥ দেখিয়া তোমার দেলে রহম না হৈল। সাবাস ২ তুমি দিনদার ভাল ॥ নামের হেদাতি তোমরা দেল তেরা ছঙ্গ। বখিলি আমল সবার হেদাতির ঢঙ্গ ॥ দেস বিদেসেতে খালি বদনাম হৈল। আর সে খোদায় তালা মুখ ফিরাইল ॥ খোদাতালা জার পরে বে রহম হৈল। বেসক সে বেইমান আজাবে পড়িল ॥ বখিলি না কর সবে এই দুনিয়াতে। আজাবে বাচিয়া জাবে রোজ কিয়ামতে ॥ আর এক হাদিস আছে আয়েসা হইতে। সেই কথা লেখি হেথা স্তন সকলেতে ॥ এক মোছাফির আইল নবির দ্বারেতে। মাকানে না ছিল নবি স্তন সকলেতে ॥ মোছাফির ছওাল করে বিবির হুজুরে। খাওার ছামানা কিছু

দেও জে

দেও জে আমারে ॥ বিবি জে স্তুনিয়া কহে মোছাফিরের তরে। কিছু চিজ ঘরে নাই দিব কি তোমারে ॥ একথা বলিয়া তারে বিদায় করিল। তার পরে নবিজি এসে মাকানে পৌছিল ॥ ডাকিয়া বিবির তরে একথা বলিল। কিছু চিজ দাও তুমি পিপাসা হইল ॥ একথা স্থনিয়া বিবি ঘরেতে জে গেল। টাকেতে না আছে খুরমা দেখিতে পাইল ॥ ঐ টাকে নজর কোরে দেখে তাকাইয়া। পাথরের টুকরা এক আছে জে পড়িয়া ॥ দেখিয়া বিবিজি তখন ভাবিতে লাগিল। আসিয়া রছুলের কাছে তখনি কহিল ॥ খুরমা রাখিয়া ছিনু টাকের উপরে। পাথরের টুকরা দেখি কিসের খাতিরে ॥ একথা স্থনিয়া কহে রছুল দেওয়ান। মাকানে আসিয়া ছিল কোন মেহেমান ॥ না আছে ঘরেতে কিছু একথা বলিলে। মোছাফিরের তরে তুমি কিছু নাহি দিলে ॥ একথা স্থনিয়া কহে বিবি নেক জাত। জাকহিলে নবি তুমি ছহি সেই বাত ॥ মোছাফির একজন মাকানে আইল। আসিয়া আমার কাছে ছওাল করিল ॥ কিছু চিজ থাকে বিবি দাও জে আমারে। খাইয়া করিব দোওা আল্লার দরবারে ॥ নাআছে ঘরেতে কিছু একথা কহিনু। খালি হাতে মোছাফিরের বিদায় করিনু ॥ যখন শুনিল নবি এই সব কথা। দুক্ষিত হইল তিনি মনে পায়ে ব্যাথা ॥ বিবির তরেতে কহে নবি নেক জাত। কি জন্য মেস্কিনেরে তুমি কহ কুট বাত ॥ আল্লার জে মাল ভাল সুন ওহে বিবি। মেস্কিনের দিলে তাতে কত হইত খুবি ॥ ঐ চিজ মেস্কিনের তুমি নাহি দিলে। নেক আমলের বাবে বখিলি করিলে ॥ সেই জন্য ঐ খুরমা পাথর হইল। ছুরাত তাহার দেখ বিগড়িয়া গেল ॥ আর কত তাম্বি করে বিবি কে আপন। শুনিয়া অস্থির হইল বিবি পাক তোন ॥ দেখত রছুল তিনি ফায়েদার কারন। নছিহত করিল কত আখেরি দেওয়ান ॥ ছাড়হে বখিলি ছাড় ওহে দিনদার। হালাল করিয়া লেও মাল

আপনারা ॥বখিলি নাকর তুমি এই দুনিয়াতে। বাঁচিয়া জাইবে সবে গোর আজাবেতে॥ কর হে খায়রাত কর আপনার হাতে। খায়রাতে বাঁচিয়া জাবে বড় মছিবতে॥ মজুদ করেন মাল যাদের জন্যেতে। সেজনা তোমার পর বুঝহে দেলেতে॥ তুমি মরে গেলে তোমার ওয়ারিস হবে। সেমালে তোমার কিছু কামেনা আসিবে॥ হাত পাও তোমার কেবল খালি হবে। কাফনে জড়িয়া তুমি কবরেতে জাবে॥ ঐ মাল লিয়ে তোমার জত রেশ্তা গণ। মজা উড়াইবে তারা মনের মতন॥ সাপ বিচ্ছু হবে কেবল আমোল তোমার। কবরে তোমাকে তারা করিবে মেছমার॥ তাহারা তোমার দিকে ফিরে না চাহিবে। আজাব গজব তেরা হামেসা হইবে॥ হায়াত থাকিতে বাকি কর হে খায়রাত। আজাবে বাচিয়া জাবে পাইবে নাজাত॥ মিস্কিনের মরতবা জান জত নেককার। খায়রাত করিল তারা হাজারে হাজার॥ আর সে ওসমান গনি বড় নেক ছিল। এক লড়াইতে মাল খায়রাত করিল॥ খোদার নামেতে মাল রাহেলিল্লা দিল। সেই জন্য পাক বারি গনি তারে কৈল॥ তিনিত মিস্কিন হৈল এই দুনিয়াতে। আখেরে হইবে ভাল মিস্কিনের সাতে॥ আখেরের কথা ওছমান ইয়াদ করিল। মিস্কিন লোকের পরে মেঘাবান হৈল॥ দেখত উমার তিনি কেছা নেক বক্ত। দিনের কামেতে আপে ছিল খুব শক্ত॥ গরিব হালেতে দিন গোজরান করিল। আল্লার নামের পরে বড় খুসি ছিল॥ তিনিত মিস্কিন ছিল সুন ভাই জান। হামেসা ইয়াদ করে মিসকিন কারন॥ মিসকিনের বড় দরজা জানিতে পাইল। সেই জন্য তা সবারে দয়া করে ছিল॥ আর সে হজরত আলি ইমানে রোসনাই। গরিব আছিল তিনি এই দুনিয়াই॥ আর সে মিসকিনের তরে পিয়ার করিল। হামেসা মিসকিন বলে ইয়াদ রাখিল॥ আল্লার পিয়ারা ছিল নবির জামতা। আমি কি লেখিতে পারি ছিফাতের কথা॥ আর সে ছিদ্দিক ছিল বড় মালদার।

খায়রাত করিল মাল নামেতে খোদার ॥ মিসকিন হইল তিনি আল্লার নামেতে। বেহেস্তি হইব বলে মিসকিনের সাতে ॥ এইত এরাদা তার দেলেতে আছিল। সেই জন্য সব মাল মিসকিনেরে দিল ॥ নিজেও মিসকিন হৈল সুন ভাই জান। কম্বল করিল সার ভাবিয়া নিদান ॥ আর সে হজরত বেলাল মিসকিন আছিল ॥ এক সাহাবিকে তিনি খরিদ করিল ॥ খরিদ করিয়া তারে রছুলেরে দিল। পাইয়া হজরত নবি বড় খোস হৈল ॥ রসুলের খেদমত করে আর ময়াজ্জান। আজানের আওয়াজ পৌছে বেহিস্তি মাকান ॥ খোদার আরসে জার আজান পৌছিল। আহা কি নছিব তার মিসকিন হইল ॥ আর কি লিখিব আমি মিসকিনের বাবে। সকলে থাকিবে রাজি মিসকিনের ভাবে ॥ আল্লার পিয়ারা জারা দিনের সরদার। তাহারা মিসকিন দেখে করিল পিয়ার॥ তাদের হইতে বুঝি মরতবা বাড়িল। সেই জন্য মাল বেসি তোমাদের হইল ॥ মাল পায়ে এভবেতে সব ভুলে গেলে। আখেরে পয়মাল হবে জাবে রসাতলে ॥ ঐমাল কাল হবে সোনরে বখিল। খিচিবে গায়ের গোস্ত ঘটাবে মুস্কিল ॥ হায়াত থাকিতে কর মিস্কিন সম্বল। মিসকিনের হাতে কর জান্নাত দখল ॥ হক কথা লিখে দিলাম সোন মোছলমান। আমল করিলে ভাল বাচিবে ইমান ॥ এই দোয়া মাগি আমি রহিম রহমান। মিসকিনের সাতে আমার মিটাবে আরমান ॥ আর সে মউত কর মিসকিনের হালে। হাসরে রাখিবে বারি মিসকিনের দলে ॥ আর এই দোয়া মাগি গফুর গফ্যার। মিসকিনের সাতে বারি করিবেন পার ॥ রহমতুল্লা আরজ করে মিসকিনের হালে। বেহেস্তে নছিব কর মিসকিনের দলে ॥

গরিব মিসকিনের হক মারিয়া জামাতে ২ যাহারা

ফেরবি করে তাহাদের বয়ান।

পয়ার সোন এবে ভাই সবে জামানার হাল। সেই

কথা লিখি হেথা করহে খিয়াল ॥ ভাল ২ জওান জারা খুব বলবান। হস্ত পদ আছে তাদের সোন মোছলমান ॥ ভিক্ষার জন্যেতে জায় সোন সে জেকের। মুল্লুক লুটিয়া লিল পেটের খাতির ॥ হালাল হারাম তারা কিছু না বুঝিল। মরা গোস্ত দেখে যেছা সোগুন উড়িল ॥ দুনিয়ার কাজ কাম সব বাদ দিল। খাইব বাইতুল মাল বড় খুসি হইল ॥ কেহ বা তালেবেলেম কেহ বা মৌলবি। গজল ঝাড়েন কেহ হইয়া আরবি ॥ কেহ হ'লো ঘর পড়া কার পানির জে টান। ছেলেকে পড়ান কেহ মছজিদ বানান ॥ জালেমের জুলুমে কেহ হ'লো করজদার। কানা খোড়া বসে ভাবে বলে পরয়ার ॥ গরিব মিস-কিন জারা হামছায়া অধর। খামস হইল তারা মনে পায়ে ডর ॥ ফেরেব করেন কত করিয়া ফিকির। তলে হাত পাতে সব মুখেতে জেকের ॥ খোদার মালেতে কার ফেরেব না চলে। তুমি সে ফেরেব কর সয়তানের বলে ॥ কোরান হাদিস জত সব ছেড়ে দিল। খাইয়া বাইতুল মাল গুনাতে ডুবিল ॥ হস্ত পদ দিল খোদা আর দিল জোর। সে জন্যে তাহার মালে হলে বুঝি চোর ॥ এতিম মিসকিন জারা খোদার পিয়ারা। তাহাদের হক মার কি বলে তোমরা ॥ অন্ধ আতুরে জারা দুনিয়ার বিচে। তোমরা পড়িলে বুঝি তার পদ নিচে ॥ বায়তুলের মাল ছেড়ে উচিত সবার। মুজরিও ভাল তার ঘরেতে কানার ॥ কানা খোড়া জত আছে এই দুনিয়াতে। তাহারা থাকেন রাজি খোদার রাজিতে ॥ যা কিছু মিলায়ে বারি খাতিরে তাহার। খাইয়া শুকুর করে মুখে আপনার ॥ তাদের হইতে বুঝি মিসকিন হইলে। সেই জন্যে ঝোলা সব ঘাড়ে করে নিলে ॥ সরম ভরম যত দুর করে দিলে। বেসরম হয়ে তুমি মুখ দেখাইলে ॥ আট জনার হক আছে সোন বেলেহাজ। কোরানে খবর দিল আল্লা পাক বাজ ॥ কওমে সরদার জারা হবে দুনিয়াতে। এক হক পাবে তারা লেখে হাদিসেতে ॥

এলেম পড়েন জারা এই জে সংসারে। পাইবে বাইতুল মাল দলিল জেকেরে॥ এতিম মিসকিন যেই দুনিয়ার অধর। তাদের যে হক আছে দলিলে খবর॥ আর যে করজদার গরিব বেচারা। খোদার হুকুম মত পাইবে তাহারা॥ আর সে জেহাদ করে ওয়াস্তে আল্লার। দরিয়াতে জাহাজ ডুবে সোন বেরাদার॥ কানা খোড়ামিসকিন জারা বড় দীন হীন। পাইবে বাইতুল মাল সোনহে মমিন॥ আর যে গরিব হবে দুনিয়া ভিতরে। খাওয়ার খোরাক কিছু নাই তার ঘরে॥ হামেসা তকলিফে রহে করে যে সবুর। থোড়াতে বহুত বুঝি খোদার শুকুর॥ আর ভুকা থাকে যদি দুই তিন দিন। তার হক আছে জান করিয়া একিন॥ খোদার হুকুম এছা একিন জানিবে। খুসিতে বাইতুল মাল এহারা পাইবে॥ এক রওয়াতে আছে রছুল হইতে। সেই কথা লেখি হেথা সোন সকলেতে॥ এক জন ছওয়াল করে নবিজির হুজুরে। বাইতুল মাল কিছু দেও যে আমারে॥ একথা শুনিয়া বলে রছুল আপনি। ঘরে কিছু আছে কিনা বল তুমি শুনি॥ রছুলের কাছে বলে ঐ দিন দার। এক খানি কম্বলি আছে ঘরেতে আমার॥ আর এক পিয়ালা আছে ওগো নবিবর। সত্য কথা কই আমি তোমার গোচর॥ রছুল তাহারে বলে সোন নেককার। বায়েতুল মাল হৈতে করগো ছবুর॥ ঐ দুই চিজ বেচ বাজার ভিতর। কুড়াল খরিদ কর রূজির খাতিরে॥ লোকড়ি কাটিয়া আন সহর ভিতরে। বেচা কিনা কর তুমি বলি যে তোমারে॥ উঠাও হালাল তুমি ঐ চিজ হৈতে। খোদাতালা দিবে বরকত তোমার রূজিতে॥ বায়েতুল মাল হৈতে ঐ সব কাম। খোদার পছন্দ কাম শুন নেকনাম॥ শুনিয়া রছুলের কথা বড় খোস হৈল। রূজির খাতিরে তিনি বাজারেতে গেল॥ শুনিলে হাদিছ কেছা ওগো ছায়ে লেরা। কিজন্যে বায়েতুল মালে পেট কর পুরা॥ দুই তিন দিনের খরচ জাহাদের ছিল। দেখিয়া নবিজি তারে কিছু নাহি

দিল ॥ কত ভুকা ফাকা ছিল ছাহাবার গণ। পাথর বান্দিল পেটে হইয়া হয়রান ॥ খোদার পিয়ারা জারা হবিব আল্লার। মজুরি করিল তারা শুন বেরাদার ॥ মেহনত করিল জানে পাইতে হালাল। আগুন সমান দেখ বায়েতুল মাল ॥ কোরান হাদিছে আছে তফছির ভিতর। বহুত কেতাবে আছে তাদের জেকের ॥ পরনে কাপড়া তার টুটা ফাটা ছিল। তবু সে কাহার কাছে কিছু না বলিল ॥ কেছমতের পরে তারা রাখিলেন বার। দুঃখেতে ছবুর করে নামেতে আল্লার ॥ হস্ত পদ দেখি সবার খুব পালওহানি। তলে হাত পাত বল কিসের কারণে ॥ মাথাতে পাগড়ি আর পিরান যে ভাল। তাই কি বায়তুল মালে লালছ হইল ॥ মাকানে বলদ আছে চারি হালের আবাদ। ঝোলা ঘাড়ে লইলে সব করে বড় সাধ ॥ কোঠাও কপাট কল্লে বিবির জেওর। লালছ নাথামে বুঝি সেই জন্যে চোর ॥ চোরের অধিক সাজা হস্ত পদে বেড়ি। দোজখে জলিবে তারা আগের লোকড়ি ॥ আর কত দাগাবাজ করে দাগা বাজি। ভিক্ষাতে করিয়া লয় বেপারের পুজি ॥ এসব দলিল তারা কোন খানে পাইল। মিসকিন লোকের মাল লুটিয়া লইল ॥ লুট ২ খুব লুট মিস্কিনের মাল। কিয়ামতে পাবে সবে ইহারি যে ফল ॥ লুটিবে গায়ের গোস্ত খেচিবেক খাল। সে সমায় কোথাই পাবে মিস্কিনের মাল ॥ ঐ মাল কাল হবে শুনরে মেলছ। আজাবে পড়িয়া খালি করিবে আপছোছ ॥ ছাড় ২ মাল ছাড় বায়েতুলের। আজাবে বাচিবে সবে আগ দোজখের ॥ মেহনত করিয়া খাও হুকম আল্লার। সেকামের জন্যেতে পাবে শুন বেরাদার ॥ মিস্কিনের হক মাল জানিবে বেসক। সেই মাল লুটে লিলে করিয়া নাহক ॥ দুনিয়াতে ঝুটা বল মালের কারন। মাল জন্যে খারাপ কল্যে আপনা ইমান ॥ বে সরা আলেম কত দুনিয়াতে হৈল। হালাল হারাম তারা কিছু না চিনিল ॥ বায়তুলের মালে এছা

লালছ করিল। মসরেক বেদাতি বলে ঘৃণা না করিল॥ কুত্তার তরিক দেখ আলেম ধরিল। মালের লালছে দেখ সব ভুলে গেল॥ বাগ্নতুলের মালে তারা উড়ে পড়ে বাজ। হাম্বে তাম্বে করে কত নাহি করে লাজ॥ গজল ঝাড়েন বৈসে ছামনে কেতাব। দেখিয়া জাহেল কত বলে বাপরে বাপ॥ এমন আলেম দেখি এলেমেতে ভরা। টাকা পয়সা দেয় তারে করেন ইসারা॥ বাজিকর বাজি করে চক্ষে লাগে ভুলকি। সে মত বেসরা মৌলবী করে ফাকি ফুকি॥ মহাম্মদির কাছে যায় মহাম্মদি হয়ে। হানিফির কাছে যায় মনসে জাগায়ে॥ বেদাতির বাড়ী গিয়া হুক্কাটী যে চায়। সুদের মোনফা বলে হাদিস বাতায়॥বসিয়া যেমারে ভাত মোচে তাও দেয়। টাকার জন্যেতে কত ভৈল সে জানায়॥ নামাজ পড় রোজা কর পরদায় কি কাম। চোক্ষের যে পরদা কর সোন নেক নাম॥ ইমান তোমার যদি না থাকিল ভাই। পরদা করিলে তাতে কোন লাভ নাই॥ টাকার যে লাভ লেও সোন ওরে ভাই। সুদ বলে লিলে পর হইবে অন্যায়॥ এই মত কত কব সোন মোছলমান। দেশে ২ ঘুরে ফিরে কত দাগা দেন॥ বেছরা আলেম তারা খান্নাসের দাদা। দিনকে খারাপ করে বেহুদা সে গাধা॥ ঐ আলেমের তরে জলিল জব্বার। দোজখে ডালিয়া দিবে আগে সবাকার॥ চল্লিশ বৎসর আগে ঐ গুনাগার। আজাবের ঘরে তারা হবে ছারখার॥ কলিতে ছরদার জত ঐ মত হৈল। শুনিয়া মক্করা গজল ফেরবে পড়িল॥ সোন এবে ভাই সবে হও হুসিয়ার। ঘরে ২ চোর ফিরে চুরি করিবার॥ ইটালি হাদিস তারা বগলে বান্দিল। চোরের ছরদার সেই ডাকাতি করিল॥ সোন গো ছরদার গন বলি সবাকারে। খোদার যে মাল বাট খুব হুসিয়ারে॥ জার হক তারে দিবে সোন ওরে ভাই। হক কামে আল্লা রাজি জানিবে সবাই॥ হস্ত পদ দেখ তাদের করিয়া নজর। সাধ্য শক্তি

দেখে সবে হওগো সন্তুষ্ট। যদি ও হকদার হক পালেওয়ালা। খুসিতে ভরিয়া দেও নাই তাতে জ্বালা॥ খুব মহব্বত রাখ তাহাদের সাতে। খোদাতালা হবে রাজি তোমার পরেতে॥ আর যদি হয় সেই জোরে জরওয়ার। সামাল করিবে হাত হুকুম আল্লার॥ যদি সে নারাজ হয় উপরে তোমার। তাতে কোন গম নাই সোন বেরাদার॥ থোড়াতে বুঝিয়া লও ওগো সরদারগন। রহমত নছিত কর বাচার কারন॥

মাতা পিতার হক্কের বয়ান।

* ত্রিপদি * সোন ওহে ভাই জান, পিতা মাতা বড় ধন, সেই ধন রাজি রাখ সবে। খোদাতালা রাজি হবে, আজাবে বাচিয়া যাবে, সেই কাম হামেসা করিবে॥ রাজ কর ছুই জনাকে, তবে সবে রবে সুখে, পাক বারি রহম করিবে। খোদাতালা জাতে খুসি, সে কামেতে হও খুসি, তাতে তুমি নাজাত পাইবে॥ পিতা মাতা এমন চিজ, বুঝে দেখ ও আজিজ, তার মত আর কেবা আছে। আছমান জমিন ভরা, যদি হয় পিয়ারা ছারা, তবু না হইবে তার কাছে॥ জত মিষ্টি সংসারেতে, এরা বাড়ে বিচারেতে, তার মত মিঠা কেবা হবে। যাদের খুসির সাতে, ওজুদের অংশ হৈতে, পয়দা হৈল এই যে ভবে॥ যাহার উদরে ছিলে, কত নিয়ামত পেলে, পাক বারি হৈল মদতগার। খাইয়া তাহার শরত, অজুদে বাড়িল গোস্ত, দেখ সবে করিয়া বিচার॥ দশ মাস দশ দিন, তোমার জন্যে জননি, কোন দিনে বাছা পাব কোলে। মায়ের উঠীতে বসিতে, আরম না ছিল তাতে, কত দুক্ষ হৈল তার হালে॥ রাত্রি দিনে ভাবা গুনা, ওগো বারি বাচি কিনা, এই ছিল জননির মনে। ছুটে যাবে যত দুখ, যদি দেখি বাছার মুখ, পাই দেখা আপনা নয়নে॥ এইত মাতার সাদ, করে মাতা কত আহ্লাদ, কোন দিনে বাছা পাব কোলে। খালাছ হওয়ার ওক্তে, দরদ হইল তাতে, কত দুখ হয়ে তার হালে ॥ সে

সোমে বড়দুখ, জানেতে না থাকে সুখ, মনে বলে জান জাবে ছেড়ে। পেটেতে অগ্নির জোস, ক্ষনে যায় তার হোস, জমিনেতে গড়া গড়ি পাড়ে। খালাছ হইলে পরে, ছেলে নিয়ে কোলে করে, যায় দুক্ষ ঠাণ্ডা যে হইয়া। দেখিয়া ছেলের মুখ, তাতে হয় কত সুখ, দুধ দেয় মুখেতে তুলিয়া॥ টাকার সিন্দুক পেল, খুসিতে ভরিয়া গেল, উদয় হইল যেন চাঁদ। এমন গুনের নিধি, নেঘা রাখে নিরবধি, করে আসা মনে বড় সাদ॥ দেখ যে শীতের কালে, বাছাকে রাখেন কোলে, যাতে বাছা কষ্ট নাহি পায়। বায়ের তরফে রাখে, দেলে তার নেঘা থাকে, যদি বাছা পায়খানাতে রয়॥ সেখানে পায়খানা করে, লিয়ে যায় ডান ধারে, রাখেতারে খুব যতন করে। সেখানে পায়খানা করে, রাখে মা ছাতির পরে, এছা মাতা জগৎ সংসারে॥ বেটা যে তফাত গেলে, আরাম না থাকে দেলে, ছাড়ে তারা ক্ষুধার যে ভাত। আপনা স্বামির তরে, ফাছাদ লাগায়ে ঘরে, কান্দে মাতা কপালেতে হাত॥ দেখ গো সবার বাপ, মজুরি করেন আপ আর কত মিহনত করে। মজুদ করেন মাল, সুখেতে কাটা বে কাল, এই ভাবনা তার অন্তরে॥ লায়েক হইলে বালা, তাতে ঘটে কত জালা, দুখ দেয় মা বাপের তরে। নিজে তারা কষ্ট পায়, কার কাছে নাহি কয়, সরম পাইবে বলে তারে॥ এমন নিয়ামত চিজ, চেয়ে দেখ ও আজিজ, সদা তার মুখ পানে চাবে। যে কামেতে থাকে রাজি, সে কামেতে হও রাজি, তবে খোদা আপে তরাইবে॥ সংসারের সার এরা, কহি আমি সে মাজেরা, যাহা হৈতে দুনিয়া দেখিলে। সে ধন যে মুল ধন, দেও সবে দেল জান, লেও ভাল ঐ পরকালে॥ জননি তোমার মাও, তার মুখ পানে চাও, জার পেটে তুমি দেখ রৈলে। সেই ত আওয়াল ঘর, তাকে না জানিবে পর, যাহা হইতে দুনিয়া দেখিলে॥ জার নাই বাপ মাও, তার কাছে পুছে লেও, দেখ তারা কি হালেতে আছে। খায়ে পিয়ে নাহি সুখ, সদা

সদা তার মনে দুখ, কেহ তার তরে নাহি পুছে ॥ মাতা করে বড় সাদ, তারে না করিবে বাদ, জান তুমি তারে খুব খাটি। তার কাছে দেও লেও, দুখ হতে সুখ চাও, কর সবে তার পরি পাটি ॥ যদি রাজি হয় দুই, তোমার ভাবনা নাই, যাবে তুমি আখেরে তরিয়া। আপনা ভালাই ধর, সব হতে জান বড়, বাস ভাল দেল জান দিয়া ॥ রহমতুল্লা লেখে দিল, সেওত এতিম ছিল, গেল তিনি দেশ বিদাসেতে। থাকিলে পিয়ারা সারা, ভাসে কি সাদের ভরা, দেখ ভাই আক্কেলের সাতে ॥ ত্রিপ্দি ছাড়িয়া ভাই, পয়ারেতে লিখে যাই, সেই কথা সোন সকলে তে। আমল করিবে সবে, অল্লার ফজলে তবে, বেচে যাবে আ জাবের হাতে ॥

* পয়ার * আল্লার হুকুম মান ওহে ভাই জান। আক্কেল করিয়া চল বাচিবে ইমান ॥ মাতা পিতার হক আদা কর সকলে তে। খোদাতালা রাজি আছে যাদের পরেতে ॥ তাদের খুসিতে খুসি জলিল জব্বার। কি জন্য তাহার তরে করহে ইনকার ॥ দশ মাস দশ দিন যার পেটে রইলে। যাহার স্তনের দুধ চুশিয়া খাইলে ॥ পালণ করিল যারা আপনা বলিয়া। কামাই খাইবে তোমার আসুদা হইয়া ॥ আর সে দিলেন সাদি যতন করিয়া। আনিলে পরের বেটি খুসিতে ভরিয়া ॥ করিল তোমার ঘর জননি যে আলো। গায়ের জেওর তার সব খুলে দিল ॥ জানের অধিক হ'তে পিয়ার করিল। হামেসা তোমার পরে নেঘা যে রাখিল ॥ বেটা বেটি দিল খোদা যার ওছি লাতে। তাহাকে দিলেন ফাকি এই দুনিয়াতে ॥ পাইয়া পরের বেটি সব ভুলে গেলে। তোমাকে ভুলিবে খোদা যাবে রসাতলে ॥ বেমার হইলে দেখ ওজুদে তোমার। কত দুঃখ পায় তারা করহে বিচার ॥ হর ঘড়ি থাকে মাতা মুখ পানে চেয়ে। চোক্ষেতে পড়েন ধারা দেখহে চাহিয়ে ॥ কিসেতে আরাম হবে

আহা কি জননি মাতা জগতের সার। তার মত এ ভবেতে কেবা হবে আর॥ যার আছে পিতা মাতা এই-দুনিয়াতে। হামেসা থাকেন তারা খুসি খোসালিতে॥ বেটা বেটি দিল তোকে আপনি রহমান। পাইয়া হইলে খুসি মনের মতন॥ ঐ মত পিতা মাতা তোমাকে পাইল। পাইয়া দেলের মাঝে কত খুসি হৈল॥ মাতা পিতার হক কেছা ফরজন্দ উপরে। ফরমাইল আল্লাতালা কোরাণ ভিতরে॥ কর হে পিয়ার কর দুই জনার তরে। আল্লাতালা দিবে জাগা বেহেস্তের ঘরে॥ বিচার করিয়া দেখ আপনার দেলে। তোমাদের মুক্তি হবে ঐ পদতলে॥ ঐ দুই জনার জন্য জলিল জব্বার। খেদমত করার বাবে দিলেন খবর॥ মাবুদের হুকুম ইহা একিন যানিবে। করহে আমল কর ভাই জান সবে॥ দেখত খোদাতালা দুই জন হৈতে। বাচাইয়া লিবে আপে আজাবের হাতে॥ মাবুদের পিয়ারা যারা জগতের ভাল। তাহার বেটার কাছে কি গুণা করিল॥ জইফ হইল বুঝি বাপ আর মাও। সে জন্য তাদের দিকে ফিরে না তাকাও॥ খাইলে মায়ের দুধ সুজিলে কি ধার। কি জন্য তাহার পরে হইলে বেজার॥ কত নিয়ামত খাও ঘরেতে বসিয়া। কিছু নাহি দেও তুমি তাদের লাগিয়া॥ ভুকা ফাকা থাকে তারা ঘরেতে তোমার। দেখিয়া তোমার দেলে না হয় বিচার॥ বিবি যদি খেতে চায় ছানা আর মাখন। দোড়া দোড়ী করে যাও তাহার কারণ॥ আনিয়া হাজের কর বিবির সামনে। খাওয়াইয়া খুশি কর তাহার কারনে॥ জননি খাইতে চায় যদি ভাজা মুড়ি। তাহার জন্যেতে তোমার না হইল কড়ি॥ নাহক হইলে সবে এই যে সংসারে। কেমনে দেখাবে মুখ মাবুদের হুজুরে॥ এক রওায়েতে আছে রছুল হইতে। সেই কথা লেখি হেথা সোন সকলেতে॥ এক রাবি এসে কহে নবিজির কাছে। বেমারি দেখিতে চল বাচে কিনা বাচে॥

যাইয়া পৌছিল ॥ যাইয়া তাকিয়া দেখে নবি নেককার। আজাব হতেছে শক্ত বেমারি উপর ॥ কলেমা সাহাদত তার কানে শুনাইল। জবান হইয়াছে বন্দ জবাব না দিল ॥ দেখিয়া রছুল তার মাতাকে ডাকিল। তাহার কাছেতে রছুল কহিতে লাগিল ॥ সোন ওগো মাতা আমি বলি যে তোমারে। কি খাতা করিল বেটা তোমার হুজুরে ॥ সেই খাতা মাফ কর বেটার খাতিরে। আজাব হইতে বাচে কবর ভিতরে ॥ একথা শুনিয়া বুড়ি জবাব না দিল। দেলের বিচেতে তার বড় দুখ ছিল ॥ বাত চিত নাহি করে খামুস হইল। ছাহাবার তরে নবি হুকুম করিল ॥ আনগো লক্‌ড়ির বোঝা আমার ছামনে। আগ লাগাইয়া দেও বেমারি কারনে ॥ জালইয়া দেও সবে বেমারির তরে। নারাজ করিল জারা মাতার খাতিরে ॥ নবির হুকুম শুনে যত নেক কার। আনিল লক্‌ড়ির বোঝা করিয়া তৈয়ার ॥ দেখিয়া কান্দেন মাতা হয়ে জার ২। রছুলের তরে বুড়ি কহে বারে বার ॥ মাফ করে দিনু আমি বেটার খাতিরে। তুমি যে করিবে দোয়া আল্লার দরবারে ॥ শুনিয়া মাতার কথা দোয়া যে করিল। খোদার দরগাতে দোয়া কবুল হইল ॥ জবান ছুটিয়া গেল আল্লার ফজলে। সেই মাকে নাহি চিন বল কার বলে ॥ দুজনার দোয়াতে গুণা মাপ হয়ে গেল। আখেরে কবর মাঝে গমন করিল ॥ শুনিলে হাদিস কেচ্ছা ওহে মুশলমান। রছুল হইতে যার হইল প্রমান ॥ মউতের কথা বুঝি কার মনে নাই। মাতা ও পিতার তরে করিলেন সাই ॥ আর কত মারি মার তাঁহাদের তরে। কত গালি দেও সবে মুখের উপরে ॥ আর কত চিজ খাও ঘরেতে বসিয়া। মাতা পিতা দেখে তারা নয়ন খুলিয়া ॥ দেখিয়া তোমার দেলে দয়া না হইল। সাবাস সাবাস বেটা এ ভবেতে ভাল ॥ যার হক তার তরে কিজন্যে না দিলে। খোদার গজব বলে ডর না করিলে ॥ মালেকুল মউত এসে যখন ধরিবে। মাতা পিতা

কেমন চিজ তখন জানিবে ॥ যে কামে খোদায় রাজি সে কাম ত্যাজিলে। আওরতের ফাসে প'ড়ে সব হারাইলে ॥ শীতের সময়ে তারা কত কষ্ট পায়। নাঙ্গা তনে থাকে তারা দেখহে সবায় ॥ কাপড়ের জন্য যদি বেটার কাছে চায়। শুনিয়া তাদের কথা দেলে গোস্বা হয় ॥ ছিড়া কাপড় তাদের গায়ে তাতে নাহি আটে। হামেসা বেটার কাছে কত দুঃখ বাটে ॥ দেখিয়া শুনিয়া বেটা দয়া না করিল। এমন জালেম দেখ দুনিয়াতে হৈল ॥ মনে করিয়াছ তুমি এই যে সংসারে। চির দিন রব আমি বিবি লয়ে ঘরে ॥ এ কথা তোমার ভুল সোনরে নাদান। কোন্ দিন মউত এসে করিবে হয়রান ॥ লোকের কথাতে যদি কাপড় কিনে দেয়। দেখিয়া তাহার বিবি আত্ম-ঘাতী হয় ॥ এমন বেহুদা নারী দুনিয়াতে হৈল। পুরুষের গলায় তারা ফাসি লাগাইল ॥ ফেরবের লাগাম দিল মরদের মুখে। লালচের লাল দিয়ে তাহাদিগে রাখে ॥ যাহার রাজিতে রাজি রহিম রহমান। কি জন্যে সে ধন তুমি করিলে লোকসান ॥ বিবি সে আপন হৈল পর হৈল মাতা। সে জন্যে থাম্নুস হৈলে নাহি কও কথা ॥ যত দুখ দিল সবে তাদের তরেতে। সব লেখা গেছে শোন ফেরেস্তার হাতে ॥ এক যারা বেশী কমি নাহিক হইবে। উচিত প্রমান সবার আদালতে দিবে ॥ মাতা ও পিতার তরে দিলেন আজার। দেখিয়া আমল বারি হইবে বেজার ॥ রছুল মকবুল যিনি সকলের সরদার। সবাকার তরে তিনি কহে বার ২ ॥ সোন গো আল্লার বান্দা যত দিন দার। হামেসা খেদমত কর মাতা ও পিতার ॥ আমার হুকুম এই একিন জানিবে। আজাব গজব হতে নাজাত পাইবে ॥ দোজখের আজাব যদি বাচিবার চাও। মাতা পিতার হক আদায় জল্‌দি করে লও ॥ উম্মর ভরিয়া যদি তাবেদারী কর। শুজিতে না পারিবে তার দুধের যে ধার ॥ যার সেকমেতে বারি পয়দা করিল। কেমনে তাহার হক আদায়

হবে বল ॥ কর গো খেদমত কর দিয়ে দেল জান। তবে সে হইবে রাজি আপে ছোবহান ॥ এই নছিহত নবি সবারে করিল। স্থনিয়া তাহারা সবে আমলে আনিল॥ দেখত ফরমাইল নবি আখেরি দেওান। শুনিয়া আমল কর যত মোছলমান ॥ রছুলের কথা এছা একিন জানিবে। বেসক খোদাতালা আজাবে বাচাবে॥ রছুলের কথা এছা জানিবেন ঠিক। আমল করিবে যেই হইবে রফিক॥ শুনিলে হাদিস কেছা ওহে বেরাদার। হামেসা পায়রবি কর মাতা ও পিতার॥ তোমাকে দিয়াছে বেটা আপে পরওার। হামেসা নজরে রাখ করিয়া পিয়ার॥ তোমার জানের জান নয়নের তারা। দেলের এগানা সেই জানের পিয়ারা॥ জেছা মহব্বত রাখ বেটার উপরে। ঐ মত পিয়ার কর পিতার খাতিরে॥ বহুত হাদিস আছে মাতা পিতার বাবে। মক্তেছার লেখে দিনু আমলে আনিবে॥

* যে সকল মুসলমানেরা দুই তিন বিবি করে তাহাদের হক অদায় করে না তাহার বয়ান। *

* ত্রিপদি * স্থুন সবে দিনদার, দেখি আমি অবিচার, সেই কথা কি লিখিব বল। দুই তিন বিবি জার, বিপদ হইল তার, সরম ভরম সব গেল ॥ লালচ করিল যারা, ফেরেবে পড়িল তারা, দেখ তারা পয়মাল হইল ॥ বিচার না করে দেলে, ভুলে গেল পর কালে, তার ভাল কিসে হবে বল ॥ কুল মান ছিল ভালা, ঘটীল তাদের জ্বালা, সে যে তার বিপদ হইল। সে জনার বড় দুখ, সভাতে না পায় মুখ, সদা তিনি ভাবনাতে রৈল॥ না রহিল সম্মান, খালি হল অপমান, দেখ সবে এই জামানাতে॥ হেদাতির নাম ভারী, ঘরেতে কিত্তন জারী, তার পর আজাবের হাতে॥ নারী দের কিবা খাতা, খাইল স্থখের মাথা, দেখ সবে করিয়া খেয়াল। পুরুস দুর্ব্বলা হল, ভাবিতে যে প্রান গেল, নারী দের কিসে স্থখ বল ॥ পুরুসের বাই কসা, নারী দের নাই আশা, জোয়ার যৌবন বেড়ে গেল। আসকে কাদিতে নারে

চুল ছিড়া ছিড়ি করে, তবু তার দয়া না হইল ॥ আসকেতে মরে নারী, মনে তার দুখ ভারী, আপনার মনে ক্ষিপ্ত হয়। বেইনসাফ পুরুস যারা, বিচার না করে তারা, না হকে দিন সে কাটায় ॥ খালি করে হুড়া হুড়ি, হাতে লাঠি তাড়া তাড়ি একি দেখি ভুতের কারখানা। সদা করে সোর গোল, খান্নাস বাজায় ঢোল, দেখ তাতে ইমান থাকে না ॥ দেখিয়া গেরাম বাসি, তারা করে হাসা হাসি, স্বনে তাদের সরম না হইল। তাতে উঠে সত তাল, সতিনের গায়ে কাল, দেলে ২ ফাছাদ বাড়িল ॥ দেখিয়া পুরুস ঠেটা, হাতে করে লেয় সোটা, বলে মোর হাতে আছে লোড়ি। চুপ করে থাক তোরা, ভয়নাই এক জারা, এই বলে মুখে দাবে মাড়ি ॥ স্বনিয়া আওরত জাতে, তালি মারে দুই হাতে এত দিন ছিলে ওর ঘরে। আসিয়া আমার ঘরে, কেন তোর মাথা ধরে, সেই কথা বলি যে কা হারে ॥ খালি তোর মুখ দেখি, খোড়ার অটনি ফাকি, নাঙ্গলেতে ফাল নাহি দেখ। কিদিয়ে করিবে চাষ, আমি থাকি উপবাস, মুখে তুমি মরদমি রাখ ॥ এইত নারীর কথা, মনে পায় কত ব্যথা, দেয় তারা হয় উদাসিনি। অন্তরে প্রেমের জলা, তাতে স্বামি মুখ কালা, জলে নারী আসক আগুনে ॥ ছাগলের খরচ নাই, হাতী কিনিলেন তাই, খালি তোমার লোক হাসি হোল। আগে পিছে না দেখিলে, সরমে পড়িয়া গেলে, সাবাস ২ তুমি ভাল ॥ আওরত দরিয়া ধারা, হেরেছেতে থাকে পুরা, দেখ সবে করিয়া বিচার। কখন না কমে নদী, চলে পানি নিরবধি, তাতে জোয়ার বাড়ে বরা বর ॥ হেরেসের কিস্তি দিয়া, পার হও এ দরিয়া, বৈস হাইলে খুসিতে ভরিয়া। নরম জবানে তারে রাখ ভাই জান ছারে, যাও সবে গুনাতে বাচিয়া ॥ বড়ই খুসির চিজ, বুঝে দেখ ও আজিজ, সব চায়ে ঐ খুসি ভাল। পয়গাম্বর যত ছিল, বিবির খুসিতে রৈল, সদাতারা নজরে রাখিল ॥ তোমাদের বিবি যারা, সামনে দাড়ালে তারা, কেন

তুমি মুখ ভারি কর। তাদের কি অপরাধ, না মিটে মনের সাধ, তারা থাকে হইয়া বেজার॥ মস্তক হইল স্থন্নি, দুই সতিনে টানা টানি, দেখ সবে এই যে সংসারে। কারে দেখ ষোল আনা, কার দিকে ফিরে চাওনা, তাতে নারি বাচে কি প্রকারে॥ হাদিস খেলাপ কলে, শেষে যাবে রসাতলে, সেই কথা সোন সকলেতে। যার হক তারে দাও, দাবি হতে বেচে যাও, খোদা রাজি দেখ যে কামেতে॥ আসমান জমিন জেছা, নেকি কর তুমি তেছা, তবু তোমার কামে না আসিবে। আল্লাতালা গোশ্বা হবে, আজাবে কয়েদ রবে, তাতে তোমার মস্কিল হইবে॥ হক দারের হক দেও, দাবি হতে বেচে যাও, আওরত বলে ঘৃনা না করিবে। আওরত মরদ যেই, এক বরাবর সেই, খোদাতালা পছন্দ করিবে॥ আওরত না থাকিলে ভাই, দুনিয়াতে খুবি নাই, দেখ সবে বুড়া ও জোয়ান। আওরত না আছে যার, আধা ইমান দেখ তার, তার বাবে বড়ই লোকসান॥ খায়ে পিয়ে নাহি সুখ, সদা তার মনে দুখ, দেখ সবে করিয়া বিচার। দন্ত হীন হলো তারা, যত দেখ নারী ছারা, ভজনেতে সুখ কিবা তার॥ আদম সবার বাপ, খাবেতে দেখিল আপ, দেখিয়া পাগল মত হোল। কোন জন এসে মরে, কলেজাতে ছুরি মারে, এই মত আপছোস করিল॥ দেখে তিনি আপে খোদা, হাওয়াকে করিল পয়দা, দিল বারি আদমের কোলে। পাইয়া হাওয়ার তরে, খোদার শুকুর করে, তারা দোন গলা ধরে মিলে॥ এ সব হেকমত কাম, বুঝ সবে নেক নাম, খোদার কুদরতে সব হলো। কে বুঝে তাহার কাম, সেই বড় গুণ ধাম, দুয়েতে জগৎ ক'রে আলো॥ সকলের দিল। জোড়া, কেহ নাই জোড়া ছাড়া, দেখ সবে এই যে সংসারে। বিচার করিয়া চল, আখেরে হইবে ভাল, থাক সবে এনছাফের পরে॥ দোয়াত কলম জোড়া, দেখে খুসি হই বড়া, দেখ তার কেছা মহব্বত। কলমে না ছাড়ে কালি, সদা করে মিলামিলি,

না হয়

এক জারা না হয় তফাত ॥ দেখ তার রং ভাল, সাদার উপরে কাল, তাতে বান্ধা জগৎ সংসার। যত দুনিয়ার বিচে, কলমে হিসাব আছে, তাতে আছে সবার খবর। আমল করিলে ভাল, দুয়েতে জগৎ আলো, দেখ সবে করিয়া নজর। রহমতুল্লা ব'লে যায়, এই কথা ঝুট নয়, কর সবে দেলেতে বিচার ॥

* পয়ার * সোন ওহে বিবি গণ বলি সবাকারে। এনছাফ করিয়া চল এই যে সংসারে ॥ কোরান হাদিস মান হও হুসিয়ার। বিবিদের বাবে সবে করগো বিচার ॥ দুই তিন বিবি কর খুশির কারণ। আনিলে পরের বেটি মনের মতন ॥ কি দোষ করিল তারা ওহে মোছলমান। কি জন্যে ঘরেতে তারে কর অপমান ॥ ওজুদের সম্বল বুঝি কম হয়ে গেল। সেই জন্য নারীগণ সুখের মাথা খাইল ॥ নিজেতে অপরাধি হ'লে তারে দোষ দাও। সামনে দাঁড়ালে বিবি ফিরে না তাকাও ॥ পহেলা আনিলে বিবি ঘরেতে আপন। কি দোষ করিল বিবি কহত এখন ॥ কোন দলিলেতে তারা গোনাগার হ'লো। সেই দলিলের কথা তুমি খুলে বল ॥ বেটা বেটি দিল খোদা যার উদরেতে। সে চিজে হইলে খুশি দেলের মাঝেতে ॥ আওলাদ বাড়িয়া গেল হুকুমে খোদার। সে জন্য তাহার পরে হইলে বেজার ॥ যার ওছিলাতে সবে জেনাজে বাচিলে। তার হক আদায় তুমি কেন না করিলে ॥ কোরান হাদিসের কথা সব ছেড়ে দিলে। বিবির বাবেতে কেন বে এনছাফ হ'লে ॥ রছুল মকবুল যারা খোদার পিয়ারা। হক্কের উপরে ছিল শুন সে মাজেরা ॥ আয়ুবের চারি বিবি সোন মোছলমান। এক হাজার বিবি করে নবি ছোলেমান ॥ খোদার পিয়ারা জারা দাউদ পয়গাম্বর। এক শত বিবি ছিল জানিবে তাহার ॥ মহাম্মদ মস্তফা জিনি খোদার পিয়ারা। তার কথা লেখি হেথা সোন ভাই ছারা ॥ চৌদ্দ জনা বিবি ছিল জানিবে তাহার। সকলে পিয়ার করে নবি নেককার ॥ এক বরাবর দেখে সবা

কার তরে। কমি বেশি না করিল আজাবের ডরে॥ দেখত রছুল তিনি আল্লার মকবুল। বিবির খেদমত জত করিল কবুল॥ আর যবে খানা খায় হবিব আল্লার। সকলের হক দেখে চোখে আপনার॥ হরদিন খবর লয় নবি পাকতন। তোমরা খাই য়াছ খানা সোন বিবি জান॥ এইমত রছুলুল্লা এনছাফ করিল। সবাকার তরে তিনি খুসিতে রাখিল॥ আর সে কাপড় দেন নবি দেল ছাফ। এক ২ সবার কাছে তিনি লেয় মাফ॥ এক স্থতা বেশি কমি তাতে যদি হয়। ফেরেস্তা লেখিবে তাহা জানিবে সবায়॥ সেই জন পাক নবি বহুত ডরিল। বিবিদের হক তিনি আদায় করিল॥ আর সে করিল বারি রছুল দেওান। না থাকে কাহার বাবে দেলেতে আরমান॥ দেখত রছুল তিন সকলের ছরদার। আপনা বিবির তরে করিল পিয়ার॥ এক খানি খুরমা যদি রছুলুল্লা পায়। এক ২ সবাকারে বাটিয়া সে দেয়॥ আর তিনি বৈসে খায় বিবিদের সাতে। তাহার প্রমান আছে আয়েসা হইতে॥ তোমরা বসিয়া খাও বিবিদের সাতে। নবির কোউল ধর দাঁতে আর হাতে॥ এমন গুনের নবি দোজাহানে সার। আছমান জমিন পয়দা খাতিরে যাহার॥ সে জনা বিবির সাতে মহব্বত করিল। আপনা জানের সাতে গাঁথিয়া রাখিল॥ আওরতের হক আছে স্বামির উপরে। সেই জন্য ডরে নবি আপনা অন্তরে॥ বিবির ঘরেতে থাকে খুসির কারণ। বারি হ'তে ছুটি পায় নবি পাক তন॥ বিবি হ'তে মাফ লেও নবি ছরয়ার। যদি না আসিতে পারে বিবি দের ঘর॥ আর নছিয়ত করে আপনা বিবিকে। আমাকে করিবে মাফ হক দাবি থাকে॥ সোন ওহে বিবিজান বলি সবাকার। আমার উপরে তোমরা না হবে বেজার॥ বড় পিয়ারের চিজ তোমরা সকলে। আমাকে না ফেলে দাও হিসাবের দলে॥ তোমাদের হকের জন্য আছি পেরেসান। সকলে থাকিবে রাজি আমার কারণ॥ দেখত রছুল আপে হবিব আল্লার। বিবির

খুসিতে খুসি ছিলেন মোক্তার॥ তাহার উম্মত তোমরা এভবেতে হৈলে। সরম ভরম সব দুরেতে রাখিলে॥ ওজুদের পুজি যদি না রাখালি ভাই। কি জন্য লালছ কর জিন্দেগি বৃথাই॥ লোভেতে হইয়া লোভি না জারি করিলে। তাল গাছে বাদুড় হ'য়ে কেমনে বসিলে॥ ঘাড়েতে বন্দুক লইলে বারুদ না হৈল। খালি কেপে কেমনেতে আওয়াজ হবে বল॥ মাকড়াসার জালে হাতী ধরিবার চাও। বাউন হইয়া তুমি চান্দে হাত বাড়াও॥ নদীর মাছ হয়ে তুমি দরিয়াতে যাও। রাঘব বোয়াল আছে ফিরে না তাকাও॥ দরিয়াতে পেলে খাবে তোমাকে ধরিয়া। ঘড়ির বিচেতে দিবে হজম করিয়া। আর কি কহিব আমি তোমাদের তরে। বদ নাম করিলে খালি এই যে সংসারে॥ দুর্ব্বলা হইলে বুঝি বিবিদের হালে। সে জন্য তাদের দিকে ফিরে না চাহিলে। লোকের কাছেতে হৈল দুই বিবি আল॥ পুকুরেতে নাই পানি স্বধু কাদা ঘোলা॥ চারের সম্বল নাই বরসি দিলে জলে। কেমনে ধরিবে মাছ বুঝে দেখ দেলে॥ আর কি লিখিব আমি তোমাদের হালে গুনার কামেতে খালি ফাসিয়া যে গেলে॥ বিবির হক্কের জন্য আদালত হইবে। সে সমে মাবুদের কাছে কি জবাব দিবে॥ পাহাড় সমান যদি নেকি কর সবে। তবে না হইবে না হকের বাবে॥ দেখত সোলেমান নবি দিনের রফিক। হাজার বিবিকে দেখে করিয়া তহকিক॥ মহব্বতের তার দিয়ে বিবিকে গাথিল। রসিক রহমের মালা সবার গলে দিল॥ এমন রসিক সেই দয়ার সাগর। হামেসা চালান ডিঙ্গা রসিক নাগর॥ খুসিতে বান্দেন ডিঙ্গা নাগরির ঘাটে। মধু পান করে তিনি হেরে ছের হাটে॥ হাজার বাজার ছিল শুন ভাই জান। খুসির আহার দেয় নবি সোলেমান॥ দেখ সোলেমন কেছা হাকিম আছিল। হকদারের হক তিনি আদায় করিল॥ খোদার গজব বলে হামেসা ডরিল। সবার তরেতে নবি নজরে রাখিল॥ চারি তক নেকা

করা ছুন্নত জরুর। এক ২ বিবির জন্য সহত্তর হুর॥ সেই জন্য তোমার দেখ খাহেস হইল। উড়াইবে মজা তুমি মনে এই ছিল॥ একথা দেলেতে ভেবে করিলেন সাদি। নসিবে স্থখিয়া গেল হেরেছের নদী॥ আর কোন কাজ নয় চাকর রাখিবে। তার দ্বারা খেতের কাম বাহাল করিবে॥ একাম নিজের কাম সোন মুসলমান। সমাজের ফেরে খালি হইলে নোকছান॥ জোয়ার জৈবন নারির বড় জোরয়ার। সেই নদী পার দেয় সাধ্য আছে কার॥ ছবুরেতে রয় নারি সোন মুসলমান। সেই জন্য বাচে দেখ পুরুষের জান॥ পুরুসের মত জদি হোত নারি গন। মুলুক লুটীয়া লিত হেরে ছের কারণ॥ সরমের পর্দা আছে চোক্ষেতে তাহার। সে জন্য সংসার চলে হুকুমে আল্লার॥ পেটেতে না আছে ক্ষুধা নজরেতে হৈল। সে জন্য তোমার দশা বামেতে হানিল॥ পেস্তাবের পিড়া তোমার পয়াখানা হৈইল। স্থখেতে আছিল বিবি দুখেতে পড়িল॥ আদার বেপারি হয়ে জাহাজে বায়েনা। পুজির সম্বল নাই হাসির কারখানা॥ দেখত দাউদ নবি ইমানে বাখান। একশ বিবিকে তিনি জোগাইল মন॥ সবাকার তরে নবি খুসিতে রাখিল। এক জারা বেসি কমি নাহিক করিল। হক কামে ছিল নবি নাহক্কে না গেল। খোদার হুকুম মত সবাকে দেখিল॥ আয়ুবের চারি বিবি সোন বেরাদার। চারি জন ছিল নবির গলার যে হার॥ এক বরাবর দেখে ঐ চারি হার। চারি বিবি হৈল রাজি নবির উপর॥ ছহি এ দলিল ভাই একিন জানিবে। কোরান হাদিস মত দেখিয়া চলিবে॥ অবলা পশুর মত নারীদের জাত। কি জন্য তাদের সনে কহ কড়া বাত॥ টাকা কড়ি দিয়ে তারে ঘরেতে আনিলে। বেইনছাফ হয়ে তুমি কত দুঃখ দিলে॥ হাকিম হইয়া তুমি জালেম হইলে। জালেমের ফল এবে পাবে পরকালে॥ কিয়ামতে নাহক্কের এছা হাল হবে। আগুনের রশি দিয়া হাত বান্দা জাবে॥ আওরত মরদ দুন্থ

এক বরাবর। ছুনিয়ার উৎপত্তি এরা সোন সে খবর॥ পীর ওলি যত দেখ এভবেতে ছিল। বিবির জন্যেতে তারা খুসিতে রহিল॥ পশু পক্ষি যত দেখ সব জোড়া হ'লো। খুসির জন্যেতে খোদা পয়দা করিল॥ যে কামেতে ভালবাসে রহিম রহমান। সেই কাম কর সবে দিয়ে দেল জান॥ আর কত জালেমেরা হাদিস না মানে। ফেরব করেন তারা আও-রতের সনে॥ ছানি নিকা করে তারা লালচের তরে। মহর দিলেন সব বিবির খাতিরে॥ কিছু দিন বিবির সঙ্গে মজা উড়াইল। ঘরেতে খরচ তার বেশি যে হইল॥ রাত দিন ভাবে সে করিয়া খিয়াল। বিবির জন্যতে আমি হইনু পয়মাল॥ এক বিবির খরচ আমার উন্নতি ভাল। ছুই বিবি ক'রে আমার বিপদ ঘটিল॥ কি করি উপায় আমি নাপাই ঠেকানা। কেমনে করিব দুর সন্ধান মিলেনা॥ বিবিকে তালাক যদি দিতেছি এখন। মোহর লাগিবে দিতে ভাবে মনে মন॥ খোলা যদি করে বিবি উপরে আমার। মোহর বাঁচিব আমি হাদিসে খবর॥ এই যুক্তি মন মধ্যে স্থির যে করিল। বিবির আয়ব দেখে খুজিতে লাগিল॥ না যায় বিবির ঘরে সয়তানি করিল। নির্দ্দোষীর তরে গাধা দোষ বাতাইল॥ কত মারি মারে দেখ বিবিকে কমজাত। আর গালি দেয় কত নাহি দেয় ভাত॥ কাপড় না দেয় তারে নাহি দেয় তৈল। ঘরেতে কান্দেন বিবি হইয়া আকুল॥ জালেম জুলুম করে নির্দ্দোষির তরে। খোদার গজব বলে ভয় নাহি করে॥ জানের উপরে তার জুলুম হইল। গায়ের জেওর যত খুলিয়া যে দিল॥ এমন জালেম হৈল বেহুদা গওার। তাহার জুলুমে বিবি হৈল জের বার॥ শেষেতে করিল খোলা হইয়া নাচার। সোবুর করিল বিবি ভেবে পরয়ার॥ এমন সয়তান গিধি খান্নাসের পির। হামেসা ফেরব করে না ভাবে আখের॥ লালচ করিয়া তারা হুরমত মারিল

নারাজ হইল। যত এবাদত তার গরদ করিল॥ দেখ ভাই তার দিকে করিয়া খিয়াল। ইমান অমূল্য ধন করিল পয়মাল॥ ঐ বাবে দেখ সবে আজাবে পড়িবে। দোজখের লোকড়ি হয়ে আগুনে জলিবে॥ দুখেতে পড়িবে সেই আজাবেতে পুরা। দেখিয়া লানত দিবে যত দোজখিরা॥ আগুনের লাল তার মুখেতে পড়িবে। নফছের ভারিতে গিধি উঠিতে নারিবে॥ ছহি এ দলিল ভাই একিন জানিবে। বাঁচাও আপন জান শেষে ভাল হবে॥ ফেরবের কাম ছাড় থাকিতে নিশ্বাস। কোরাণ হাদিস মান করিয়া বিশ্বাস॥ আর কত বুড়া দেখ করে অবিচার। সেই কথা লেখি হেথা সোন বেরাদার॥ বিবির কারনে বুড়া উতালা হইল। কেমনে করিব সাদি ভাবিতে লাগিল॥ বেটা নাতির সাতে নাহি কয় কথা। আবাল তাবাল বকে মনে পেয়ে ব্যথা॥ নাতিরা পুছেন দাদা তোর কিবা হো'ল। সেই কথা আমার কাছে খুলে তুমি বল॥ বলিব ২ আমি কিছু দেরি কর। আগেতে উজালা করি আমার বাসর॥ বিবি নিয়ে স্থয়ে থাক আপনার ঘরে। একা স্থয়ে থাকি আমি ঘুম নাই মোরে॥ এ কথা বলিয়া বুড়া কান্দিয়া উঠিল। টাকা পয়সা থাকিতে আমার হাল হো'ল॥ না শুনিব কার মানা সোন ওরে নাতি। এই বলে খাড়া হৈল হাতে নিয়ে ছাতি॥ টাকা পয়সা খোদাতালা তারে দিয়েছিল। লোভেতে হইয়া লোভি খরচ করিল॥ থোড়া বয়সের নারী মনের মতন। সাদি করিলেন বুড়া খুসির কারণ॥ বিবিকে ঘরেতে বসায় করিয়া যতন। মশালের কাছে উড়ে পতঙ্গ যেমন॥ সবাকার তরে কহে খুসিতে ভরিয়া। এহাকে করিবে মান্য স্থন মন দিয়া॥ একথা শুনিয়া যত নাতি বৌ ছিল বুড়ার তরেতে তারা সাবাসি যে দিল॥ স্থন দাদাজান তোমার বুজিব মর্দ্দমি। খুব জোরে চাষ কর না করিবে কমি॥ বিদায় হইয়া তারা গেল ঘরে ২। খুসিতে রহিল বুড়া আপনা

বাসরে ॥ বিবির ছুরত দেখে বড় খুসি হৈল। চোখেতে ইসারা করে হাসিতে লাগিল ॥ বোসিয়ে বিবিকে দেখে মনে বড় সুখ। দেখিবার পাইনু আমি নাগরীর মুখ ॥ স্বাবাস নছিব আমার সব হৈতে ভাল। শেষ কালে ঘরে বাকা উজালা হইল। জৈবন জোয়ারে বুড়া ঝাপ দিয়া পৈল। হেরে ছের ঘাটে পো ড়ে হাপিতে লাগিল ॥ নদীর তরঙ্গ ভারী জোবন বাহার। হালেতে বসিয়া বুড়া হৈল জের বার॥ নদীতে পড়িয়া বুড়া ভাসে যেন ফেনা। বিছানাতে স্বয়ে দেখে নারী কাঁচা সোনা॥ থিরে ২ উঠে বুড়া হইয়া উতালা। শেষ বয়ষেতে আমার একি হৈল জ্বালা॥ মাথে হাত দিয়ে বুড়া ভাবিতে লাগিল। মনের দুঃখেতে তিনি আপছোস করিল॥ বুড়ার ঘরেতে আইল নাতি বৌ যারা। সালাম আলেক দেয় বুড়াকে তাহারা॥ ছালামের জয়াব আমি কিদিব তোমারে। ঘুরমি হয়েছে আমার বাচিকি প্রকারে॥ একথা স্বনিয়া তারা হাসিয়া উঠিল। ঘুরমির ঔষধ তার কাছে আছে ভাল॥ দেখিয়া বুড়ার হাল গৃহে কাজে গেল। ঘরের ভিতরে বুড়া ভাবিতে লাগিল॥ খাওয়া পিয়া ছাড়ে বুড়া করেন হুতাস। টাকা পয়সা খরচ হৈল একি সর্ব্বনাস॥সুনিয়া বুড়ার নাতি কহিতে লাগিল। সাবাস ২ দাদা নছিব তোমার ভাল। বুড়া বয়সেতে ঘুরমি কোথা হৈতে এলো॥ শুনিয়া নাতির কথা আগুনে জলিল। লাঠী হাতে করে বুড়া মারিতে যে গেল॥ গোস্বায় বলেন বুড়া নাতির খাতিরে। আমার মরদমি কেছা দেখাব তোমারে॥ ডাক্তারের কাছে বুড়া যাইয়া পৌছিল। আপ না দেলের কথা খুলিয়া বলিল॥ ডাক্তার পুছেন তোমার বয়স কত হৈল। স্বনিয়া বলেন বুড়া বিরাসিতে পৈল॥ ডাক্তার স্বনিয়া তিনি তাজ্জব হইল। শেষ বয়সেতে তোমার বাতিক উঠীল॥ নাআছে ইংরাজি দাওা কহিলাম ঠীক। গাছের দাওা খাও তুমি করিয়া তহকিক॥ ঔষধের তালিকা করে বুড়ার হাতে দিল।পাই য়া রসিকা বুড়া খুসিতে ভরিল॥ কি কব ঔষধের কথা মুখতছার

বলি ॥ ঘাড়েতে কোদালি নিল আর নিল দাওলি ॥ ঔষধ
খুজিয়া বেড়ায় জঙ্গলে আর বনে। এক হাতে তোলে দাওয়া
আর হাতে গুনে ॥ ঔষধের পাইন কিনে বেনার দোকানে।
এসব জোগাড় করে মনের আগুনে ॥ গিরস্তের বাড়ী যেয়ে
কিনে লেয় ননি। বাজারে তালাস করে লাগে ফুল চিনি ॥
নদীর যে মাছ ধরে মাগুর আর কৈ। ঘোষ পাড়া তালাস
করে খালি দুধ দই ॥ এসব জোগাড় করে মজুদ করিল। নিয়ম
মাফিক বুড়া খাইতে লাগিল ॥ খাইয়া ডাক্তারের দাওা নুতন
হইল। মুচে তাও দিয়া বুড়া হাসিতে লাগিল ॥ উড়াইব
মজা আমি এই করে মনে। জাইয়া বসিল বুড়া বিবির ছামনে ॥
হেরে ছের কল বুড়া তখনি জুড়িল। আসক ধনুকে বুড়া তির
জুড়ে দিল ॥ যখন দিলেন জোর কলের উপর। কল ভেঙ্গে
পড়ে বুড়া কাপে থর ২ ॥ দেখিয়া বুড়কে বিবি গোস্বায় জলিল
ধাক্কামেরে তার তরে দুরে ফেলে দিল ॥ খাইয়া বিবির ধাক্কা
মুখে ভাঙ্গে লাল। কাসিয়া ২ বুড়া হইল বেতাল ॥ শুনিয়া
বুড়ার কাস জত নাতি ছিল। আপনার ঘরে তারা হাসিতে
লাগিল ॥ সাবাস ২ দাদা তুমি খুব ভাল। ঘুরমির ভিতরে তো
মার কাস বুঝি হৈল ॥ ওস্তি চর্ম্মসার হৈল তাতে মজা পড়ে।
পবন বাতাসে যেছা ভাঙ্গা ঘর নড়ে ॥ নাতি বৌ হাসে তারা
করে খোল ২। বুড়া বলে নাই আমার নসিবেতে বল ॥ কপালে
আমার লেখা এইত আছিল। এমন ডাক্তারের দাওা বিফলে
তে গেল ॥ দেখিয়া বুড়ার হাল যত ছিল নাতি। তোমার
ঘরেতে দাদা কেছা জলে বাতি ॥ এইত বুড়ার হাল শুন ভাই
জান। সরমে পড়িয়া গেল না মেটে আরমান ॥ সমুজের ফেরে
বুড়া পাইল যাতনা। ঘরেতে কাদেন বিবি হইয়া দেওয়ানা ॥
রাত দিনে ভাবে বিবি করেন হুতাস। দানা পানি ছাড়ে তিনি
করে উপবাস ॥ আসকের তিরে বিবি হয়ে জের বার। জলন্ত
আগুনি জেছা চোক্ষে বহে ধার ॥ আর কি লিখিব আমি

বুড়াদের হাল। অবশেষে ছেড়ে দেয় হইয়া বেতাল ॥ পিছে পানে না দেখিল হইল খারাপ। হইবে তাদের পরে বড়ই আজাব ॥ কেননা খোদার কাছে তালাকের কাম। বড় না পছন্দ হৈল সোন নেকনাম ॥ এসব কামেতে তার বড় হাল হবে। হামেসা আজাবে সেই কয়েদ থাকিবে ॥ শুনিলে বুড়ার কথা ওগো বুড়া গণ। লালচের কামে তোমরা না যাবে কখন ॥ জওানি বকশিল খোদা রহিম রহমান। কত খুশি করিলেন মনের মতন ॥ ছবুর করিলে ভাল ওহে বেরাদার। সে কামে নিয়ামত মিলে হাজারে হাজার ॥ না কর কলঙ্ক ভাই জত মোছলমান। একের জন্যেতে হয় অনেকের তুফান ॥ হেদ্দাতির তরে কেহ ভাল নাহি বাসে। দুর্ণাম করেন কত দেসে ও বিদেসে ॥ একের কারনে মোছলমান লজ্জা পায়। সরমে কাহার কাছে জওাব না দেয় ॥ আর যদি খায়েস হয় নিকার কারন। বুড়া মানে বুড়ি লেয় করিয়া পছন ॥ দুয়ের খায়েস ভাই এক মত হবে। তাহাতে কাহার দেলে বিগাড় না রবে ॥ মুখের মহব্বতে তোমার দিন চলে যাবে। খোদার ফজলে তাতে ইমান বাঁচিবে ॥ সাধ্য শক্তি বুঝে কাম কর গো ইনসান। সামনে মউত আছে ভাব গো নিদান ॥ অধিক না লেও বোঝা কহি বারে বার। আরামে থাকিবে জান সোন বেরাদার ॥ হক কথা লেখে দিনু না হবে বেজার। কোরান হাদিস দেখে হও হুসিয়ার ॥

* যে সকল আওরত স্বামির তাবেদ্যারি
করেনা তাহার বয়ান। *

শুন ওগো নারী গণ, কহি আমি বিবরন, হক কথা লিখিয়া জানাই। আল্লার হুকুম মান, একিন করিয়া জান, তবে পাবে বেহেস্তি বাদশাই ॥ তাবেদারি কর সবে, যাতে স্বামি রাজি রবে, সেই কাম হামেসা করিবে। স্বামি বড় নিয়ামত, কহি আমি হকি কত, সেই কথা ইয়াদ রাখিবে ॥ যার আছে স্বামি

ধন, সেই বড় গুণ বান, তার আদর এসংসারে। সব হৈতে তিনি ভাল, স্বামির খেদমতে রৈল, সদা খুসি আপনা অন্তরে॥ চারি চোখ দুই মুখ, তাতে বাড়ে কত সুখ, দেখ নারী মনে আপনার। জেছা পবন বাতাসে, হাওয়া লাগে গায়ে এসে, এছা খুবি খুবির বাহার॥ যার নাহি আছে স্বামি, পুছে লেও তারে তুমি, সদা থাকে ভাবনা দেলেতে। দেখ তার মুখ কালা, অন্তরে শোকের জ্বালা, জলে নারী মনের দুখেতে॥ স্বামি হারা যত নারী, তাহাদের দুখ ভারি, দেখ নারী করিয়া বিচার। যদি হয় রূপের ডালি, তাহার হাত পা খালি, যার ঘর দিবসে আন্ধার॥ খেয়ে পিয়ে নাহি সুখ, হামেসা মনেতে দুখ, দেখ নারী তেনাদের হালে। পড়িয়া শোকের ফান্দে, ওজর লইলে কান্দে, কলেজা কাবাব হৈল জলে॥ খুবসুরাত হয়ে নারী, আর থাকে জমিদারি, সামি যদি না থাকিল যার। জমিদারি মেছেসার, কিকামে আসিবে তার, ঘর তার দিবসে আন্ধার॥ আর সে গরিব হয়, স্বামির সামনে রয়, তার খুবি এজগতে ভাল। যদি হয় তার দুখ, দেখে যদি স্বামির মুখ, তার সুখ অন্ধকারে আলো॥ সামি ঘরে আছে যার, খুসি কেবা মত তার, দেখ নারী খিয়াল করিয়া। যে কামেতে বিবি খুসি, সে কামেতে সামি খুসি, যায় সুখে দিন কাটাইয়া॥ সোন গো নারীরা সবে, স্বামির খেদমতে রবে, তার তরে করিবে পিয়ার॥ নরম জবানে তারে, স্বামির সামনে ছারে, কর খুসি হুকুম আল্লার॥ তোমাদের স্বামি জেই, মিহনত করে সেই, খাটে তারা পেটের কারন। দেশ বিদাসেতে যায়, মজুরি করিয়া তায়, আনে চিজ মনের মতন॥ যাতে সবে সুখে রবে, সে ভাবনা সদা ভাবে, তোমার সুখেতে তার সুখ। তোমাকে ছাড়িয়া গেলে, নেঘা থাকে তার দেলে, নয়নে তোমার চোখ মুখ॥ যত থাকে বেরাদার, সব হয়ে যায় পর, তোমার খাতিরে ছাড়া পো'ল। মাতা পিতা ভাই যারা, তফাত পড়িল

তারা, দেখ নারী করিয়া খিয়াল ॥ টাকা কড়ি যত মাল, সব হো'ল পয়মাল, ক্ষতি নাহি হয় তবে। যে কামেতে থাক ভাল, সে কামে সাতার দিল, দেখ নারী তোমাদের বাবে ॥ দেখিয়া তোমার হাঁসি, স্বামি তিনি বড় খুসি, গেল ভুলে তোমারি প্রেমেতে। তুমি হও তার দাসি, যেন স্বামি থাকে খুসি, বেঁচে যাবে আজাবের হাতে ॥ তোমরা ও সতি বিবি, আখেরেতে হবে খুবি, থাক নারী স্বামির খেদমতে। খোদাতালা রাজি হবে, আজাবে বাঁচিয়া জাবে পাবে সুখ বেহেস্ত মাঝেতে ॥

* পয়ার * সোন ওগো নারী গণ বলি যে তোমারে। হামেসা খেদমত কর আপনা স্বামিরে ॥ স্বামি সে পরম ধণ সংসারের সার। দেল জান দিয়ে তোমরা হও তাবেদার ॥ ফরমাইয়াছেন আল্লাতালা রহিম রহমান। স্বামির পায়ের নিচে বেহেস্তি মাকান ॥ দেখত নছিব কেছা তোমা সবাকার। স্বামির খুসিতে পাবে বেহেস্তে গোলজার। জান্নাত খরিদ কর স্বামির খেদমতে ॥ বেহেস্তে খেদমত লিও হুর গন হো'তে ॥ সব হৈতে ছুরত তোমার বলন্দ হইবে। সত্তর হুরের পরে ছরদারি পাইবে ॥ আর এক হাদিস সোন ওগো নারী গন ॥ স্বামির খেদমতে সবে বাঁচগো আগুন ॥ মাকুল হাদিস সেই শুন বিবি জান। শুনিয়া আমল কর দিয়ে দেল জান ॥ আরব দেসেতে এক ছদাগর ছিল। আমিরান তার নাম বড়া খুসি ছিল ॥ তাহার ঘরেতে বিবি ছিল নেককার। ছফুরা বলিয়া নাম খুব হুসিয়ার ॥ আপনা বিবির তরে কহে সদাগর। হামেসা থাকিবে তুমি মহালা উপর ॥ দোমহলায় থাক বিবি হইয়া সতর। যত দিন নাহি আসে সোন সে খবর ॥ এ কথা বলিয়া তিনি বিদায় হইল। বেপার করিতে সেই অন্য দেশে গেল ॥ এই মত কত দিন গোজারিয়া যায়। ঘরেতে রহিল বিবি ভাবিয়া খোদায় ॥ আছিল বিবির বাপ নিচ মহালাতে। বেমার

হইল তিনি পড়িল ত্নখেতে॥ খবর দিলেন বাপ বেটির খাতিরে। বেমার হইল বাপ দেখ গো তাহারে॥ স্তুনিয়া বাপের হাল বিবি নেককার। মনেতে হইল দুখ আপসোস হাজার॥ দাসিকে ডাকিয়া বলে বিবি যে তখন। রছুলের কাছে দাসি যাও গো এখন॥ আমার হালের কথা তার কাছে কবে। কি জওাব দেয় নবি ওয়াকিফ হবে॥ একথা বলিয়া তারে বিদায় করিল। রছুলের কাছে দাসি যাইয়া পৌছিল॥ বিবির আওয়াল জত নবিকে কহিল। নবিজি দাসির তরে জওাব সে দিল॥ বাপের বেমার যদি দেখিবার যাবে। স্বামির হুকুম তার অদুল হইবে॥ তার জন্য বিবির বাবে হিসাব করিবে। কেমনে খোদার কাছে মুখ দেখাইবে॥ যাইয়া বিবির আগে কহ এ খবর। স্বামির হুকুম মান সে কাম বেহেতের॥ জওাব পাইয়া দাসি ফেরত হইল। বিবির কাছেতে এসে তামাম বলিল॥ স্তনিয়া ছবুর করে বিবি নেক-কার। স্বামির হুকুম তার করে এক্তিয়ার॥ দোসরা খবর বাপের আসিয়া পৌছিল। জবান হয়েছে বন্দ স্তুনিতে পাইল॥ স্তনিয়া বিবির দেল হো'ল বেকারার। রছুলের কাছে ভেজে বাপের খবর॥ খবর স্তনিয়া কহে আল্লার মোকবুল। স্বামির হুকুম কভু না হবে অদুল॥ এ কথা বলিয়া নবি জওাব সে দিল। স্তনিয়া নবির কথা খামস হইল॥ খোদার নামের পরে ছবুর করিল। স্বামির ফরমান বিবি বাহাল রাখিল॥ তেসরা খবর পাইল বাপের মউত। দেলেতে আপসোছ হো'ল কাঁদিল বহুত॥ নবিজির কাছে বিবি ভেজিল খবর। স্তনিয়া রছুল তিনি করিল সতর॥ ইন্নালিল্লা পড়ে বিবি বাপের জন্যেতে। ছবুর করিয়া থাকে আপনা ঘরেতে॥ স্বামির হুকুম আর নবির ফরমান। দুয়ের উপরে বিবি আনিল ইমান॥ ছবুর করিয়া রৈল পিয়ারি খোদার। আখেরে হইবে ভাল কারনে তাহার॥ স্তনিলে বিবির কথা নারী গণ যত। তোমরা

হুকুম মান পাইবে জান্নাত ॥ রছুল হইতে দেখ এ হাদিস আছে। সহি দলিলেতে এহার প্রমান হয়েছে ॥ জানিয়া শুনিয়া যেই গুমান করিবে। দোজখের আগে সদা হামেসা জলিবে ॥ ছাড় গো গুমান ছাড় যত নারী গণ। তাবেদারি কর স্বামির দিয়ে দেল জান ॥ বে ফরমান হবে যারা স্বামির বাবেতে। তাহারা পড়িবে সব আজাবের হাতে ॥ যখন যাইবে তারা কবর ভিতরে। সাপেতে দংশিবে তারে খুব জোর করে ॥ কবর আন্ধার ঘর তাতে দুখ হবে। সে মুস্কিলে কার সাতে দেখা না পাইবে ॥ অজুদের গোস্ত যত খসিয়া জাইবে। সে খানেতে কত কিড়া তোমাকে খাইবে ॥ এ যৌবন চির দিন কার না থাকিবে। গৌরব তোমার যত মাটিতে লুকাবে ॥ কত খাবসুরাত নারী এ ভবেতে হৈল। মউতের হাতে পড়ে রসাতলে গেল ॥ কিবা খুবি চোখ মুখ আর সে দান্দান। মাথাতে আছিল কেশ কি বাঁকা মানান ॥ মুখেতে আছিল হাঁসি চোখেতে ইসারা। মউতের হাতে পড়ে তারা হৈল সারা ॥ রুপের নাগরী ছিল জগতের ভাল। জেলেখার মত রূপ কার হবে বল ॥ তিনিত চলিয়া গেল দেখ নারী গন। কি বাঁকা মুখের খুবি আছিল মানান ॥ ঐ মত যাবে তুমি এ দুনিয়া ছেড়ে। গৌরব সৌরভ তোমার সব রবে পড়ে ॥ থাকিতে হায়াত বাঁকি ওহে নারীগন। তাবেদারি কর সবে থাকিতে জীবন ॥ কত মহিবত হয় মরদ উপরে। নরম জবানে বিবি বুঝাবে তাহারে ॥ রাজা মহাজন আছে দুনিয়ার কাম। তেনাদের দেলে হয় দুঃখ সে মদাম ॥ হাসিয়া কহিবে কথা খুসিতে রাখিবে। তোমার খুসিতে দুখ নিবারন হবে ॥ স্বামি যে মাথার ছাতি ইজ্জতের টাটি। হামেসা তাহাকে সবে কর পরিপাটি ॥ আর এক হাদিস আছে লেখিয়া জানাই। আমল করিলে ভাল সোন গো সবাই ॥ এক দিন রছুলুল্লা আলাহে-ছালাম। মোবারক মুখেতে নবি কহে এ কালাম ॥ আপনা

বেটির তরে কহে এই বাত। কাঠুরা ছাহাবার ঘরে জাও নেক জাত॥ বাপের হুকুম যদি ফাতেমা পাইল। ছাহাবার ঘরে বিবি যাইয়া পৌছিল॥ নজর করিয়া দেখে দরওজা উপরে। দরওজা আছেন বন্দ ডাকিল বিবিরে॥ ডাকের আওাজ বিবির কানেতে পৌছিল। সুনিয়া কাঠুরার বিবি জওাব সে দিল॥ কে তুমি আইলে হেথা কহত খবর। ফাতেমা তাহাকে তখন দিলেন উত্তর॥ রছুলের বেটি আমি ইমামের মাও। দরওজা খুলিয়া তুমি মাকানেতে লেও॥ এ কথা সুনিয়া বিবি কহেন তাহারে। কাল সকালেতে আইস আমার যে ঘরে॥ এ কথা সুনিয়া তিনি ফেরত হইল। আপনা মাকানে বিবি আসিয়া পৌছিল॥ কাঠুরা ছাহাবা আইল আপনা মাকানে। বিবিজি হাজির হৈল স্বামির ছামনে॥ যে কামেতে স্বামি খুসি সে কাম করিল। পরে ফাতেমার কথা কহিতে লাগিল॥ সুনিয়া কাঠুরা কহে বিবির ছামনে। রছুলের বেটিকে তুমি আনিবে মাকানে॥ তার পরে গেল দোন ইমাম লইয়া। কাঠুরার দ্বারে বিবি পৌছিল যাইয়া॥ দেখিয়া দরওজা বন্দ ডাকিতে লাগিল। সুনিয়া ছাহাবার বেটি জবাব সে দিল॥ দরওজাতে এসে দেখে দোন ইমামেরে। দেখিয়া ফিরিয়া গেল আপনার ঘরে॥ ঘরেতে যাইয়া বিবি বলেন আপনি। আজ কার মত ফিরে যাও ছাহেবানি॥ জবাব পাইয়া তিনি মাকানে আইল। দেলের ভিতরে তার আপশোষ হইল॥ মজুরী করিয়া কাঠুরা ঘরেতে আইল। ফাতেমার যত হাল বয়ান করিল॥ আমায়ী হুকুম এই তোমার পরেতে। যত লোক আসে বিবি ফাতেমার সাতে॥ তামাম আনিবে বিবি আমার যে ঘরে। তাতে কোন গম নাই বলি যে তোমারে॥ আপনা বিবিকে তিনি হুকুম করিল। পাইয়া হুকুম বিবি বড় খোশ হৈল॥ তেসরা দিনেতে বিবি দ্বারেতে যে গেল। দেখিয়া ছাহাবার বিবি দরওজা খুলিল॥ ফাতেমার হস্ত বিবি তখনি ধরিল। আস২

বলে তারে ঘরেতে আনিল॥ নজর করিয়া দেখে রছুলের বেটী। রাখিয়াছে স্বামির চিজ্ঞ করে পরিপাটী॥ দোড়ি লড়ি দেখিলেন আর সে খড়ম। বর্ত্তনে রাখিয়াছে পানি বিছানা গরম॥ দেখিয়া ফাতেমা কহে বিবির খাতিরে। এ সব সামানা কেন কহত আমারে॥ লড়ি দড়ি রাখিয়াছ কিসের কারণ। একে ২ সব কথা বলত এখন॥ স্বামির জন্যেতে আমি এ সব রাখিয়াছি। ঘরেতে আইলে পরে দিব তার কাছে॥ ওজু ও গোসল করে খড়ম পায়ে দিবে। সামনে বিছানা আছে তাহাতে বসিবে॥ দড়ি লড়ি রাখিয়াছি ইহার খাতিরে। তকসির পাইলে সাজা করিবে আমারে॥ আর ঐ দড়ি দেখ সামনে তৈয়ার। রাখিয়াছি এ খাতিরে সোন গো খবর॥ সাজা করিতে যদি পলাইয়া যাই। হইবে আমর গুনা জানিবে তাহাই॥ নারাজ হইবে স্বামি আমার উপরে। কি জবাব দিব আমি মাবুদের হুজুরে॥ এক জারা তকলিফ হয় আমাকে মারিতে। হিসাব হইবে আমার দেখ সে খানেতে॥ হামেসা আমার দেলে বড় ভয় আছে। হক কথা কহি আমি আপনার কাছে॥ স্বনিয়া বিবির মুখে বিদায় হইল। আপনা মাকানে তিনি যাইয়া পৌছিল॥ দেখিয়া রছুল পুছে বেটির খাতিরে। কাঠুরার ঘরের কথা কহত আমারে॥ স্বনিয়া ফাতেমা তিনি কহিতে লাগিল। একে একে সব কথা বয়ান করিল॥ দড়ি লড়ি দেখাল আর ওজু করার পানি। বিছানা তৈয়ার ছিল কহিলে আপনি॥ বিবির ঘরের কথা তামাম বলিল। স্বনিয়া হজরত নবি বড় খুসি হৈল॥ খোদার পিয়ারা যিনি রছুল দেওান। আপনা বেটির তরে করেন ফরমান॥ দেখিলে বিবির কাম বেটি যে আমার। তাবেদারি কর বেটি স্বামিকে তোমার॥ স্বামির রাজিতে রাজি পাক পরওার। বড় ২ মসিবতে পাইবে উদ্ধার॥ সামির খেদমত লেয় জান্নাত আদন। সামি হৈতে বাঁচ বেটি দোজখের আগুন॥ সামির

খেদমতের জন্য নবি ছরওয়ার। আপনা বেটির তরে কহে বার বার॥ তাবেদারি কর বেটি হুকুম আল্লার। সামির খেদমতে তুমি হও নেককার॥ শুনিলে হাদিস কেসা ওগো বিবি গণ। তাবেদারী কর সবে থাকিতে জীবন॥ খোদার গজব বলে হামেসা ডরিবে। সামির খেদমতে সদা দেল জান দিবে॥ না কর তোমরা সবে যৌবনের বড়াই। কোন ঘড়ি এ যৌবন হয়ে যাবে ছাই॥ আওরিয়ার বিবি ছিল রছুলের ধনি। দেখিতে সুন্দর বড় জলেন আগুনি॥ আওরিয়া গেলেন মারা জেহাদের তরে। দাউদ কবিল সাদি বিবির খাতিরে॥ ছুরত বলিয়া তার খাতির না করিল। আখেরে মউতের হাতে মাটি হয়ে গেল॥ সামির খেদমতে পাইল বেহেস্তি গোলজার। তাতে কত খুবি হৈল হুর তাবেদার॥ বিবি রহিমার কথা সোন বিবি গণ। আয়ুবের বিবি সেই বড় নেকতন॥ এমন ছুরত তার পুর্নিমার শশি। দেখিয়া আয়ুব নবি বড় হৈল খুসি॥ আয়ুবের বেমার হৈল আল্লার কুদরতে। আঠার বৎসর ছিল ঐ বেমারিতে॥ হামেসা খেদমত করে রহিমা খাতুন। সাবাস সাবাস বিবি বিবি নেকতন॥ কি বাঁকা ছুরত তার নয়নের তারা। আয়ুবের জানের সেই আছিল পিয়ারা॥ আসমান জমিনে যার তারিফ হইল। মরা বেটা বেটি ফের দুনিয়াতে পাইল॥ সামির কামের পরে তিনি রাজি ছিল। আজমায়েস কোরে তারে মজুদ করিল॥ সাবাস রহিমা বিবি হিম্মত তাহার। জঙ্গলে করিল বাস আঠার বৎসর॥ সামির পিয়ারে ছিল জগতের সার। মউতের হাতে পুড়ে হইল মেসমার॥ সামির খেদমতে হৈল সংসার উজালা। পরকালে বেচে যাবে আজাবের জ্বালা॥ আপনা সামির সবে কর গো যতন। সামির যতনে পাবে বেহেস্তি রতন॥ নিশ্বাস বিশ্বাস নারী নাহিক করিবে। কোন ঘড়ি ভরা তরি তলাইয়া যাবে॥ আগে পিছে দেখ নারী করিয়া খিয়াল॥ কত কত খুবছুরাত হইল পয়মাল

হইল পয়মাল ॥ বিবি রমেছার কথা শুন বিবি গণ। শুনিয়া ইনসাফ কর আপনার মন ॥ কি বাকা সুন্দর ছিলরূপে অনুপম। স্বামির খেদমতে তিনি ছিলেন মোদাম ॥ খোদার কুদরত মধু মুখের উপরে। মধু মত কয় কথা স্বামির হুজুরে ॥ রসে টল মল করে রূপের মুরারী। ঝিলিক মারেন মুখে দন্ত সারি ২ ॥ কি বাকা মাথাতে কেশ আছিল তাহার। হস্ত পদ ছিল বিবির সুবর্ণ আকার ॥ কি খুবি তাহার খুবি রবির কিরণ। দেখিয়া আরবের বিবি চমকিত মন ॥ আবুতালাহার বিবি রমিছা সুন্দরি। দেল জান দিয়ে করে স্বামির তাবেদারী ॥ মরা বেটা রাখে তিনি পালঙ্গ উপরে। রঙ্গ রসে কয় কথা স্বামির হুজুরে ॥ বেটার জন্যে স্বামিকে নছিহত করিল। ছবুরের পাথর তার বুকে তুলে দিল ॥ ছবুর দিলেন আল্লা বিবির জবানে। দাফন করেন তিনি বেটার কারনে ॥ ছবুরের পাথর তার বুকে তুলে দিল। এক বেটার বদলে তার সাত বেটা হৈল ॥ কেছা নেককার বিবি কেছা ইমানদার। স্বামির খুসিতে খুসি আপে পরওার ॥ এমন ২ জন দুনিয়াতে ছিল। স্বামির খেদমতে তারা জান্নাত পাইল ॥ তাবেদারী কর সবে ওগো নারীরা। বেহেস্তে পাইবে তোমরা স্নারাবন-তহুরা ॥ গৌরব সৌরভ ছাড় ওগো নারী যত। গৌরব পচিয়া যাবে মান হবে হত ॥ স্বামির উপরে যেই গরম হইবে। দোজখের আগুনে তারা জলিয়া যাইবে ॥ বড় গুনা নাহি কর সুন নারী গণ। তোমার গলাতে বারি দিবেন আগুন ॥ বাড়ীর বাহিরে গেলে পুরুষে দেখিলে। তোমার অজুদ যাবে আগুনেতে জলে ॥ সাপ বিচ্ছু আছে কত দেখসে দোজখে। তোমাকে দেখিলে তারা ফুলিবেক রাগে ॥ আর তোমাদিগে তারা দংশিতে থাকিবে। কলেজা বিসেতে তাদের জারা জারা হবে ॥ আক্কেল করিয়া চল গুমান না কর। যে কামেতে খোদা রাজি সেই কাম ধর ॥

* জওজা বাদসা এক ছেলের সহিত
বাত চিত করে তাহার বয়ান। *

জওজা বাদসার কেচ্ছা স্থন বেরাদার। কি হাল হইল তার দুনিয়া মাঝার॥ হামেসা তাহার দেখ এই কাম ছিল। খোদা বলে বুতের তরে পুজা যে করিল॥ আর যত লোক ছিল তার তাবেদার। সকলে করেন পূজা হয়ে একস্তর॥ ভাল২ চিজ যত তারে এনে দেয়। হামেসা বুতের তরে খাতির জোগায়॥ এই মত হামে হাল এস্তেমাল ছিল। খোদার গজব বলে নাহিক ডরিল॥ এই মত কত দিন গোজরিয়া গেল। দরিয়ার ধারে এক দরবেশ পৌছিল॥ মাবুদ জেকের করে ঐ নেককারে। খাওয়া পিয়া কিছু নাই এস্কেতে খোদারে॥ আসমান জমিন দেখ পাহাড় পর্ব্বত। পশু পক্ষি যত দেখ খোদার কুদরত॥ আর যত কুদরত দেখ চোখে আপনার। তাহার শুকুর করে দরবেশ আল্লার॥ এই মত হামেসা সে জেকেরেতে ছিল। হঠাৎ এতিম এক সামনে পৌছিল॥ আসিয়া তাকিয়া দেখে গরিবের বালা। জেকের করেন দরবেশ বসিয়া একেলা॥ ঐ ছেলে পুছে তারে করিয়া তহকিক। হক কথা খুলে বল আমার নজদিক॥ কোন নাম ধিয়ান কর তুমি খুলে বল। জগতের মধ্যে বল কোন নাম ভাল॥ বসিয়া কি জন্য আপনি করেন রোদন। সেই কথা আমার কাছে বলেন এখন॥ স্থনিয়া দরবেশ তিনি জবাব সে দিল। মাবুদের কথা আমার ইয়াদ হইল॥ আমাকে করিল পয়দা যেই নিরাঞ্জণ। এক জারামণি হ'তে করিল স্বজন॥ তাহার নামের পরে আছে যে মকরর। হক কথা তব কাছে কহিনু খবর॥ স্থনিয়া দরবেশর কথা বলিতে লাগিল। তোমার মাবুদের নাম আমারে যে বল॥ স্থনিয়া দরবেশে তিনি কহিতে লাগিল। একে২ খোদার ছেপ্ত বয়ান করিল॥ মাবুদের নাম ছেলে যখন শুনিল। শুনিয়া দেলের মাঝে এমান আনিল॥

একিন জানিল ছেলে মাবুদের তরে। না সরিক জানিলেন আপনা অন্তরে॥ পাক বারী ছেলের পরে রহম করিল। খোদার ফজলে দেল রৌশন হইল॥ দরবেশের কাছ হ'তে বিদায় হইল। হামেসা খোদার নাম জপিতে লাগিল॥ পুসিদাতে রৈল ছেলে আনিয়া এমান। কার কাছে নাহি কয় এসব সন্ধান॥ নিরালায় বসে তিনি এবাদত করে। পুসিদাতে সেজদা করে মাবুদের তরে॥ এই মত কত দিন গুজরিয়া গেল। ছেলের দেলের কথা কেহ না পাইল॥ খোদার কুদরত ভাই কে বুঝিতে পারে। সাধ্য শক্তি নাই কার এই যে সংসারে॥ সড়ক আছিল এক পাহাড় ভিতরে। যাওয়া আসা করে লোক রাস্তার খাতিরে॥ অজাগর আজদাহা আসিয়া পৌছিল। রাস্তার উপরে সাপ খাড়া যে হইল॥ দেখিয়া আজদাহা লোকে ডরেতে ডরিল। যাওয়া আসা সবাকার বন্ধ যে হইল॥ সোর গোল বড় হ'লো রাস্তার উপরে। কেহ না চলিতে পারে আজদাহার ডরে॥ সহরে আছিল লাড়কা শুনিতে পাইল। তাড়া তাড়ি করে তিনি আসিয়া পৌছিল॥ আসিয়া লোকের তরে জিজ্ঞাসা করিল। কি জন্যে আছেন খাড়া সেই কথা বল॥ কে করিল পথ বন্ধ তোমা সবাকারে। সোর গোল কর তোমরা কিসের খাতিরে॥ একথা লাড়কার মুখে যখন শুনিল। আজদাহার তরে তারা দেখাইয়া দিল॥ আজদাহার তরে যবে দেখিবার পাইল। তাড়া তাড়ি করে ছেলে সেখানেতে গেল॥ যাইয়া সাপের মুখে হস্ত তিনি দিল। খোদার সেফাত যত কানে শুনাইল॥ আর এই কথা কহে সাপের সামনে। রাস্তা বন্ধ কর বল কিসের কারনে॥ খোদার কুদরতি নাম যখন শুনিল। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সাপ দূরে চলে গেল॥ কেরামতি দেখে ছেলের বড় খোস হ'লো। সকলে বাহাবা বলে তারিফ করিল॥ এই মত কত দিন গোজরিয়া গেল। কিছু দিন বাদে ফের সেখানে আইল॥ ঐ

মত রাস্তা বাঘে বন্দ যে করিল। দেখিয়া তামাম লোক ডরেতে ভাগিল॥ দেখিয়া লোকের হাল ঐ নেককার। বাঘের কাছেতে যায় ভেবে পরওার॥ মাবুদের নাম তার কানে শুনাইল। শুনিয়া অবলা পশু খুসিতে ভরিল॥ যেথাকার সের দেখ সেখানেতে গেল। দেখিয়া তামাম লোক তাজ্জব হইল॥ বাদসার কাছেতে তার খবর পৌছিল। শুনিয়া জওজা বাদসা ভাবিতে লাগিল॥ বাদসা হুকুম করে দরয়ানির তরে। আনিয়া হাজের কর আমার হুজুরে॥ দেখিব কেমন লাড়কা আপনা নয়নে। বাত চিত করিব আমি তাহারি যে সনে॥ হুকুম পাইয়া তিনি সহরেতে গেল। যে খানেতে ছিল ছেলে সেখানে পৌছিল॥ ছেলের কাছেতে কহে এই সমাচার। তোমাকে তলব করে বাদসা নামদার॥ বাদসার হুকুম যবে কানেতে পৌছিল। বিসমিল্লা বলিয়া তিনি পথে খাড়া হৈল॥ আসিয়া বাদসার কাছে খাড়া যে হইল। সালাম কালাম তারে কিছু না বলিল॥ বাদসা তাকিয়ে দেখে ছেলের খাতিরে। চাঁদের নিসান আছে মুখের উপরে॥ সালাম না পায়ে বাদসা গোস্বা হয়ে ছিল। নিসানি দেখিয়া তারে কিছু না বলিল॥ নরম জবানে কহে ছেলের খাতিরে। সাপ ও বাঘের কথা কহত আমারে॥ কোন কথা দিয়ে তারে হাকাইয়া দিলে। এমন বোজরগি ভেদ কোথায় পাইলে॥ কি ভেদ ইহাতে আছে খুলে বল মোরে। তবেত হইব খুসি তোমার উপরে॥ বাদসার নিকটে কহে ঐ নেককার। আমি যাহা বলি তাহা কর গো এতবার॥ বুত পুজা ছাড় তুমি শুন নামদার। মাবুদের উপরে সদা রাখিবেন বার॥ না শরিক যেই জন মাবুদ রহমান। তাহার উপরে তুমি আনহে ইমান॥ বুতের কারখানা তুমি সব ছেড়ে দেও। মাবুদ আমার ঠিক এই কথা লেও॥ এই নছিহত ছেলে করিতে লাগিল। শুনিয়া বাদসার দেলে বড়া গোস্বা হো'ল॥ ছেলের তরেতে কহে ঐ

নামাকুল। কি জন্যে আমার খোদাকে করিলে অতুল ॥ যার বলে দুনিয়াতে বাদসাই পাইনু। সবার উপরে আমি হাকিম হইনু ॥ সেই ঠাকুরের তরে অপমান কর। আমার সামনে তুমি এছা জোর ধর ॥ এ কথা শুনিয়া ছেলে হাঁসিল তখন। এক যারা মনিতে পয়দা করিল যে জন ॥ আসমান জমিন যার কুদরতে করিল। পাহাড় পর্ব্বত যার হুকুমেতে হৈল ॥ চন্দ্র সূর্য্য চলে তারা না করে আরাম। খোদার হুকুমের পরে চলেন মদাম ॥ সেই মাবুদের তরে তুমি না চিনিলে। সয়তানের ফাসে পড়ে তাহাকে ছাড়িলে ॥ কত নিয়ামত খাও এই দুনিয়াতে। সৃজন করিল বারি আপে পাক জাতে ॥ তাহাকে চিনিয়া লেও শুনরে নাদান। আপনা জানের পরে না কর লোকসান ॥ পাথরের মুরতি যেই তাহাকে সেবিলে। হালালের মত চিজ তার তরে দিলে ॥ রক্ত মাংস নাই যার খালি এক পাথর। আক্কেল ওকুফ কিছু না রাখে খবর ॥ তার তরে তুমি দেখ যতন করিলে। খোদার গজব যত তামাম ভুলিলে ॥ আল্লার উপরে তুমি ইমান যে আন। সাপ ও বাঘের কথাবলি যে এখন ॥ আমার মাবুদ তিনি বড় দয়াবান। সকলের তরে আপে আহার জোগান ॥ আমার মাবুদ যেই সব হ'তে বড়। গাছ পালা পশু পক্ষি সকলের জড় ॥ তার তরে এ সংসারে সব আছে খাড় । সেই সর্ব্বমুল জান সকলের গোড়া ॥ আমার নছিহত তুমি মানিয়া যে লেও। লানতের তরে পূজা দূর করে দেও ॥ এসব নছিহত ছেলে যখন করিল। শুনিয়া বাদসার গায়ে আগুন জলিল ॥ মার ২ শব্দ করে হাকিয়া উঠিল। তামাম লস্করের তরে ডাকিতে লাগিল ॥ আমার হুকুম মান তোমরা সকলে। এখনি ডালিয়া দেও সমুদ্রের জলে ॥ এমন হুকুম যদি বাদসা করিল। দুই শত লোক এসে ছেলেকে ঘেরিল ॥ ছেলেকে লইয়া গেল সমুদ্র কিনার । হাজার শুকুর করে মুখেতে জেকের ॥ খোদার

হামদ ছেলে পড়িতে লাগিল। খোদার ফেরেস্তা এসে নেঘা বান হ'ল ॥ ফেরেস্তা মারেন পর জালেমের তরে। একবারে গারদ করে সমুদ্রের ভিতরে ॥ যেমন জালেম ছিল তেমনি হইল। জওজা বাদসার কাছে খবর পৌছিল ॥ শুনিয়া কাফের জাত অস্থির হইল। বাদসার হুকুমে গিয়ে ছেলেকে ধরিল ॥ ছেলেকে লইয়া গেল বাদসার হুজুরে। শুনিতে পাইল লোক তামাম সহরে ॥ বাদসা হাঁকিয়া বলে ছেলের খাতিরে। তামামের লিব দাদ তোমার উপরে ॥ কেমন মাবুদ তোমার নয়নে দেখিব। কুয়াতে ফেলিয়া তোর সাজাই করিব ॥ যখন জালেম গিদ্ধি একথা বলিল। শুনিয়া সে লাড়কা তিনি হাঁসিয়া উঠীল ॥ আর সে নছিহত করে বাদসাকে তখন। জীবন থাকিতে ইমান আনগো এখন ॥ বুত পূজা ছাড় তুমি আনহে ইমান। আজাব হইতে বাঁচ দোজখের তুফান ॥ আমার মাবুদ তিনি বড় দয়াবান। আছেন আমার সাতে করিতে আছান ॥ তুইশ লোক তোমার পয়মাল হৈল। সে সময়ে বুতের কিছু ক্ষমতা ছিল ॥ বহুত নছিহত ছেলে বাদসাকে করিল। শুনিয়া জালেমের দেলে এনসাফ না হে'ল ॥ জালেম হুকুম দিল লস্করের তরে। এখনি ডালিয়া মার কুয়ার ভিতরে ॥ তামাম লস্কর এসে ছেলেকে ঘিরিল। কুয়ার নিকটে তারে লইয়া যে গেল ॥ কুয়া দেখিয়া বলে ছেলে নেককার। খোদার সোকর করে মুখে আপনার ॥ রাখ মার যাহা কর ওগো পরওার। তুমি বিনে নাহি দেখি আমার নিস্তার ॥ খোদার কাছেতে ছেলে মোনাজাত করিল। মদতের ফেরেস্তা বারি পাঠাইয়া দিল ॥ সোর গোল কুওার ধারে বহুত হইল। শুন্য ছেলের তরে ফেরেস্তা ধরিল ॥ ফেরেস্তা মারিল পরে কাফেরের তরে। খোদার গজবে পড়ে কুওার ভিতরে ॥ খোদার ফজলে ছেলে খুসিতে রহিল। কাফের বেইমান যারা জাহান্নামে গেল ॥ দেখিয়া এমন হাল জওজা বেইমান। বিপদ

দেখিয়া পাপি হইল হয়রান ॥ দরয়ানির তরে কহে বজ্জাত বেহায়া। ছেলের তরেতে তুমি আনহে ধরিয়া ॥ হুকুম পাইয়া তিনি সহরেতে গেল। যেখানে ছিলেন ছেলে সেখানে পৌছিল ॥ সোনগো লাড়কা আমি বলি যে তোমারে। তোমাকে যাইতে হবে বাদসার হুজুরে ॥ দরওানের মুখে যবে একথা শুনিল। বিসমিল্লা বলিয়া তিনি খাড়া যে হইল ॥ মুখেতে জেকের করে যায় পথ বয়ে। গরিব বালকে লোকে দেখে চেয়ে ২ ॥ বাদসার দরবারে ছেলে যাইয়া পৌছিল। দেখিয়া তামাম লোক ডরেতে ডরিল ॥ বাদসা বলেন তিনি বস এখানেতে। আমার আরজ এই কহি জনাবেতে ॥ তোমাকে মারার জন্য ফিকির করিনু। কেমনে বাঁচিলে তুমি সন্ধান না পাইনু ॥ বাদসার মুখেতে যবে একথা শুনিল। শুনিয়া জওাব তার তখনি সে দিল ॥ শুনরে নামাকুল আমি বলি যে তোমারে। মাবুদ আছেন রাজি আমার উপরে ॥ ছারেজাহান হয় যদি এক বরাবর। তবু না মারিতে পারে শুনরে কাফের ॥ মাবুদ আমার একা জানিবেন ঠিক। একেলা মোক্তার তিনি না আছে শরিক ॥ লাত মনাতের পুজা ছাড় ওরে গাধা। সেরেকেতে যাবে মারা নাই তাতে বাধা ॥ বুতের কাছেতে খুব অনুরোধ কর। এক যারা নাহি দেখ ক্ষমতা তাহার ॥ এমন বুতের মুখে তুমি মার কাটা। কিয়া-মতে বেঁচে যাবে আজাবের লেঠা ॥ মালাউনের তরে কত নছিহত করিল। তবু সে পাপির দেলে আক্কেল না হইল ॥ ছেলের তরেতে কহে বেঈমান নাদান। তোমার মরন কিসে বলত এখন ॥ জওাব দিলেন ছেলে তাহার খাতিরে। আমাকে মারিতে চাও এই যে সংসারে ॥ আমার মউতের কথা শুনরে বেইমান। আমাকে মারিবে তুমি দিই তার সন্ধান ॥ ময়দান বিচেতে এক চড়ক গাড়িবে। তাহার উপরে মোরে উঠাইয়া

মারিবে যবে এই কথা কবে ॥ ছেলের মাবুদ যেই ঠীক সেই জন। তাহার নামেতে তির ছাড়িনু এখন ॥ এ বলে ছাড়িবে তির ওরে দুরাচার। হইবে আমার মৃত্যু হুকুমে আল্লার ॥ আর যে খবর কর তামাম সহরে। আমাকে দেখিবে তারা মরি কি প্রকারে ॥ মরনের কথা বাদসা শুনিতে পাইল। শুনিয়া নামাকুল সয়তান বড় খুশি হ'লো ॥ সহরের বিচে পাপি সংবাদ করিলে। তিরেতে মারিবে ছেলে দেখিবে সকলে ॥ খবর পাইল যদি সহরের লোক। ছেলেকে দেখিতে আসে হইয়া অবাক ॥ চড়ক গাড়িল বাদসা ময়দান মাঝার। দেখিয়া তামাম লোক হৈল চমৎকার ॥ ছেলেকে আনিল বাদসা চড়ক সামনে। ওজু করিলেন ছেলে মরন কারনে ॥ আর নছিহত করে সবাকার তরে। মাবুদকে চেন সবে এই যে সংসারে ॥ হায়াত থাকিতে সবে আনহে ইমান। দেলের মাঝেতে জপ সেই দয়াবান ॥ সকলে মিলিয়া সেজ্‌দা করিবে তাহার। বুত পুজা ছাড় সবে না হও কাফের ॥ দেখ সবে খোদার নামে কোরবানি হইনু। জালেমের জুলুমে আমি বাঁচিয়া যে গেনু ॥ নছিহত করে ছেলে চড়কে উঠীল। দেখিয়া তামাম লোক আপশোষ করিল ॥ দুরেতে থাকিয়া গিধি তির যে মারিল। মাবুদ বলিয়া ছেলে ডাকিতে লাগিল ॥ লাগিয়া বেমানের তির কলেজা ছেদিল। লাইলাহা ইল্লালা বলে এন্তেকাল হৈল ॥ উপরে থাকিয়া মোরদা নিচেতে গিরিল। খোদার ফেরস্তা এসে মারহাবা বলিল ॥ ছেলের যে জান গেল ইল্লিনের ঘরে। খালি ধড় পড়ে আছে জমিন উপরে ॥ দেখিয়া তামাম লোক হয়রান হইল। চারি শত মুছলমান ইমান আনিল ॥ লাই-লাহা জেকের তারা মুখেতে করিল। শুনিয়া জালেম গিধি ডরেতে ডরিল ॥ সকলের তরে কহে জোরেতে হাকিয়া। আগুনের কুণ্ড তোমরা দেও যে জালিয়া ॥ জালেমের হুকুম যদি লানতিরা পাইল ॥ তাড়া তাড়ি করে তারা আগ্ন জেলে দিল ॥

জ্বেলেদিল ॥ উঠিল আগের তেজ হু হু শব্দ করে। জালেম হুকুম করে সবাকার তরে॥ যাহারা ইমান আনে ছেলের খাত্তিরে। জলদি করে দাও ফেলে আগুন ভিতরে॥ হুকুম পাইয়া তারা মমিনে ধরিল। একে ২ সবাকারে আগুনে ডালিল ॥ এমন সয়তান দেখ কাফেরের জাত। মমিন লোকের তরে করিল নিপাত ॥ আওরত এক যেতেছিল ঐ রাস্তা দিয়া। দেখিয়া মমিন হাল উঠীল কাদিয়া॥ দেখিয়া সয়তান গিধী গোস্বায় জলিল। কোল হ'তে ছেলে নিয়ে আগুনেতে দিল॥ কাঁদেন ছেলের মাতা করিয়া হুতাশ। কি কছুর করিল ছেলে করিলে বিনাশ॥ বেগুনা আমার বাছা দুধের বালক। কি জন্যে তাহার পরে তুমি দিলে দুখ॥ মমিন লোকের পরে জুলুম করিলে। লইয়া আমার বাছা আগুনে ডালিলে॥ ছেলের শোকেতে মাতা কান্দে জারে জার। কলেজা কাবাব হৈল চক্ষে বহে ধার॥ মাবুদের কাছে কান্দে করিয়া রোদন। বেগুনা বাছার তরে করিল যে খুন॥ আমার আরজ এই তোমার জোনাবে। তুমি বিনে দয়াবান আর কেবা হবে॥ ছেলের শোকেতে কান্দে দুখিন যে মাতা। আগুনে থাকিয়া ডাকে বলে এই কথা॥ আগ নয় ২ ওগো মা জননি। জলদি করে ঝাপ দেও বেহেস্তের নিশানি। আগুনে থাকিয়া লাড়কা ডাকিতে লাগিল। শুনিয়া জননি তার আগুনে পড়িল॥ যখন যাইয়া মাতা ছেলে কলে নিল। তামাম আগুন গিয়ে কুফরে ঘিরিল॥ আগের তুফান হৈল তামাম ময়দানে। জলিয়া পুড়িয়া মরে যত খারি জানে॥ খোদার গজব তার এছাই হইল। কাফেরের বংশ যত রসাতলে গেল ॥ মমিন লোকের তরে আগুনে ডালিল। খোদার ফজলে তারা বেহেস্ত পাইল ॥ শুনিলে বাদসার হাল ওহে বেরাদার। দুনিয়াকে ফাকি জান হও হুসিয়ার॥ দেখত ছেলের তরে কত দুখ দিল। খোদার রাজিতে তিনি জান্নাত পাইল॥

দুখেতে সবুর কর সুখেতে শুকুর। জান্নাতে খরিদ কর সহত্তর হুর ।।

* কেতাব রচনা হওয়ার বয়ান। *

শুন এবে ভাই সবে রচনার হাল। সেই কথা লেখি হেথা করহে খিয়াল ।। রচনা করার জন্য এরাদা হইল। দেলের বিচেতে আমার খায়েস পৌছিল।। ভাবিয়া২ আমি হৈনু বেকারার। খোদার কাছেতে কান্দি হয়ে জারে জার ॥ এইমত কত দিন গোজারিয়া গেল। মহবুল্লা মুনসির কথা ইয়াদ হইল॥ জ্ঞান বুদ্ধি মুন্সিজির খুব ভাল ছিল। কোরান হাদিস তিনি ইয়াদ করিল ।। নিরালা তাহার কাছে যাইয়া বসিনু ।। আমার দেলের কথা খুলিয়া বলিনু ।। কোরান হাদিসের কথা মোরে বলে দাও। কি রূপে সায়ের হব সন্ধান বাতাও ।। এ কথা শুনিয়া তিনি বড় খোস হলো। যে রূপে কেতাব হবে বাতাইয়া দিল ।। বিছমিল্লা বলিয়া তুমি কলম ধরিবে। খোদার ফজলে তাতে রহম হইবে।। ধরহে মাবুদের রশি মজবুত করিয়া। পুরাবে মকসেদ বারি তোমার লাগিয়া ॥ তাহাতে আমার দেলে হেম্মত হইল। খোদাতালা পাক বারি রহম করিল ।। কেতাব লেখিনু আমি আল্লারজবান। মকসেদ করিল পুরা পাক ছোবহান ॥ এই দোয়া মাগি আমি মুন্সিজির হালে। ইমান বাহাল থাকে যেন দুই কুলে॥ বড় নেকবক্ত তিনি ইমানের নদি। দিনের কামেতে ভাল সেই মহাম্মদি ॥ আবেদ আলেম তিনি শুন সে জেকের। রাহি মোসাফের পানে করেন খাতের॥ দিনের কামেতে ভাল বদিতে বেজার। সরিয়ত কামেতে তিনি খুব খবর দার॥ খোদার নামের পরে করেন শুকুর। দুইবার দেখিলেন মক্কার যে ঘর॥ থোড়াই বয়সে কত নেকি কামাইল। আর সে আলেম লোকে খাতির করিল॥ গরিব করেছেন খোদা জানিবে তাহার। তবু সে খায়রাত করে নামেতে আল্লার॥ আর সে নামাজ পড়ে জামা-

তের সাতে। নিরালা বসিয়া কান্দে খোদার ডরেতে॥ আর কি লিখিব আমি তিনার বাবেতে। হামেসা কসিস করে নেকির কামেতে॥ হামসায়ার মত তিনি জানিবে খবর। আসল মাকান তার সোন বেরাদার॥

※ খাকছার রহমতুল্লার পরিচয় ※

ছালাম আলায়েকুম সবার জনাবে। সকলে করিবে দোয়া অধিনের বাবে॥ এলেম আক্কেল মোর নেহাত যে কম। ছুনিয়ার বিচে আমি বড়ই অধম॥ গরিব হালেতে আছি স্নুকুর খোদার। ইমান বাহাল রাখে আপে পরয়ার॥ আর এই দোয়া মাগি খোদার দরগাতে। মউত করেন বারি ইমানের সাতে॥ আর এই আরজ করি জনাবে সবার। অবহেলা নাহি কর কেতাব আমার॥ কোরান হাদিস হৈতে লেখিনু কালাম। পড়িয়া আমল কর যত নেক নাম॥ আলেম ফাজেল কত এলেমের নদি। সায়ের করিল তারা খাস মহাম্মদি॥ কোরান হাদিস তারাআমল করিল। খোদার নামের পরে লেখিয়া যে দিল॥ আমি অতি মুঢ় মতি কি জানি খবর। কেমনে লেখিব আমি হাদিস মহর॥ পরের অধিন আমি স্নন ভাই সবে। রচন আমার ভাল কেমনে হইবে॥ ভুল চুক যদি হয় কেতাবে আমার। দেখিয়া করিবে মাফ যত বেরাদার॥ জাহেল নাদান দেখে ঘৃণা না করিবে। সকলের খাদেম আমি একিন জানিবে॥ আফালতন হেন জন হইয়া মনুস্য। তবু তারে ভুল হবে জানিবে অবশ্য॥ বার স পোছাত্তর সালে বাবা মারা গেল। খোদা-তালা আমার তরে এতিম করিল॥ সে সমে বয়স মোর ছিল দশ বছর। দুখেতে পড়িনু আমি হইয়া কাতর॥ এই মত দুই সাল গোজরিয়া গেল। আমার জননি যিনি ওফাত পাইল॥ ছুনিয়াতে ভাসি জেছা সমুদ্রের ফেনা। মনকে প্রবোধ দিই নিষেধ মানেনা॥ ভাবিয়া ২ আমি হইনু যে সারা। মনের দুখেতে ফিরি নাপাই কিনারা॥ এতিম করিল খোদা

মরজি তাহার। পরের অধিন হৈনু সোন বেরাদার॥ বাপের পিয়ারা ছিনু মায়ের কলেজা। দুনিয়া দরিয়া বিচে পানু কত্ত সাজা॥ তকদিরের লেখা ভাই কে বুঝিতে পারে। ঘুরিনু অনেক দেশ তাহার খাতিরে॥ আর কি লিখিব আমি জীবনের হাল। সব কিছু জানে সেই কুদরত কামাল॥ বাবা জানের কথা কিছু লিখিয়া জানাই। শুনিয়া করিবে দোয়া শুন সবে ভাই॥ আমার পিতার নাম কাঞ্চিমোল্লা ছিল। দেশ বিদেশেতে যার নাম জারি হৈল॥ নেকির কামেতে ভাল বদিতে বেজার। খোদার ফজলে তিনি ছিল খবরদার॥ আক্কেল ওকুফ তার খুব ভাল ছিল। আলেম লোকের তরে খাতের করিল॥ তালেব এলেম যারা হৈল দুনিয়াতে। খাতের করিল তাদের খুসি খোশালিতে॥ দিনদার মুসলমান মাকানে আইল। কলেজা সমান তার ভাল যে বাসিল॥ খানা খাওয়াইল তারে করিয়া পিয়ার। তাহাতে হইল খুশি যত্ত নেককার॥ আর কি লিখিব আমি কালাম তাহার। কওম বিচেতে তিনি ছিলেন সরদার॥ তাম্বি করেন বাবা সবাকার তরে। হক কামে ছিল তিনি কারে নাহি ডরে॥ এমন গুনের নিধি দেল ছিল ভালা। অন্ধ আতুর দেখে দিত রাহেলিল্লা॥ হামছায়া লোক পরে ছিল দয়াবান। কমি বেশি না করিল শুন মোছলমান॥ বসত আমার লেখি শুন সর্ব্বজনা। শুনিলে পাইবে সবে আমার ঠীকানা॥ দক্ষিনে রাজসাহী জেলা জানিবে মসহুর। উত্তরে আছে থানা মান্দা কালিকাপুর॥ পশ্চিমে নবাবগঞ্জ জানিবেন ঠীক। পুর্ব্বেতে মহকুমা নওগাঁ করিবে তহকিক॥ মধ্যস্থলে বশত আমার শুন নেক নাম। চকদহ মোকাম আমার বড় গুনধাম॥ ইসলামি বুনিয়াদ জাগা শুন নেক নাম। খোদার ফজলে বাড়ে দিনের আনজাম॥ আর সেখানেতে আছে মস জিদ বাগান। কোরান হাদিসের কথা হামেসা বয়ান॥ আর সে আছেত নদী বাড়ির

কিনারে। গোছল করেন লোক আনন্দ অন্তরে॥ শীব নদি দিল বিধি পানির কারন। ভরা পূরা থাকে পানি মনের মতন॥ হামেসা জোয়ার বয় সেই যে নদ্দিতে। বরা বর থাকে পানি সব সময়েতে॥ মাহাগিরি আছে কত চার তরফেতে। হামেসা ধরেন মাছ খুশি খোসালিতে॥ আর মোছলমান আছে শুন সেখানেতে। হামেসা ও ধরে মাছ তাহারা নদিতে॥ আলেম ফাজেল কত সেখানেতে যায়। খাইয়া নদির মাছ বড় খুশি হয়॥ সে সব মাছের আমি কি লিখিব নাম। কেতাব বাড়িয়া যাবে শুন গুন ধাম॥ নিকটেতে আছে বিল নামে আন্দাসুরা। সেখানতে আছে কত মাছ ভরা পুরা॥ মৎস্য মারিতে খবর হয় বহু দুরে। সকলেতে ধরে মাছ রোজ মঙ্গল বারে॥ আর তারা বান্দে ঘর বিলের কিনারে। চারি দিকে ঝাকি মারে মাছের খাতিরে॥ আর সে জালিয়া বাতি রোশনার কারন। তাতে কত খুবি হয় মনের মতন॥ কোসেস করিয়া লোক মাছের লাগিয়া। যার যে কিসমতে বারি দেয় যে ভেজিয়া॥ তাতে কত খুসি হয় মিস্কিন গরিব। জবানেতে করে তারা আল্লার তারিফ॥ চারিদিকে বাজার আছে শুন ভাই জান। কত চিজ তৈয়ার হয় খাওয়ার ছামান॥ পশ্চিমেতে আছে হাট নামে খাড়-বাড়ি। বেচা কিনা করে সবে ক'রে তাড়াতাড়ি॥ পূর্ব্বেতে আছে হাট নামে দেলাবাড়ি। বেচা কিনা করে লোক খুব হুড়া হুড়ি॥ খোদার ফজলে তাতে সব চিজ মিলে। সকলে খরিদ করে খুশি হয়ে দেলে॥ উত্তরেতে আছে হাট নামে বটতলি। বেচা কিনা করে লোক সবে মিলা মিলি॥ দক্ষি-নেতে আছে হাট নামে গোল্লাপাড়া। সেই হাটের শব্দ বড় দুনিয়াতে সাড়া॥ হাটের নিকটে আছে তানরের থানা। কমি বেশি না করিবে সদা করে মানা॥ হর রকমের চিজ সে খানেতে মিলে। তাতে কোন কম নাই খোদার ফজলে॥ আর এ আর করি জোনাবে সবার। সকলে করিবে দোয়া

বান্দা যে খোদার ॥ সকলের ভালাই জন্য লিখিনু কালাম। আমল করিলে ভাল সোন নেক নাম॥ পরিচয় দিনু আমি সোন মুসলমান। আওাল আখের পড়ে আনিবে ইমান ॥ পড়িয়া আমল কর যত দিন দার। গুনা হৈতে বাঁচ সবে কহি বারে বার॥ কেতাব হইল লেখা শুন সকলেতে। তের স ছাব্বিস শাল উনত্রিশ মাঘেতে॥ আর কি লিখিব আমি সুন মন দিয়া। হস্ত কাপিয়া উঠে আর কাপে হিয়া॥ কলমে না ধরে কালি কি করি এখন। নাচার হইয়া আমি ভাবি মনে মন॥ আমি হিন রহমতুল্লা সকলের গোলাম। সবার জনাবে আমার হাজার সালাম॥ কিবা ছোট কিবা বড় আছে যত জন। সকলে করিবে দোওা অধিনের কারন॥

পরম করুনাময় আল্লার মেহেরবানীতে 'নাজিরাতুল মোসলেমিন' কেতাব তামাম হইল। ইনশা আল্লা ইহার পর আর এক কেতাব শুরু করা হইবে। ইতি ১৩২৭ সাল ৮-ই আশ্বিন ১৩৩৯ হিজরী ১০ই মহরম (আশুরা) রোজ শুক্রবার।

নূর-অল-ঈমান সমাজ।

হেড অফিস—মির্জাবাগ ভিলা—রাজশাহী

এখওয়ান্ নোস্ সাফা নামক আরবের মশহুর সমাজ এবং এলেমদোস্ত ইংরেজগনের স্থাপিত এসিয়াটীক সোসাইটী সমাজের ধরণে ১৩০২ সালে উত্তর বাঙ্গলায় নুরল ঈমান নামক একটি সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এই সমাজের জিরিয়াতে যাহাতে বাঙ্গলার মুসলমানের ঘরে ঘরে দীন, কওম ও নানা রকমের এলেম সম্বন্ধে হর কেছেমের কথা নিম্ন লিখিত ধরণে প্রচার করা যায় তাহার কোশেশ করাই ইহার কাজ।

(১) ছেলে মেয়েদের জন্য ভাল ভাল কেতাব তছনীফ করা—

(২) মুসলমান নর নারীর জন্য ওয়াজ নছিহতের এবং হরবরের তরকির লায়েক এলেম লাভের উপযুক্ত কেতাব তছনীফ করা—

(৩) আরবী ফারসী ইংরাজি জবানের ওমদা ওমদা কেতাব বাংলা জবানে তর্জমা করিয়া প্রকাশ করা—

(৪) ভাল ছাঁদের আরবী ফারসী হরফ তৈয়ারী করিয়া বা আনাইয়া কোরআন শরীফ ও আরবী ফারসী গ্রন্থ ছাপা করা

(৫) এলেম হুনর, হেকমত ও নান ফন্ সম্বন্ধে ভাল ভাল বই প্রচার করিয়া দেশের লোকের ভালাই করা—

(৬) গরীব অথচ উপযুক্ত মোছান্নেকের ভাল ভাল কেতাব প্রচারে তায়ীদ করা (ভাল ভাল কেতাব লিখিত হইয়া খরচ অভাবে প্রকাশিত হইতে না পারিলে মোছান্নেফ গনের সহিত শরৎ স্থাপন করিয়া পুস্তক ছাপানের ও বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইবে)—

(৭) প্রচারক পাঠাইয়া মৌখিক নছিহত দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া

(৮) সর্ব্বসাধারনের মধ্যে আপসে যাহাতে তজরবাত ও খেয়ালাতের আদান প্রদান সহজে হইতে পারে এবং হরকেছম এলেমের কথা থাকে এমন একখানি পত্রিকা বাহির করা; হর হর কেছেমের পরামর্শ, এক্তেলাফী তর্ক ও মীমাংসা এবং কওমের কর্ত্তব্য কার্য্যের ধরণ আদি বিষয়ে হর রকমের প্রবন্ধ লিখিয়া সমাজের মেম্বরগণ ইহাতে আলোচনা করিবেন।

আলেম, ফাজেল ও শিক্ষিত চিন্তাশীল নরনারী লইয়া এ সমাজ গঠিত। ধর্ম্ম প্রচারক মৌলবী মসজেদের ইমাম, মোদারেস উকিল মোখতার, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, সওদাগর শিল্পী কৃষক, জোৎদার জমিদার আদি হর কেছেমের জ্ঞানীলোক, কি স্ত্রী কি পুরুষ ইহার মেম্বার হইতে পারিবেন। খোলাসা কথা জানিতে সম্পাদকের নিকট অথবা নিম্নঠিকানায় চিঠি লিখুন।

মির্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব

মির্জাবাগ ভিলা—রাজসাহী।

সুসংবাদ।

উপরে (৮) দফায় যেরূপ পত্রিকার অভাব লিখা হইয়াছে, রাজসাহী জেলার সমস্ত মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় তদ্রূপ পত্রিকা শিক্ষা সমবায় নামে ইনশা আল্লা ১৩২৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে বাহির করা হইয়াছে। বৎসরে তিনবার ছাপা হয়। খোলাসা খবর জানিতে হইলে সম্পাদক, রাজসাহী মুসলমান জেলা শিক্ষা সমিতি উপরের ঠিকানায় পত্র লিখুন

৩। খোস খবর—(দোছরা সংস্করণ—যন্ত্রস্থ) বাংলায় ইসলাম মিশনের জরুরতের প্রমাণ লিখা আছে। মূল্য আল্লার নজর বলিয়া যিনি যাহা দেন।

৪। ওয়ায়েজুল মোমেনিন—মুনশী ছমিরুদ্দীন আহমদ রচিত এছলামী পয়ার ছন্দে দিনদারী নছিহতের পুথি। ওয়াজ শুনিতে যাঁহারা ফোরসোৎ পাননা তাঁহাদের দেলের হাওছালা ইহা পড়িয়া পূরণ হইবে। মূল্য।৶০ ছয় আনা।

৫। পতিভক্তি—(চতুর্থ সংস্করণ—দেওয়ান নছির উদ্দীন আহমদ) স্বামীর প্রতি মোসলমান স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য লিখা আছে মূল্য ৶০ তিন আনা।

৬। তানবিরল ইমান। মৌলবী হাজী আবদুল কাদের সাহেব বিরচিত। ইহাতে দুই বাবে দীন, ইমান, আকিদা, ইছলাম, আমলের জকাৎ, খায়রাত ছদকাত ও হজের বয়ান। চারি বাবে নমাজ সম্বন্ধে বয়ান তিন বাবে মসজেদ এক বাবে তারেকুল জমাতের বয়ান ও তদ্‌ছে ওয়ায় বখিলের মাল ও মালদারের হজের বাবে আম ও খাস নছীহত দেল যেরেব ছন্দে লিখা হইয়াছে। দিনদার মুসলমানের খরিদ করা আবশ্যক। কিমত ॥০ আট আনা।

৭। মোছাদ্দেকুল এলছান। হাজী দেলবর আলী সাহেব বিরচিত। ইহাতে নেকী, বদি, পর্দ্দা, মোমেন, আবেদ, দুনিয়ার মেছাল ফজিলতের জেকের, জেকেরের, দোয়া ইত্যাদি বাবে আম নছিহত পয়ার ছন্দে লিখা আছে। হর মোমেন মুসলমানের ইহা খরিদ করা উচিত। কিমত ॥০ আট আনা

কোহিনূর পুস্তক বীথি।

কলেজ ষ্ট্রীট—রাজশাহী পোঃ।

আমরা রাজশাহীতে নগদ মূল্যে হরকেসেমের আরবী উর্দ্দু কেতাব বিক্রয় করি। ইহাতে মাদ্রাসার ছাত্র এবং মৌলবী সাহেবদের অনেক অসুবিধা আল্লা চাহে দূর হইবে। স্থানাভাবে কয়েকটী মাত্র কেতাবের নাম দিলাম।

১। বোগদাদী কায়দা ২। তশরিহুল হরুফ ৩। উর্দ্দু কায়দা ৪। উর্দ্দু প্রাথমিক ব্যাকরণ ৫। উর্দ্দুকী পহেলী কেতাব ৬। উর্দ্দুকী দোছরী কেতাব ৭। উর্দ্দুকী তেছরী কেতাব ৮। দিনিয়াতকা পহেলা রেসালা ৯। দিনিয়াতকা দোছরা রেসালা ১০। ফারসীকি পহেলী কেতাব ১১। ফারসীকি দোছরী কেতাব ১২। পন্দেনামা ফরিদুদ্দীন আত্তার ১৩। পন্দেনামা সেখসাদী ১৪। গোলজারে দবেস্তান ১৫। বোস্তান ১৬। গোলেস্তান ১৭। আমপারা ১৮। পাঞ্জছুরা ১৯। পকেট খোতবা ২০। ইউছফ জোলেখা ২১। বাহার দানেশ ২২। আরায়েশে মহফেল ২৩। ফেকাহ মোহাম্মাদী ২৪। মেশকাত মাসাবী ২৫। মসদর ফইয়ুজ ২৬। মোতাজেল ২৭। নহুমির ২৮। ছরফমীর ২৯। মীজান মনতেক ৩০। মৌলুদ জদিদ ৩১। মৌলুদ শাহীদ ৩২। মৌলুদ আহিয়াএল কলুব। ৩৩। রাহে নাজাত ৩৪। মেফতাহুল জান্নাত ৩৫। তাবিজ কোরান শরীফ ১৬ তোলা ৩৬। হেমায়েল শরীফ ৩৭। বড় কোরান মজীদ ৩৮। করীমুল্লোগাত ৩৯। লোগাত কিশোরী ৪০। লোগাতে কোরানী ৪১। উর্দ্দু ফারসী রুলিবুক ৪২। গঞ্জল আরশ ৪৩। ওজিফা ৪৪। পঞ্জগঞ্জ ৪৫। জোবদাত ৪৬। ফছল আকবরী ৪৭। হেদায়েত নহু ৪৮। কাফিয়া ৪৯। আখলাকে মোহসেনী ৫০। আনোয়ার সোহেলী।